বর্ষ ; ৬ষ্ঠ খণ্ড ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত

"রহস্য-লহরী

উপন্যাস-মালার অষ্টাদশ উপন্যাস,

সাংঘাতিক উইল

(প্রথম সংস্করণ)

কলিকাতা,

১৮এ, রামতনু বসুর লেন,

"মানসী" প্রেসে

শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ;

ও

নদীয়া, মেহেরপুর হইতে

সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত

আশ্বিন, ১৩২৩ সাল ।

এই খণ্ডের মূল্য এক টাকা চারি আনা ।

উৎসর্গ।

উৎকলাকাশের গৌরব-রবি,

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সুযোগ্য সদস্য,

'রহস্য-লহরী'র পৃষ্ঠপোষক,

সাহিত্যসুহৃদ, সুধীপ্রবর

কণিকা-রাজ

মান্যবর শ্রীযুক্ত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ভঞ্জ দেব

মহোদয়ের শ্রীকরকমলে

তদীয় অনুগত অকিঞ্চন সাহিত্য-সেবকের

আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মানের

সামান্য নিদর্শন স্বরূপ

ইহা অর্পিত হইল।

সাংঘাতিক উইল

সূচনা

স্থান,—ইংলণ্ডের সমারসেট্ জেলার মরোবারি পল্লী।

মে মাস; সময়,—রাত্রি বারোটা।

গ্রামের সমস্ত লোক সুষুপ্ত, কিন্তু ব্যারিষ্টার মিঃ হুইটল্ একাকী তাঁহার পাঠ-গৃহে উপবেশন পূর্ব্বক কোনও একটি গুরুতর মামলার কাগজপত্র দেখিতেছিলেন। গ্রাম্য ভজনালয়ের ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া বারোটা বাজিলে তিনি তাঁহার টেবিলের দেরাজে দলিলপত্রগুলি বন্ধ করিলেন; তাহার পর সেই কক্ষের জানালা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে বাতায়ন সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন।

মিঃ হুইটলের অট্টালিকার পার্শ্বেই প্রশস্ত রাজপথ। জানালা বন্ধ করিতে করিতে মিঃ হুইটল্ পথপ্রান্তে একখানি মোটর গাড়ীর শব্দ শুনিতে পাইলেন, রাত্রি বারোটার সময় এরূপ পল্লীতে মোটর গাড়ীর আবির্ভাব—একটু অসাধারণ ঘটনা। মোটরখানি চলিতে চলিতে মিঃ হুইটলের বহির্দ্বারেই আসিয়া থামিল, ইহা লক্ষ্য করিয়া তিনি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। রাত্রি বারোটার সময় তাঁহার গৃহে কাহারও আগমনের সম্ভাবনা ছিল না।

মিঃ হুইটল্ জানালা বন্ধ করিলেন বটে, কিন্তু সেই কক্ষের দীপ নির্ব্বাপিত করিলেন না, মোটর গাড়ীতে এই রাত্রে কে কি উদ্দেশ্যে তাঁহার গৃহে আসিতেছে দেখিবার জন্য তিনি বহির্দ্বারে উপস্থিত হইলেন। সুপরিচ্ছদধারী 'সোফার' মোটর চালক মিঃ হুইটলকে দ্বার খুলিতে দেখিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল, এবং তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, আপনিই কি ব্যারিষ্টার মিঃ হুইটল্?"

মিঃ হুইট্‌ল বলিলেন, "হাঁ।"

মোটরচালক বলিল, "এই গভীর রাত্রে আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি, আমার বেয়াদবি মার্জ্জনা করিবেন; নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই আমাকে এই অসময়ে আপনার নিকট আসিতে হইয়াছে।"

মিঃ হুইট্‌ল্ পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, সদর দরজায় দাঁড়াইয়া সেসময় কাহারও সহিত আলাপ পরিচয় করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু লোকটির কথা না শুনিলেও নয়। তিনি বলিলেন, "কি প্রয়োজনে আসিয়াছ বলিতে পার।"

মোটরচালক বলিল, "আমি সার মর্টন প্যারোবির 'সাফার'। তিনি হঠাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছে রোগ সাংঘাতিক হইতে পারে; এজন্য তিনি একখানি নূতন উইল করিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। আপনাকে আমার সঙ্গে গিয়া তাঁহার উইলখানি প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে; এই জন্যই তিনি এই অসময়ে আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন।"

মোটরচালকের কথা শুনিয়া মিঃ হুইট্‌ল্ অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কিন্তু তোমার মনিব মহাশয়ের সহিত আমার ত পরিচয় নাই! আমি অনেক দিন হইতেই তাঁহার নাম শুনিয়া আসিতেছি; মিড্‌ল্যাণ্ডস্‌এ লোহার কারখানা করিয়া তিনি অগাধ অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহাও জানি। কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন দিন তাঁহার সহিত আমার দেখা সাক্ষাতের সুযোগ হয় নাই। সে দিন সংবাদপত্রে পাঠ করিতেছিলাম, তিনি বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য সংপ্রতি বাথ্ নগরে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার হঠাৎ উইল করিবার আবশ্যক হইয়া থাকিলে সেখানেই ত তিনি বিচক্ষণ ব্যবহারাজীবের সাহায্য পাইতেন; এই আঠার মাইল তফাৎ হইতে আমাকে লইয়া যাইবার কি আবশ্যক?"

মোটরচালক বলিল, "সে কথা সত্য; কিন্তু এখন তিনি বাথ্ নগরে নাই। আজ রাত্রেই তিনি বাথ্ হইতে স্থানান্তরে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন; অগত্যা তাঁহাকে পাইন্‌কম্বি নামক গ্রামের রোবক্ হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এই হোটেলটি ব্রিষ্টল্ রোডের ধারে অবস্থিত; তাহার দূরত্ব এখান হইতে পাঁচ মাইলের অধিক নহে। নিকটে ত

অন্য কোনও উকীল ব্যারিষ্টারের বাস নাই, এইজন্য আপনার নিকটেই আসিয়াছি ; উপস্থিত সঙ্কটে আপনি সাহায্য না করিলে আর উপায় নাই।"

মিঃ হুইট্‌ল্ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে আমার যাওয়াই কর্ত্তব্য ; তুমি এক মিনিট অপেক্ষা কর।"

মিঃ হুইট্‌ল্ তাঁহার উপবেশন-কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, এবং কিছু কাগজ ও একটি ফাউন্টেন পেন পকেটে ফেলিয়া একটি প্রকাণ্ড কোট ও হ্যাটে সজ্জিত হইলেন ; তাহার পর দ্বার রুদ্ধ করিয়া মোটরচালকের নিকট উপস্থিত হইলেন।

মিঃ হুইট্‌ল্ মোটরচালকের পার্শ্বে উপবেশন করিবামাত্র শকটখানি নৈশ-অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া রাজপথ দিয়া পাইন্‌কম্বির অভিমুখে দ্রুতবেগে ধাবিত হইল।

মিঃ হুইট্‌ল্ কিছুকাল নীরব থাকিয়া মোটরচালককে বলিলেন, "ডাক্তার দেখাইবার কিরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে ? সার মর্টনের সঙ্গে ডাক্তার আছে ত ?"

মোটরচালক বলিল, "বাথ্ নগর হইতে ডাক্তার ফালিষ্টারের আসিবার কথা আছে ; বোধ হয় এতক্ষণ তিনি বাথ্ হইতে রওনা হইয়াছেন।"

মিঃ হুইট্‌ল্ বলিলেন, "বাথ্ হইতে ডাক্তার আসিতেছেন ! কেন, নিকটে কোথাও কি ডাক্তার নাই ?"

মোটরচালক বলিল, "ডাক্তার ফালিষ্টার তাঁহার গৃহ চিকিৎসক ; তিনিই সর্ব্বদা সার মর্টনের চিকিৎসা করেন। আমরা তাঁহার অবস্থা দেখিয়া অন্য কোনও ডাক্তার আনাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম, কিন্তু সার মর্টন আমাদিগকে অন্য ডাক্তার ডাকিতে নিষেধ করিলেন। আপনি শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, মিঃ ফালিষ্টার ভিন্ন অন্য কোনও ডাক্তারকে দিয়া চিকিৎসা করাইতে তিনি সম্পূর্ণ অসম্মত ; ডাক্তার ফালিষ্টার যেমন তাঁহার ধাত বুঝেন, তেমন আর কে বুঝিবে ! —বোধ হয় ডাক্তার ফালিষ্টার শীঘ্রই হোটেলে উপস্থিত হইবেন।"

মিঃ হুইট্‌ল্ মোটরচালককে আরও দুই চারিটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলেন। একজন কোটীপতি স্থানান্তরে যাইতে যাইতে হঠাৎ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া পথিপ্রান্তস্থ একটি হোটেলে

আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন, এবং প্রথম উইল রদ করিয়া নূতন উইল করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, তাই রাত্রি দ্বিপ্রহরে পাঁচ মাইল দূর হইতে এক-জন অপরিচিত ব্যবহারাজীবকে উইল প্রস্তুতের জন্য লইয়া যাইতেছেন ;—উপন্যাস ভিন্ন কার্য্যক্ষেত্রে এরূপ দৃষ্টান্ত একান্ত বিরল বলিয়াই মিঃ হুইট্লের হৃদয় নানা চিন্তায় আন্দোলিত হইতেছিল।

মিঃ হুইট্‌ল্ মোটরচালকের নিকট যে সকল কথা জানিতে পারিলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—সার মটন প্যারোবি রাত্রি প্রায় আটটার সময় মোটর-যোগে ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন ; শুক্লপক্ষের রাত্রি, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জ্যোৎস্না আছে বুঝিয়া তিনি রাত্রিকালই ভ্রমণের উপযোগী মনে করিয়াছিলেন। মোটর গাড়ীতে তিনজন ছিলেন ; সার মর্টন স্বয়ং, মোটরচালক, এবং কালেব্ ডিস্‌নে নামক একটি পরিচর্য্যাপটু পরিচারক। সার মর্টনের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবার পর মধ্যে মধ্যে তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইতেন, দীর্ঘকালে রোগটি জটিল হইয়া উঠিয়াছিল ; হঠাৎ কখন তাঁহাকে ধরে—তাহার নিশ্চয়তা না থাকায় তিনি ডাক্তারের পরামর্শে এই ভৃত্যটিকে সর্ব্বদাই কাছে রাখিতেন। কালেব্ ডিস্‌নেকে ছাড়িয়া তিনি একপা'ও নড়িতেন না।

সেইদিন রাত্রে মোটরযোগে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল পথ-ভ্রমণের পর—রাত্রি প্রায় দশটার সময়-সার মর্টনের হৃদ্‌রোগের সূত্রপাত দেখা গেল ; তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহাকে বাথে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া সঙ্গত মনে করিল না। সার মর্টনও তাহাতে সাহসী হইলেন না। নিকটে কোথাও আশ্রয় পাওয়া যায় কি না, তাহার সন্ধান করিতে করিতে পাইন্‌কম্বির রোবক্ হোটেলের সংবাদ পাওয়া গেল ; অগত্যা ধীরে ধীরে মোটর চালাইয়া তাঁহারা সেই হোটেলেই উপস্থিত হইলেন।—সার মর্টন সেখানে শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। ডাক্তার ডাকিবার চেষ্টা করা হইলে তিনি ডাক্তার ডাকিতে নিষেধ করিলেন ; তাঁহার বিশ্বাস ছিল, শীঘ্রই তিনি সুস্থ হইবেন।

কিন্তু সুস্থ হওয়া দূরের কথা রোগ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল ; তখন তিনি ডাক্তার ফালিষ্টারকে ডাকাইতে বলিলেন, এবং নিকটে কোনও ব্যবহারাজীব

থাকিলে তাঁহাকেও আনাইতে আদেশ করিলেন।—তাঁহার আশঙ্কা তিনি এ ধাক্কা হয় ত সামলাইতে পারিবেন না; এইজন্যই নূতন উইল করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করিতে অধিক সময় লাগিল না।—তাঁহাদের মোটরখানি রোবক্ হোটেলের দ্বারে আসিয়া থামিল।

মিঃ হুইট্‌ল্ পূর্ব্বেও এ হোটেলে আসিয়াছেন; হোটেলের মালিক বেঞ্জামিন ডসনের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। মোটর গাড়ীর শব্দ শুনিয়াই ডসন হোটেলের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। মিঃ হুইট্‌ল্ গাড়ী হইতে নামিবামাত্র সে তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল।—মিঃ হুইট্‌ল্ তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন, সে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

বেঞ্জামিন বলিল,"মিঃ হুইট্‌ল্, আপনাকে দেখিয়া বড় খুসী হইলাম। ইঁহারা এই রাত্রিকালে ব্যারিষ্টার খুঁজিতেছিলেন; আমিই আপনার কাছে যাইতে বলিলাম। আপনার মত আইনজ্ঞ বহুদর্শী ব্যারিষ্টার এ অঞ্চলে আর কে আছে? —আপনি আমার জমিটা যেভাবে উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন, আর কেহ কি তাহা পারিত?—আপনার কোন উপকার করিতে পারিলে—"

মিঃ হুইট্‌ল্ অসহিষ্ণু ভাবে বলিলেন, "উপকারের কথা এখন থাক; টাকা লইয়া উপকার করাই আমাদের পেশা।—এখন বল ডাক্তার আসিয়া পৌঁছিয়াছে কি না।—এখন গল্পের সময় নয়, এক কথায় জবাব দাও।"

বেঞ্জামিন বলিল, "না মশায়, ডাক্তারের এখনও দেখা নাই। বাথ্ ত আর এখানে নয়! বোধ হয় ডাক্তার শীঘ্রই পৌঁছিবেন।—আপনি আসুন, সার মর্টনের কুঠুরী দোতালায়।"

বেঞ্জামিন তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া দ্বিতলে সার মর্টনের শয়ন-কক্ষে চলিল।—বেচারা একে ভয়ঙ্কর মোটা মানুষ, তাহার উপর হাঁপের রোগী! সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া দ্বিতলে উঠিতেই সে হাঁপাইয়া ঘামিয়া অস্থির হইল।

সার মর্টন শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার মস্তকের সমস্ত কেশ তুষার-শুভ্র; সাদা দাড়িগুলি খাটো করিয়া ছাঁটা। তিনি তখন অত্যন্ত অসুস্থ।

কালেব্ ডিস্নে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিল ; সার মর্টন নির্নিমেষ নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন।

মিঃ হুইট্ল্ রোগীর শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ডাক্তার ফালিষ্টার ত এখনও আসিলেন না ; অন্য কোনও ডাক্তারের জন্য লোক পাঠাইলে ভাল হয় না ?"

ডিস্নে একথার উত্তর প্রদান করিবার পূর্ব্বেই সার মর্টন উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "কে কথা বলিতেছে ? অন্য ডাক্তার ডাকিবার জন্য কে এত ব্যস্ত হইয়াছে ? না, অন্য ডাক্তারে আমার আবশ্যক নাই। ফালিষ্টার ভিন্ন অন্য কোন ডাক্তার দিয়া আমি চিকিৎসা করাইব না ; অন্য কেহ আমাকে আরোগ্য করিতে পারিবে না।—অন্য ডাক্তার আনিবার পরামর্শ দিতেছ—তুমি কে ?"

মিঃ হুইট্ল্ সংযত স্বরে বলিলেন, "আমার নাম হুইট্ল্, আমি একজন ব্যারিষ্টার। আপনি আমাকে লইয়া আসিবার জন্য গাড়ী পাঠাইয়াছিলেন ; সেই জন্য বিশেষ অসুবিধা সত্ত্বেও আমি আসিয়াছি।"

সার মর্টন বলিলেন, "হাঁ, আমি আপনার জন্য গাড়ী পাঠাইয়াছিলাম ; ধন্যবাদ মহাশয় ! আপনি আসিয়াছেন দেখিয়া সুখী হইলাম। আমি বড় অসুস্থ ; আমার কথায় আপনি রাগ করিবেন না ; আমার বেয়াদবি মার্জ্জনা করুন। আমার শরীরের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে এযাত্রা আমি যে রক্ষা পাইব, এ আশা নাই ; এইজন্য আমি আমার উইল তাড়াতাড়ি শেষ করিতে চাই। আপনাকেই আমার উইলখানি লিখিয়া দিতে হইবে ; আপনার সঙ্গে কাগজ কলম আছে ত ?"

মিঃ হুইট্ল্ বলিলেন, "হাঁ, কাগজ কলম আমি লইয়া আসিয়াছি।"

সার মর্টন বলিলেন, "তবে আর বিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই ; যে ভাবে উইলখানি লিখিতে হইবে তাহা আমি বলিয়া দিতেছি, আপনি তাহা যথাযোগ্য ভাষায় লিখিয়া দিবেন।"

সার মর্টনের আদেশে তাঁহার শয্যাপ্রান্তে একখানি ক্ষুদ্র টেবিল সংরক্ষিত হইল ; তাঁহার ভৃত্য সেই টেবিলের উপর একটি ল্যাম্প রাখিল। সার মর্টন

ধীরে ধীরে যে সকল কথা বলিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া ব্যারিষ্টার সাহেব প্রায় দশ মিনিটের মধ্যেই উইলের একখানি খস্ড়া প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন।

খস্ড়াখানি প্রস্তুত হইলে সার মর্টন মিঃ হুইট্‌ল্‌কে বলিলেন, "কি লিখিলেন পড়ুন ; যদি কোন কথা বাদ পড়িয়া থাকে তাহা উহাতে যোগ করিয়া দিতে হইবে।"

মিঃ হুইট্‌ল্ খস্ড়াখানি পাঠ করিলেন। সার মর্টন তাঁহার শুশ্রূষাকারী ভৃত্য কালেব্ ডিস্‌নে ও তাঁহার মোটরচালক ফেরিস্‌কে পুরস্কার স্বরূপ কিছু টাকা দিয়াছিলেন ; সেই দানের কথা লিখিবার পর সার মর্টন তাঁহার সমগ্র সম্পত্তির যে ব্যবস্থা করিলেন, তৎসম্বন্ধে উইলে এইরূপ লিখিত হইল :—

"আমি মর্টন প্যারোবি আমার এই শেষ উইল দ্বারা আমার ভাগিনেয় রাল্‌ফ রাইক্সকে আমার সঞ্চিত সাড়ে সাত লক্ষ টাকা ব্যতীত আমার স্থাবর অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তি দান করিলাম। আমার ভাগিনেয় উক্ত রাল্‌ফ রাইক্স উক্ত সম্পত্তি পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিবে ; এই সম্পত্তি তাহার দান বিক্রয়েরও অধিকার থাকিল। আমি উপরে যে সাড়ে সাত লক্ষ টাকার উল্লেখ করিয়াছি, সেই টাকা আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী নীনা ক্রাইন্ প্রাপ্ত হইবে ; কিন্তু এক সর্ত্তে সে এই টাকা পাইবে। আমার মৃত্যুর পর ছয় মাসের মধ্যে যদি সে আমার উক্ত ভাগিনেয় রাল্‌ফ রাইক্সকে বিবাহ করে, তাহাহইলেই সে এই সাড়ে সাত-লক্ষ টাকা পাইবে। কিন্তু যদি আমার মৃত্যুর পর ছয় মাসের মধ্যে সে আমার উক্ত ভাগিনেয়কে বিবাহ না করে, তাহা হইলে এই সাড়ে সাত লক্ষ টাকায় তাহার কোনও দাবি থাকিবে না ; তখন সেই টাকা আমার ত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী উক্ত রাল্‌ফ রাইক্সই প্রাপ্ত হইবে।"

মিঃ হুইট্‌ল্ উইলখানি পাঠ করিয়া সার মর্টনকে বলিলেন, "উইলে যাহা যাহা লেখা হইল, ইহা ভিন্ন অন্য কোন কথা লিখিতে হইবে কি ?"

সার মর্টন বলিলেন, "না, আর কিছুই লিখিবার নাই ; আমার যেরূপ অভিপ্রায়, উইলখানি ঠিক সেইরূপই হইয়াছে।—আপনি উহা পরিষ্কার করিয়া তাড়াতাড়ি লিখিয়া ফেলুন।"

খস্‌ড়ার নকল শেষ হইলে মিঃ হুইট্‌ল্‌ বলিলেন, "আপনি এখন ইহাতে স্বাক্ষর করুন; কিন্তু এই উইলের কে সাক্ষী হইবে?"

সার মর্টন বলিলেন, "আমার ভৃত্য ডিস্‌নে ও সাফার ফেরিস্ উইলের সাক্ষী হইবে।"

মিঃ হুইট্‌ল্‌ বলিলেন, "না, তাহারা সাক্ষী হইতে পারে না। এই উইলে তাহাদের স্বার্থ আছে, সুতরাং তাহারা সাক্ষী হইলে ভবিষ্যতে দোষ আসিতে পারে; তাহাদিগকে সাক্ষী করা হইবে না। আপনার এই উইলের নিরপেক্ষ সাক্ষীর আবশ্যক; ইচ্ছা হইলে আপনি এই হোটেলের সত্বাধিকারী ও অন্য কোন নিঃসম্পর্কীয় লোককে সাক্ষী রাখিতে পারেন।"

সার মর্টনের অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতেছিল। তিনি প্রতি মুহূর্ত্তেই দুর্ব্বল হইতেছিলেন, জীবনীশক্তিরও হ্রাস হইতেছিল; তিনি শ্বাসগ্রহণে কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন।

সেই গভীর রাত্রে গ্রাম্য হোটেলে অন্য কোন নিরপেক্ষ সাক্ষী পাইবার উপায় ছিল না; অগত্যা হোটেলের সত্বাধিকারী বেঞ্জামিন ডসন ও তাহার বাবুর্চ্চি লেড্‌উইক্‌কে ডাকিয়া উইলে তাহাদের নাম স্বাক্ষর করিয়া লওয়াই কর্ত্তব্য মনে হইল। আহ্বান মাত্র তাহারা সার মর্টনের শয়নকক্ষে উপস্থিত হইল।

অনন্তর মিঃ হুইট্‌ল্‌ সার মর্টনের হস্তে উইলখানি ও কলমটি প্রদান করিলে বৃদ্ধ কম্পিত হস্তে অতি কষ্টে তাহাতে নাম স্বাক্ষর করিলেন; তাহার পর বেঞ্জামিন ডসন ও লেড্‌উইক্‌ সাক্ষীরূপে স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিল।

বেঞ্জামিন ডসন ও লেড্‌উইক্‌ সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিলে সার মর্টন মিঃ হুইট্‌ল্‌কে বলিলেন, "আর কোনও কাজ বাকী নাই ত?"

মিঃ হুইট্‌ল্‌ বলিলেন, "না।"

সার মর্টন বলিলেন, "উইলে কোন ত্রুটি থাকিল না ত?"

মিঃ হুইট্‌ল্‌ বলিলেন, "না কোন ত্রুটি নাই, ইহা যথাযোগ্য রূপেই সম্পাদিত হইয়াছে।"

সার মর্টন বলিলেন, "তাহা হইলে আপনাকে আমার আর একটি অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে। উইলখানি আপাততঃ আপনার নিকটেই থাকিবে। আমার মৃত্যুর যে আর অধিক বিলম্ব আছে, এরূপ বোধ হয় না। আমার মৃত্যু সংবাদ পাইলেই আপনি ষ্টাফোর্ড সায়ারে শ্র্যাগ্ফিল্ড নামক স্থানে আমার পরম বন্ধু ও আম্মোক্তার মিঃ রিচার্ড জেভিট্কে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিবেন। আমি অনেক দিন পূর্ব্বে আর একখানি উইল করিয়াছিলাম; সেই উইল বাতিল করিয়া আমি এই নূতন উইল করিলাম, ইহা তাঁহাকে জানাইবেন; এবং তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিলে এই উইল তাঁহার হস্তে প্রদান করিবেন।"

মিঃ হুইট্ল্ বলিলেন, "আমি আগামী কল্যই আপনার আম্মোক্তার মিঃ রিচার্ড জেভিট্কে এ সংবাদ জানাইব।"

সার মর্টন ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "ধন্যবাদ! আপনি আপনার ফি আমার খানসামার নিকট পাইবেন। আপনার আর এখানে থাকিবার আবশ্যক নাই; রাত্রি অধিক হইয়াছে, এখন আপনি বাড়ী যাইতে পারেন।"

কিন্তু মিঃ হুইট্ল্ সার মর্টনের শয্যাপ্রান্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। সার মর্টনের চিকিৎসক ডাক্তার ফালিষ্টার তখন পর্য্যন্ত রোগীর নিকট উপস্থিত হইলেন না দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। এতবড় একজন লোক বিনা-চিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করিবেন ভাবিয়া তাহার মনে বড় কষ্ট হইল; তিনি নিম্নস্বরে বলিলেন, "মহাশয়, আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন; আপনার অবস্থা দেখিয়া আমার বড় কষ্ট হইতেছে। আপনার ডাক্তার এখনও আসিলেন না; এ অবস্থায় অন্য কোন ডাক্তারকে ডাকাইলে ক্ষতি কি?"

মিঃ হুইট্লের কথা শুনিয়া সার মর্টন সক্রোধে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া জড়িত স্বরে বলিলেন, "মহাশয়! আমার অবস্থা ভাবিয়া আপনাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না; আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অন্য কোন ডাক্তার ডাকিবার আবশ্যক নাই। ডাক্তার ফালিষ্টার শীঘ্রই আসিবে; আর না আসিলেও কোন ক্ষতি নাই, আমার কাজ শেষ হইয়াছে। আপনারও আর এখানে থাকিবার আবশ্যক নাই; আপনি চলিয়া যান।"

বৃদ্ধের ভাব দেখিয়া মিঃ হুইট্‌ল্‌ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন; কিন্তু মরণাহত বৃদ্ধকে বিরক্ত করিয়া কোন লাভ নাই বুঝিয়া তিনি ধীরে ধীরে সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন। তিনি বুঝিলেন, সার মর্টনের মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই; এ সময় তাঁহার সহিত তর্কবিতর্ক করিলে তাঁহার মৃত্যুকাল অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইবে।"

হোটেলের প্রাঙ্গনে সার মর্টনের মোটর গাড়ীখানি অপেক্ষা করিতেছিল; মিঃ হুইট্‌ল্‌ তাহাতে উঠিয়া মোটর চালক ফেরিস্‌কে ডাকিলেন; কিন্তু ফেরিস্‌ আসিল না; তাহার পরিবর্ত্তে লেড্‌উইক্‌ মোটর চালকের স্থান অধিকার করিল।

মিঃ হুইট্‌ল্‌ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফেরিস্‌কে দেখিতেছি না, কেন? সে গাড়ী লইয়া যাইবে না?"

লেড্‌উইক্‌ বলিল, "না মহাশয়, সে আমাকেই গাড়ী লইয়া আপনাকে আপনার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছে। সার মর্টনের অবস্থা শোচনীয় দেখিয়া, ডিস্‌নের সাহায্যের জন্য সে এখানেই থাকা কর্ত্তব্য মনে করিয়াছে। আমি সোফারের কাজ ভালই জানি; আপনার কোনও চিন্তা নাই, আমি আপনাকে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছাইয়া দিব।"

মিঃ হুইট্‌ল্‌ বলিলেন, "তবে চল।"

মিঃ হুইট্‌ল্‌ যথাসময়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, কিন্তু তাঁহার মন নানা চিন্তায় আন্দোলিত হইতে লাগিল। তিনি সার মর্টনের অদ্ভুত ব্যবহারের কথা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার ন্যায় ধনাঢ্য ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে এই নূতন উইল কেন করিলেন? পূর্ব্বে কি উইল করিবার সুযোগ পান নাই? তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার আম্‌মোক্তারের নিকট আর একখানি উইল আছে, যদি উইলের কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইত, তাহা হইলে তিনি তাহাতে নূতন 'কডিসিল' যোগ করিতে পারিতেন; তাহা না করিয়া মৃত্যুশয্যায় সম্পূর্ণ নূতন উইল কিজন্য করিলেন?

এইরূপ বিভিন্ন চিন্তায় মিঃ হুইট্‌লের মন অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত হইল, কিন্তু

তিনি কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিলেন না। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন; তিনি মনে মনে বলিলেন, "সার মর্টন যখন সজ্ঞানে যথানিয়মে উইলের লেখা-পড়া শেষ করিয়াছেন, তখন আমার এ সকল চিন্তা অনাবশ্যক; সার মর্টনের আম্-মোক্তার মিঃ জেভিটের হস্তে উইলখানি প্রদান করিলেই আমার কর্ত্তব্য শেষ হইবে। কিন্তু সার মর্টন কি সত্যই এত শীঘ্র মারা যাইবেন?—বোধহয় ডাক্তার কালিষ্টার এতক্ষণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ কাল প্রত্যুষেই তাঁহার সংবাদ পাইব।"

পরদিন প্রভাতে মিঃ হুইট্‌ল্ সার মর্টনের সংবাদ পাইলেন বটে, কিন্তু সুসংবাদ পাইলেন না; তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া তাঁহার বৈঠকখানায় উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পরেই সার মর্টনের মোটর গাড়ীখানি তাঁহার গৃহদ্বারে আসিয়া থামিল; মোটর চালক ফেরিস্ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

ফেরিসের মুখ দেখিয়াই মিঃ হুইট্‌ল্ ব্যাপার কি বুঝিতে পারিলেন; তথাপি তিনি অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংবাদ কি, ফেরিস্?"

ফেরিস্ সজল নেত্রে বলিল, "বড়ই দুঃসংবাদ! আপনি কাল রাত্রে বাড়ী চলিয়া আসিবার কয়েক মিনিট পরেই প্রভুর মৃত্যু হইয়াছে। আহা, এরূপ দয়াল মনিব কি আর কখনও পাইব? মহাশয়, এতদিনে আমরা সত্যই পিতৃহীন হইলাম।"—ফেরিস্ একখানি মূল্যবান রুমাল বাহির করিয়া তাহাতে চক্ষু মুছিল।

ফেরিসের কথা শুনিয়া মিঃ হুইট্‌ল্ ব্যথিত হইলেন; তিনি মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই ডাক্তার কালিষ্টার হোটেলে পৌঁছিয়াছিলেন ত?"

ফেরিস্ বলিল, "না মহাশয়; ইহাই ত আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আক্ষেপের কারণ। অচিকিৎসায় তাঁহার মৃত্যু হইল, এ দুঃখ রাখিবার কি আর স্থান আছে? ডাক্তার কালিষ্টার যখন আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন সব শেষ হইয়াছে! তিনি আসিতে আসিতে পথিমধ্যে তাঁহার মোটরখানি বিকল

হইয়া যায়; তাঁহার অবস্থা সংশয়াপন্ন বুঝিয়াও ডিস্নে অন্য কোন ডাক্তার লইয়া যায় নাই, একথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু অন্য ডাক্তার ডাকিবার প্রস্তাব শুনিয়া মনিব মহাশয় কিরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা ত আপনিও দেখিয়াছেন; তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করি—এরূপ আমাদের সাধ্য ছিল না। প্রভুকে হারাইয়া জগৎ শূন্য বোধ হইতেছে।—তাঁহার ন্যায় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর পল্লীগ্রামের একটা হোটেলে বিনা চিকিৎসায় মরিলেন! নিয়তি কে খণ্ডন করিবে?"—ফেরিসের চোখের জলে তাহার রুমাল ভিজিয়া গেল।

মিঃ হুইট্ল্ বলিলেন, "দুঃখ করিয়া আর ফল কি বল? আমি অবিলম্বেই মিঃ জেভিট্কে এই দুঃসংবাদ জানাইতেছি।"

ফেরিস্ মিঃ হুইট্লের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিল।

সাংঘাতিক উইল

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার দুইদিন পরের কথা লিখিতেছি।

সেদিন ভয়ানক দুর্য্যোগ। প্রভাতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল, সমস্ত দিনের মধ্যে সে বৃষ্টির বিরাম বিশ্রাম নাই। আকাশ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘে সমাচ্ছন্ন; লণ্ডনের রাজপথ কর্দ্দমাক্ত, নিতান্ত প্রয়োজন ভিন্ন কেহ পথে বাহির হইতেছিল না।

এই দুর্দ্দিনে লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভ মিঃ ব্লেক তাঁহার বেকার ষ্ট্রীটস্থ অট্টালিকার একটি কক্ষে উপবেশন পূর্ব্বক মুক্ত বাতায়ন-পথে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছিলেন; সে দিন আর তাঁহার বাহিরে যাইবার ইচ্ছা ছিল না। মিঃ ব্লেকের প্রিয় অনুচর স্মিথ তাঁহার সহিত গল্প করিতেছিল।—দুর্য্যোগের প্রসঙ্গে সে বলিল, "কর্ত্তা, আজ যে বর্ষাকালের মত বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে!—মে মাস, কবিরা এই মাসের কত প্রশংসা করিয়া কবিতা লিখিয়াছেন, 'হাসিমাখা রোদেভরা সমুজ্জ্বল মে!' কিন্তু সে হাসি, সে রোদ আজ কোথায়?—এ যে ঘন বর্ষা! যে কবি এ রকম মিথ্যা কথা লেখে—তাহাকে হাতে পাইলে আমি তাহার মাথা ভাঙ্গিয়া দিতাম। ঐ দেখুন একখানি মোটর গাড়ী এদিকে ছুটিয়া আসিতেছে; পথের জলকাদা চাকার ঘর্ষণে যেন পিচ্‌কারীর মত চারিদিকে ছুটিতেছে!—ঐ যে, গাড়ীখানি আমাদের দরজাতেই থামিল! গাড়ী হইতে একজন লোক নামিতেছে। এমন দুর্য্যোগের মধ্যে কে আসিতেছে, মিউনিসিপালিটির কোন ওভারসিয়ার নহে ত? বোধ হয় ড্রেনের অবস্থা দেখিতে বাহির হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ বাতায়নের নিকট আসিয়া আগন্তুকের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তিনি স্মিথকে বলিলেন, "আগন্তুক মিউনিসিপালিটির ওভারসিয়ার নহেন; উনি আমার একজন পুরাতন বন্ধু মিঃ জেভিট্। উনি ব্যারিষ্টারী করেন; ষ্টাফোর্ড সায়ারের শ্ল্যাগ্‌ফিল্ডে উঁহার বাস। উঁহার সহিত কয়েক মাস আমার সাক্ষাৎ নাই; বোধ হয় কোন কারণে আমার সঙ্গেই দেখা করিতে আসিতেছেন।—বহির্দ্বারে ঘণ্টার শব্দ হইল, তুমি নীচে গিয়া উঁহাকে সঙ্গে লইয়া এস।"

স্মিথ তৎক্ষণাৎ বহির্দ্বারে উপস্থিত হইল, এবং মিঃ রিচার্ড জেভিট্‌কে সঙ্গে লইয়া মিঃ ব্লেকের কক্ষে প্রবেশ করিল। মিঃ জেভিটের সর্ব্বাঙ্গ বৃষ্টির জলে ভিজিয়া গিয়াছিল। তাঁহার পরিচ্ছদের উপর একটি ম্যাকিন্‌টস্ ছিল; তিনি তাহা খুলিয়া রাখিয়া মিঃ ব্লেককে অভিবাদন করিলেন।

মিঃ ব্লেক তাঁহার করমর্দ্দন করিয়া সাদরে বলিলেন, "এস ভাই! অনেক দিন পরে তোমাকে দেখিলাম। এই দুর্য্যোগের মধ্যে তুমি এখানে আসিবে, ইহা আশা করি নাই; তোমাকে দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "তোমার সঙ্গে দেখা করিতে সর্ব্বদাই ইচ্ছা হয়, কিন্তু কাজকর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে তাহা ঘটিয়া উঠে না; বিশেষ প্রয়োজনে এই দুর্য্যোগেই আসিতে হইল। তুমি কিছুদিন পূর্ব্বে ডিপ্ মুরের কয়লার খনিঘটিত অদ্ভুত মামলার যেরূপ তদ্বির করিয়াছিলে, সে কথা কোনদিন ভুলিতে পারিব না। সেবার তুমি আমার বড়ই উপকার করিয়াছিলে; এই জন্যই আমি আর একটি গুরুতর ব্যাপারে তোমার সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার যাহা সাধ্য তোমার জন্য নিশ্চয় তাহা করিব; ব্যাপার কি খুলিয়া বল।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "একখানি উইল লইয়া বড়ই দুশ্চিন্তায় পড়িয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কাহার উইল, দুশ্চিন্তারই বা কারণ কি?"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "সুবিখ্যাত ধনী সার মর্টন প্যারোবির নাম বোধ হয় তোমার অপরিচিত নহে; দুইদিন হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুশয্যায়

তিনি একখানি নূতন উইল করিয়া গিয়াছেন; সেই উইলের কথা বলিতেছি।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, কোন কোন সংবাদপত্রে তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ পাঠ করিয়াছি বটে! সমারশেটের একটি গ্রাম্য হোটেলে হৃদ্‌রোগে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে; সংবাদপত্রে এইরূপ পাঠ করিয়াছিলাম।”

মিঃ জেভিট্‌ বলিলেন, “সংবাদটি সত্য। তিনি মৃত্যুর কয়েক মিনিট পূর্ব্বে তাঁহার প্রথম উইল রদ করিয়া একখানি নূতন উইল করিয়া গিয়াছেন। সেই উইলখানি গত কল্য আমার হস্তগত হইয়াছে; তোমাকে দেখাইবার জন্য আমি তাহা লইয়া আসিয়াছি। উইলখানি কিরূপ, তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। মরোবারির একজন ব্যারিষ্টার মিঃ হুইট্‌ল্‌ এই উইলের খস্‌ড়া করিয়া দিয়াছিলেন।—সার মর্টন যে হোটেলে প্রাণত্যাগ করেন, সেই হোটেলের অদূরে মিঃ হুইট্‌লের বাস বলিয়া তাঁহাকেই ডাকিয়া এই উইল প্রস্তুত করা হয়।”

মিঃ ব্লেক উইলখানি লইয়া তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন; তাহার পর মাথা তুলিয়া মিঃ জেভিট্‌কে বলিলেন, “উইলখানি যথারীতি সম্পাদিত হইয়াছে; গোল কোথায়, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।”

মিঃ জেভিট্‌ বলিলেন,“গোল যে কোথায়—তাহা আমিও বুঝিতে পারি নাই! তথাপি আমার সন্দেহ, ভিতরে কোন গুরুতর রহস্য আছে; এইজন্যই তোমার কাছে আসিয়াছি।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তোমার সন্দেহের কারণ কি বল। উইলখানি পাঠ করিয়া, ইহাতে কোন রহস্য আছে বলিয়া ত বোধ হয় না।”

মিঃ জেভিট্‌ বলিলেন, “সে কথা সত্য। আমি উইলখানি পাইয়াই মিঃ হুইট্‌লের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তাঁহার সহিত পূর্ব্বে আমার পরিচয় ছিল না; কিন্তু আলাপ করিয়া বুঝিয়াছি লোকটি সজ্জন, ব্যারিষ্টারিতেও তাঁহার যথেষ্ট পসার প্রতিপত্তি আছে; অন্ততঃ তাঁহার জ্ঞাতসারে কোন প্রকার জাল জুয়াচুরি হয় নাই, একথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উইলকর্ত্তার স্বাক্ষরে কোন কৃত্রিমতা নাই ত ?"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "না, তাহা বোধ হয় না, তবে তাঁহার হস্তাক্ষর একটু অস্পষ্ট বোধ হইতেছে ; নাম স্বাক্ষরের সময় বোধ হয় হাত কাঁপিয়াছিল, কিন্তু মৃত্যুশয্যাশায়ী বৃদ্ধের পক্ষে ইহা অস্বাভাবিক নহে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যে দুইজন সাক্ষীর নাম স্বাক্ষর দেখিতেছি, ইহারা কিরূপ লোক ?"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "সার মর্টন মৃত্যুকালে যে হোটেলে ছিলেন, সেই হোটেলের সত্বাধিকারী একজন সাক্ষী, দ্বিতীয় সাক্ষী তাহার বাবুর্চ্চি। আমি সেই হোটেলে উপস্থিত হইয়া তাহাদের উভয়ের সঙ্গেই আলাপ করিয়াছি। কথাবার্ত্তায় লোকদু'টিকে সরল ও নিরীহ বলিয়াই আমার ধারণা হইয়াছে ; তাহাদিগকে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ খুঁজিয়া পাই নাই ; এই জন্যই বড় ধাঁধায় পড়িয়াছি। উইলখানি যথানিয়মে সম্পাদিত হইয়াছে, ইহাতে আইনঘটিত কোন ত্রুটি নাই ; সুতরাং ইহার প্রোবেট লইবার সময় প্রোবেটে আপত্তি করিবার কোন সুবিধা হইবে না তাহা স্পষ্ট বুঝিতেছি। কিন্তু এই উইলের প্রোবেটে আপত্তি করা একান্ত আবশ্যক ; এই জন্যই আমি তোমার সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছি। কোন্ সূত্রে এই উইলের প্রোবেটে আপত্তি চলিতে পারে, তাহা তোমাকে বলিতে হইবে।"

মিঃ ব্লেক উইলখানি পুনর্ব্বার পাঠ করিলেন, তাহার পর মিঃ জেভিট্‌কে বলিলেন, "তুমি আমার বহুদিনের বন্ধু, তোমাকে সাহায্য করিবার জন্য আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি ; এব্যাপারেও আমি তোমাকে যথাশক্তি সাহায্য করিব। কিন্তু যে-উইলকে তুমি নিজেই অকৃত্রিম বলিতেছ, এবং পাকা ব্যারিষ্টার হইয়াও যাহার কোন ছিদ্র খুঁজিয়া পাইতেছ না, সেই উইল আমি প্রোবেট আদালতে আপত্তিকর বলিয়া কিরূপে প্রতিপন্ন করিব ?"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "ইহা অত্যন্ত কঠিন, এমন কি অসম্ভব, তাহা আমি বুঝিয়াছি ; কিন্তু আমার মন বলিতেছে এই উইল কৃত্রিম। সার মর্টনকে আমি বিলক্ষণ চিনিতাম, তাঁহার মনের কোন কথা আমার অগোচর ছিল না ; আমি

তাঁহার আম্‌মোক্তার হইলেও তিনি আমাকে পরম বন্ধু মনে করিতেন, তিনি যে মৃত্যুকালে তাঁহার বিপুল সম্পত্তির হঠাৎ এরূপ অন্যায় ব্যবস্থা করিয়া যাইবেন, ইহা আমি কোন ক্রমেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি বলিতেছ এই উইলে অন্যায় ব্যবস্থা করা হইয়াছে; কাহার প্রতি অন্যায় হইয়াছে খুলিয়া বল।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "সার মর্টনের একমাত্র পুত্র সিসিল প্যারোবি এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী নীনা ক্রাইনের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উইলে যে মেয়েটির নাম উল্লেখ আছে—তাহার কথা বলিতেছ?—তাঁহার প্রতি কি অবিচার করা হইয়াছে? এই উইলেই ত দেখিতেছি সার মর্টন তাঁহার এই ভাইঝিকে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "কিন্তু কি সর্ত্তে তিনি নীনাকে এই টাকা দান করিয়াছেন তাহা কি লক্ষ্য কর নাই? যদি নীনা ছয় মাসের মধ্যে রাল্‌ফ রাইক্সকে বিবাহ করে, তাহা হইলেই সে এ টাকা পাইবে; উইলের এই সর্ত্তটিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আপত্তিকর, অত্যন্ত সাংঘাতিক।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সাংঘাতিক কেন? দেখ জেভিট্, তোমার ভাব দেখিয়া আমার মনে হইতেছে তোমার অনেক কথা বলিবার আছে; কিন্তু তাহা খুলিয়া বলিতেছ না। তুমি সকল কথা খুলিয়া বল, তাহা হইলে আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিব—এই উইলে আপত্তি করিবার কোনও কারণ আছে কি না।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "সার মর্টন প্যারোবি মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে আর একখানি উইল করিয়াছিলেন, সেই উইলে তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার একমাত্র পুত্র সিসিল প্যারোবি ও ভ্রাতুষ্পুত্রী নীনাকে তুল্যরূপে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন; এতদ্ভিন্ন তাঁহার পরিবারস্থ পরিচারক ও পরিচারিকাগণের জন্যও যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সিসিলের সহিত নীনার বিবাহের সম্বন্ধ একরূপ স্থির হইয়াই আছে; সুতরাং প্রথম উইল অনুসারে সিসিল ও

নীনাই সার মর্টনের পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী; এই সম্পত্তি পরিবারের বাহিরে যাইবার আশঙ্কা ছিল না।"

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, "সিসিলের সহিত নীনার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে! এ বিবাহে সার মর্টনের সম্মতি ছিল?"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "সম্পূর্ণ সম্মতি ছিল। আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সার মর্টন আমাকে তাঁহার পরম বন্ধু মনে করিতেন; এমন কি, তাঁহার সাংসারিক সকল কথাও আমাকে বলিতেন। তিনিই এই সম্বন্ধ স্থির করেন। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, সিসিলের সহিত নীনার বিবাহ হইলে তিনি অত্যন্ত সুখী হইবেন। স্নেহাস্পদা নীনাকে তিনি পুত্রের হস্তে সম্প্রদান করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি আর কিছুদিন জীবিত থাকিলে শুভকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। নীনা পরমাসুন্দরী, তাহার এত গুণ যে, বলিয়া শেষ করা যায় না। সার মর্টন তাহার বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন।"

মিঃ ব্লেক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মুহূর্ত্তকাল কি চিন্তা করিলেন; তাহার পর মিঃ জেভিট্‌কে বলিলেন, "সার মর্টনের মৃত্যুর পূর্ব্বে পুত্রের সহিত কোন কারণে কি তাঁহার কলহ বা মনান্তর হইয়াছিল?"

মিঃ জেভিট্ দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "মুহূর্ত্তের জন্যও পিতাপুত্রে কলহ বা মনান্তর হয় নাই; সেরূপ হইলে আমি নিশ্চয়ই তাহা জানিতে পারিতাম। সিসিল তাহার পিতাকে যেরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত, একালে সেরূপ কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। সার মর্টনও পুত্রগতপ্রাণ ছিলেন; এরূপ পুত্রবৎসল পিতা সর্ব্বদা দেখিতে পাই না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তবে তিনি মৃত্যুকালে হঠাৎ তাঁহার পুত্রকে পৈত্রিক সম্পত্তিতে বঞ্চিত করিলেন কেন? পূর্ব্বে তাহার অনুকূলে যে উইল করিয়াছিলেন তাহা বাতিল করিবার কারণ কি? বিশেষতঃ নীনাকে তিনি প্রথম উইলে তাঁহার সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ দান করিয়া, অবশেষে কিজন্য সেই উইল উল্টাইয়া, দ্বিতীয় উইলে তাহাকে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা দানের লোভ দেখাইয়া তাঁহার

পুত্রের সহিত তাহার বিবাহের পাকা সম্বন্ধ ভাঙ্গিবার ব্যবস্থা করিলেন ? পুত্র-বৎসল পিতার পক্ষে ইহা স্বাভাবিক বা সঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারি না।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "ব্লেক, তুমি আমাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিও না, আমি ইহা বুঝিতে পারি নাই বলিয়াই তোমার সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছি। সার মর্টনের শেষ উইলের ত্রুটি কোথায়, এতক্ষণে তুমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছ।"

মিঃ ব্লেকের কৌতূহল ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছিল ; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই রাল্‌ফ রাইক্স লোকটা কে ? কিরূপেই বা সে সার মর্টনের পুত্রাপেক্ষা হঠাৎ তাঁহার অধিক আত্মীয় হইয়া উঠিল ?"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "রাল্‌ফ রাইক্স সার মর্টনের ভাগিনেয় ; সিসিল ও নীনার পিস্‌তুতো ভাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সার মর্টন তাঁহার একমাত্র পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বঞ্চিত করিয়া তাঁহার সমগ্র সম্পত্তি ভাগিনেয়কে দান করিলেন কেন ? ভাগিনেয়টি কি তাঁহার পুত্রাধিক প্রিয়পাত্র ?"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "সম্পূর্ণ বিপরীত ! সার মর্টন তাহাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। মানুষের যত দোষ থাকিতে পারে, রাইক্সের তাহার কিছুরই অভাব নাই ; বাল্যকাল হইতেই সে বিপথগামী, দুশ্চরিত্র ও উচ্ছৃঙ্খল। সে দিবা-রাত্রি জুয়ার আড্ডায় পড়িয়া থাকে ; সে জুয়ায় এ পর্য্যন্ত কত টাকা নষ্ট করিয়াছে, শুঁড়ির দোকানে কত টাকা দিয়াছে, তাহার সংখ্যা হয় না। তাহার স্বভাব চরিত্রের পরিচয় পাইয়া সার মর্টন তাহার মুখ দর্শন করিতেও ঘৃণা বোধ করিতেন ; তবে তিনি সদাশয় লোক ছিলেন বলিয়াই এই পাপিষ্ঠকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করেন নাই ; এমন কি, তাহার সমস্ত দেনাই পরিশোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাকে বলিয়াছিলেন, তাহার চরিত্র সংশোধিত না হইলে তাহার সহিত তিনি আর কোন সম্বন্ধ রাখিবেন না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তথাপি তিনি মৃত্যুকালে এই হতভাগাকেই তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দান করিলেন !"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "তাহাই ত দেখিতেছি ; ইহার ভিতর কি রহস্য আছে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না, এইজন্যই তোমার কাছে আসিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু ব্যাপার কি, আমিও যে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না ! সার মর্টন মৃত্যুকালে যাহা করিয়াছেন তাহা মানবপ্রকৃতির বিরোধী। যাহারা তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত ছিল, তাহারা কোনও কৌশলে এইরূপ অন্যায় উইল করিতে তাঁহাকে বাধ্য করে নাই ত ?"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "তাহা কিরূপে বলিব ? তবে একথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, কোন প্রকার ছল চাতুরী বুঝিতে পারিলে মিঃ হুইট্‌ল্ নিশ্চয় উইলখানি লিখিয়া দিতেন না। সার মর্টনের সহিত পূর্ব্বে তাঁহার পরিচয় ছিল না, রাল্‌ফকেও তিনি জানেন না ; সুতরাং মিঃ হুইট্‌লের এ বিষয়ে কোন মতামত ছিল না। সার মর্টনের মৃত্যুকালে কালেব্ ডিস্‌নে নামক ভৃত্য ও তাঁহার মোটর-চালক ফেরিস্ উপস্থিত ছিল ; কিন্তু তাহারা যে এই নূতন উইলের পক্ষপাতী ছিল এরূপ বোধ হয় না, কারণ তাহারা এই উইলে লাভবান না হইয়া ক্ষতিগ্রস্তই হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইল কিরূপে ?"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "কারণ তাঁহার প্রথম উইলে তিনি এই উভয় ভৃত্যের জন্য তিনহাজার টাকা হিসাবে ছয়হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন ; কিন্তু এই শেষ উইলে তাহাদের প্রত্যেককে দেড় হাজার টাকার অধিক দান করেন নাই। এ অবস্থায় কি করিয়া বলি, সার মর্টনের মৃত্যুকালে তাহারা তাঁহাকে এইরূপ উইল করিতে পরামর্শ দিয়াছিল, বা কোন রূপে বাধ্য করিয়াছিল ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন "না, তাহা সম্ভব নহে ; কিন্তু সার মর্টনের ভাগিনেয় কোনও কৌশল অবলম্বন করে নাই ত ?"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "তাহাই বা কিরূপে সম্ভব ? গত চারি মাসের মধ্যে রাল্‌ফের সহিত তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। এমন কি পত্র-ব্যবহার পর্য্যন্ত ছিল না।"

মিঃ ব্লেক পাইপে অগ্নিসংযোগ করিয়া গম্ভীর ভাবে ধূমপান করিতে

লাগিলেন। সার মর্টন কি কারণে এরূপ অসম্ভব উইল করিলেন, তাহা স্থির করিতে না পরিয়া মিঃ ব্লেক অত্যন্ত অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিলেন; তাঁহার মস্তিষ্কে যে সকল যুক্তির উদয় হইতে লাগিল, তাহার কোনটিই তিনি সমর্থনযোগ্য মনে করিতে পারিলেন না।

অনেকক্ষণ চিন্তার পর মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি বলিতে পার সার মর্টন যখন এই উইল করিয়াছিলেন, সে সময় তাঁহার মন ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল কি? সে সময় তাঁহার অপ্রকৃতিস্থতার কোন চিহ্ন দেখা যায় নাই ত?"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "আমার মনেও এই সন্দেহের উদয় হইয়াছিল; আমি মিঃ হুইট্‌ল্‌কে একথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, উইল করিবার সময় সার মর্টন অত্যন্ত কাতর ছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ ছিল, কোন প্রকার মানসিক বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় নাই। কালেব্ ডিস্‌নে ও ফেরিস্‌ও আমাকে তাহাই বলিয়াছিল। বিশেষতঃ, সার মর্টনের চিকিৎসক ডাক্তার ফালিষ্টার দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন, সার মর্টন মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সজ্ঞান ছিলেন, শেষ মুহূর্ত্তেও তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ হয় নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার বিপরীতই দেখিতেছি। তুমি বলিতেছ, ডাক্তার ফালিষ্টার বলিয়াছেন, সার মর্টন মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সজ্ঞান ছিলেন; তিনি কি সার মর্টনের মৃত্যুকালে তাঁহার শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত ছিলেন?"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "না, তিনি সার মর্টনের মৃত্যুকালে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে পারেন নাই; সার মর্টন অসুস্থ হইবামাত্র তাঁহার নিকট সংবাদ প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু পথিমধ্যে তাঁহার মোটর বিকল হওয়ায় তাঁহার পৌঁছিতে বিলম্ব হইয়াছিল। তিনি হোটেলে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই সার মর্টন প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অন্য কোন ডাক্তার সেখানে উপস্থিত ছিলেন?"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "না, ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়; মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার চিকিৎসাই হয় নাই! মিঃ হুইট্‌ল্ হোটেলে উপস্থিত হইয়া তাঁহার

অবস্থা দেখিয়া স্থানীয় কোন ডাক্তারকে ডাকাইতে চাহিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, সার মর্টন এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই ; তিনি এই প্রস্তাব শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “মরণকালে বিপরীত বুদ্ধি! রোগের যন্ত্রণায় প্রাণ যাইতেছে, তখনও অন্য ডাক্তারকে ডাকিতে অসম্মতি?—ইহা কি বিচিত্র মনে হয় না?”

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, “অত্যন্ত বিচিত্র। কথাটি শুনিয়া সহসা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না ; কিন্তু মিঃ হুইট্‌লের কথা অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তিনি কেন মিথ্যা কথা বলিবেন? কিন্তু এই ঘটনা হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে, মৃত্যুর পূর্ব্বে সার মর্টনের বুদ্ধি লোপ পাইয়াছিল ; তাঁহার মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ ছিল না। প্রকৃতিস্থ থাকিলে, যেরূপ কার্য্যে জীবনরক্ষার সম্ভাবনা, সেরূপ কার্য্যে তিনি আপত্তি প্রকাশ করিতেন না।”

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, “ব্লেক, তোমার একথা সম্পূর্ণ সঙ্গত ; আমি ইহার অনুমোদন করিতে বাধ্য। সার মর্টনের শেষ উইলখানি এরূপ অন্যায় ও অসঙ্গত যে, বুদ্ধিভ্রংশ না হইলে কেহই এরূপ উইল করে না, ইহা আমিও দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি ; সুতরাং এ বিষয়ে তোমার সহিত আমার মতভেদ নাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সার মর্টন মৃত্যুকালে কি মনে করিয়া তাড়াতাড়ি এই উইল করিয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করা যতই কঠিন হউক, ইহা জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছে। ইহা মনস্তত্ত্বের একটি জটিল সমস্যা, এরূপ সমস্যা অত্যন্ত বিরল।”

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, “এই অদ্ভুত রহস্য ভেদের জন্য তুমি কি চেষ্টা করিবে না? আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, তুমি ভিন্ন অন্য কেহ এই জটিল রহস্য-ভেদে সমর্থ হইবে না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “জেভিট্, আমি তোমার অনুরোধ রক্ষার জন্য যথাসাধ্য

চেষ্টা করিব ; কিন্তু প্রথমেই তোমাকে বলা ভাল, আমি যে কৃতকার্য্য হইব তাহার বিশেষ কোনও সম্ভাবনা দেখিতেছি না। প্রথম দৃষ্টিতে যে কিছু প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তাহা সমস্তই তোমার প্রতিকূল। এই সকল প্রতিকূল প্রমাণে নির্ভর করিয়া এই উইলে আপত্তি করিতে যাওয়া বাতুলতা ভিন্ন আর কি? তুমি আইনজ্ঞ ব্যক্তি, তোমাকে এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলা বাহুল্য মাত্র।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "তোমার কথা যে সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত, তাহা কে অস্বীকার করিবে? তথাপি যদি তুমি যথাসাধ্য চেষ্টা কর, তাহা হইলেই আমার ক্ষোভ দূর হইবে। সিসিল ও নীনার স্বার্থরক্ষার জন্য আমাকে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেই হইবে। যদি তাহাতে অকৃতকার্য্য হই, তাহা হইলে এই সান্ত্বনা লাভ করিব যে, চেষ্টার ত্রুটি করি নাই ; ফলাফল মনুষ্যের হস্তে নহে। সিসিল ও নীনাকে আমি পুত্রাধিক স্নেহ করি ; তাহারা যখন নিতান্ত শিশু, সেই সময় হইতেই তাহাদের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা। তাহারা বিপুল ঐশ্বর্য্যে প্রতিপালিত হইয়াছে ; এখন তাহারা পথের ভিখারী হইতে চলিল, ইহা কি সহ্য হয়?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আর কোনও কারণে না হউক, তোমার অনুরোধেই আমি এই রহস্য-ভেদের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিব।"

* * * * *

কথাবার্ত্তা শেষ হইলে মিঃ জেভিট্ ব্লেকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। মিঃ ব্লেক দীর্ঘকাল ধরিয়া এই সকল বিষয়ের চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না ; তিনি যে কি ভাবে এই অদ্ভুত ব্যাপারের তদন্তে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহাও বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। যদি এই ব্যাপারের সহিত ফৌজদারী-ঘটিত কোন অপরাধের সংস্রব থাকিত, তাহা হইলে সেই সূত্রাবলম্বনে তদন্তে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব হইত ; কিন্তু এই ব্যাপারে কোন অপরাধের নামগন্ধও ছিল না ; সার মর্টন তাঁহার নিজের সম্পত্তি যাহাকে ইচ্ছা দান করিয়া যাইতে পারেন, তৎসম্বন্ধে অন্যের আন্দোলন আলোচনা,

বা তাহাতে বাধা দানের চেষ্টা অনধিকারচর্চ্চা মাত্র। সত্য বটে—সার মর্টন তাঁহার উপযুক্ত পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া তাঁহার বিপুল সম্পত্তি এরূপ একটি অপদার্থ নরাধমকে উইল করিয়া দিয়াছেন,—যাহাকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। প্রথম দৃষ্টিতে তাঁহার এই কার্য্য অসঙ্গত ও সমর্থনের অযোগ্য বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু উইল করিবার সময় সার মর্টনের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছিল বা মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছিল, ইহা প্রতিপন্ন করিবার উপায় নাই। যে ব্যারিষ্টার তাঁহার আদেশে উইলের খস্‌ড়া করিয়াছিলেন, এবং যে চিকিৎসক প্রথমাবধি তাঁহার চিকিৎসায় নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা শপথ করিয়া বলিতে পারিবেন না যে, সার মর্টন স্বেচ্ছায় এবং স্বকীয় বিচার বুদ্ধিতে এই উইল করেন নাই। এতদ্ভিন্ন এই উইলের সাক্ষীদ্বয়ও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ব্যক্তি; উইল-রদের মামলা উপস্থিত হইলে তাহাদের জবানবন্দীতেও কোন প্রকার সাহায্য লাভের আশা নাই; অথচ মিঃ ব্লেক একথা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, কোন ব্যক্তিই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া এরূপ অন্যায় উইল করিতে পারে না। এই বৈষম্যের কারণ কি, এবং কিরূপে ইহার মীমাংসা হইতে পারে, তাহা মিঃ ব্লেক দীর্ঘকালের চিন্তাতেও স্থির করিতে পারিলেন না।

কিন্তু তিনি নিরুৎসাহ হইলেন না, এই মনস্তত্ত্বঘটিত প্রহেলিকার মীমাংসা করিবার জন্য তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন; এবং এই প্রকার অকাট্য উইল রদ্ করিবার কোনও সম্ভাবনা না থাকিলেও, সার মর্টন কি কারণে এই প্রকার অবৈধ উইল সম্পাদন করিলেন, তাহার মূলানুসন্ধানের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার বিশ্বাস হইল, সার মর্টন তাঁহার প্রাণাধিক পুত্র ও স্নেহাস্পদা ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বঞ্চিত করিয়া তাঁহার বিপুল সম্পত্তি যে একটি অপদার্থ অকালকুষ্মাণ্ডকে দান করিলেন, ইহার ভিতরে নিশ্চয় কোন গূঢ় রহস্য আছে। মিঃ ব্লেক বুঝিলেন, কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ না করিয়া ঘরে বসিয়া তর্কবিতর্ক ও অনুমানখণ্ডের উপর নির্ভর করিলে এই রহস্যের মূলোদ্ঘাটন সম্ভবপর হইবে না; সুতরাং তিনি অবিলম্বে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়াই একান্ত আবশ্যক মনে করিলেন। কিন্তু তিনি

তখন মুহূর্ত্তের জন্য কল্পনাও করেন নাই যে, এই বিস্ময়কর অদ্ভুত রহস্যপূর্ণ ব্যাপারের মূলোদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে কিরূপ বিপন্ন হইতে হইবে; কয়েকজন ধর্ম্মজ্ঞানরহিত, সর্ব্বপ্রকার দুষ্কর্ম্মে অকুণ্ঠিত, ভীষণপ্রকৃতি নর-পিশাচকে বুদ্ধির যুদ্ধে পুনঃ পুনঃ পরাস্ত করিয়া রহস্যভেদ করিতে হইবে।

সেই অচিন্ত্যপূর্ব্ব অদ্ভুত বিবরণ পাঠকগণ ক্রমে জানিতে পারিবেন; বোধ হয় সভ্যজগতের অন্য কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির উইল এরূপ লোমহর্ষণ বিচিত্র সাংঘাতিক ষড়যন্ত্রের বিষয়ীভূত হয় নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্যার মর্টন প্যারোবির মৃত্যুকালীন উইলে কি গলদ্ আছে তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে কোন্‌পথে যাইতে হইবে,—একথা চিন্তা করিয়া মিঃ ব্লেক অবশেষে স্থির করিলেন, সার মর্টনের চিকিৎসক ডাক্তার ফালিষ্টারের সহিত সাক্ষাৎ করাই তাঁহার সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য।

ডাক্তার ফালিষ্টার বাথ্ নগরে বাস করেন, এ সংবাদ মিঃ ব্লেকের অজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং তিনি তাঁহার প্রিয় অনুচর স্মিথ ও কুকুর টাইগারকে সঙ্গে লইয়া সেই দিনই বাথ্ নগরে যাত্রা করিলেন।

বাথে উপস্থিত হইয়া ডাক্তার ফালিষ্টারের ন্যায় বিখ্যাত চিকিৎসকের বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিতে মিঃ ব্লেকের অধিক বিলম্ব হইল না। মিঃ ব্লেক ডাক্তার ফালিষ্টারকে নিজের পরিচয় দিয়া তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিলেন।

ডাক্তার ফালিষ্টার শিষ্টাচার সহকারে তাহার অভ্যর্থনা করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "সার মর্টন মৃত্যুর পূর্ব্বে বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া এইরূপ অন্যায় উইল করিয়া গিয়াছেন, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আপনি যদি উইল রদের আশা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি সে আশা ত্যাগ করুন। সার মর্টনের সহিত আমার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল, এমন কি, আমি তাঁহাকে যেরূপ জানিতাম, অন্য কেহ সেরূপ জানিত কি না সন্দেহ; সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে মতামত প্রকাশের আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। সেই অধিকারবলে আমি আপনাকে জানাইতেছি, সার মর্টন সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ ছিলেন; আমি তাঁহার বুদ্ধির বিন্দুমাত্র বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাই নাই। উইল করিবার সময় তাঁহার যে বুদ্ধিভ্রংশ হয় নাই, একথা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু ডাক্তার, আপনি ত তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলেন না!"

ডাক্তার ফালিষ্টার বলিলেন, "সে কথা সত্য; কিন্তু তিনি বাথ্ হইতে চলিয়া যাইবার অল্পকাল পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, তখন তিনি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ ছিলেন; তাহার কয়েক ঘণ্টা পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। এই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না; কাহারও মস্তিষ্ক বিকৃত হইলে অনেক পূর্ব্বেই তাহার পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশ পায়।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার কথা অস্বীকার করি না; কিন্তু সার মর্টন মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে যে উইল করিয়াছিলেন, সেই উইলখানি এতই অসঙ্গত ও অবৈধ যে, বুদ্ধিভ্রংশ না হইলে কেহই সেরূপ উইল করিতে পারে না। সার মর্টন তাঁহার একমাত্র পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রীকে প্রাণাধিক স্নেহ করিতেন; এবং এরূপ কোন কারণও ঘটে নাই, যে কারণে তিনি তাহাদিগকে তাহাদের প্রাপ্য সম্পত্তিতে ও বৈধ উত্তরাধিকারে বঞ্চিত করিয়া একটা অপদার্থ অসচ্চরিত্র বাসনাসক্ত ও সম্পত্তি রক্ষার সম্পূর্ণ অযোগ্য মাতালকে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করিবার জন্য দান করিয়া যাইবেন।—তাঁহার এই কার্য্যটি অসঙ্গত বলিয়া আপনার মনে হয় না?"

ডাক্তার বলিলেন, "হাঁ। তাঁহার এই কার্য্য যে সম্পূর্ণ অসঙ্গত হইয়াছে, ইহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু তথাপি আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি, এই উইল করিবার সময় তাঁহার চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল।"

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তিনি কাহারও সম্মোহন শক্তির বশীভূত হইয়া এই উইলে স্বাক্ষর করেন নাই ত?"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া ডাক্তার ফালিষ্টার তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি আমার কথার উত্তর না দিয়া হাসিলেন যে?"

ডাক্তার ফালিষ্টার বলিলেন, "আপনার প্রশ্ন অত্যন্ত অসম্ভব বলিয়াই

হাসিয়াছি। সার মর্টন দুর্ব্বল প্রকৃতির মনুষ্য ছিলেন না ; তাঁহার মানসিক শক্তি এরূপ প্রবল ছিল যে, তাঁহাকে সম্মোহন শক্তির আয়ত্ত্ব করা কাহারও পক্ষে সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ, তাঁহাকে সম্মোহন শক্তিতে আয়ত্ত্ব করিতে পারে এরূপ কোন লোক তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিল না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাঁহার পরিচারক কালেব্ ডিস্নের সম্মোহন-শক্তি নাই কি ?"

ডাক্তার বলিলেন, "না, তাহার সে শক্তি নাই ; আরও এক কথা, যদি কোন ব্যক্তি সার মর্টনকে সম্মোহিত করিত, তাহা হইলে মিঃ হুইট্ল্ নিশ্চয়ই তাহা বুঝিতে পারিতেন, এবং উইলখানি লিখিয়া দিতে অসম্মত হইতেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমারও সে কথা মনে হইয়াছিল ; সার মর্টনকে কেহ সম্মোহন বিদ্যাবলে অভিভূত করিয়া এই প্রকার অবৈধ উইল লেখাইয়া লইয়াছে, একথা আমিও বিশ্বাস করি না ; কিন্তু সকল কথাই জানিয়া লওয়া কর্ত্তব্য-বোধে আপনাকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। সার মর্টন তাঁহার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রীকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, এবং তাঁহার ভাগিনেয়কে যৎপরোনাস্তি ঘৃণা করিতেন ; তথাপি তিনি মৃত্যুকালে এরূপ উইল কেন করিলেন, ইহার কোন কারণ অনুমান করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তাঁহার মৃত্যুকালে আপনি তাঁহার শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়।"

ডাক্তার কালিষ্টার বলিলেন, "আমার এই অক্ষমতা অমার্জ্জনীয় ; এজন্য আমার মনে যেরূপ অনুশোচনা হইয়াছে, অন্যে তাহা বুঝিতে পারিবে না। আমার আক্ষেপের প্রধান কারণ এই যে, আমি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি তাঁহার নিকটস্থ হইবার চেষ্টা করিয়াও দৈবদুর্ঘটনায় কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। আমার মোটরচালক ওয়াল্‌ষ্টাফ্ এজন্য দায়ী। তাহাকে শীঘ্র মোটরখানি আনিতে বলিয়াছিলাম, কিন্তু সে অকারণে অনেক বিলম্ব করিয়া গাড়ী আনিল ; আমি তাহাকে তিরস্কার করিয়া দ্রুতবেগে গাড়ী চালাইতে বলিলাম ; সে বায়ু-বেগে মোটর চালাইতে লাগিল। কিন্তু দৈবের এমনই বিচিত্র বিধান যে, কিছুদূর

গমন করিয়াই গাড়ীখানি বিকল হইয়া পড়িল। আমার বিশ্বাস,তাহার অসাবধানতার জন্যই এই বিভ্রাট ঘটিয়াছিল; কিন্তু এজন্য পথিমধ্যে আমাকে পূর্ণ এক ঘণ্টা বিলম্ব করিতে হইল। গাড়ী মেরামত হইলে তাহাতে উঠিয়া যখন সার মর্টনের নিকট উপস্থিত হইলাম, তখন তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।”

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, “আপনার মোটরচালক ওয়াল্‌ষ্টাফ্‌ কি নিতান্ত আনাড়ী সাফার ? না অসাবধান ?”

ডাক্তার ফালিষ্টার বলিলেন, “সে সুদক্ষ মোটরচালক, বহুদর্শী ও অত্যন্ত সতর্ক। প্রায় ছয় মাস হইতে সে আমার সাফারের কাজ করিতেছে, কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে আর কোন দিনও কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই। যাহা হউক, আমি এই ব্যাপারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে পদচ্যুত করিয়াছি। সে বোধ হয় এখন স্থানান্তরে চাকরী করিতেছে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আপনি যখন রোবক্‌ হোটেলে উপস্থিত হন, তখন সময় কত ?”

ডাক্তার বলিলেন, “তখন রাত্রি একটা বিশ মিনিট। কালেব্‌ ডিস্‌নের নিকট শুনিয়াছি, তাহার একঘণ্টা পূর্ব্বে সার মর্টনের মৃত্যু হইয়াছিল; কিন্তু মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল, আরও পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল; কারণ আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলাম, তাঁহার পেশীসমূহ শক্ত হইয়া গিয়াছিল।”

ডাক্তার ফালিষ্টারের কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিলেন, আবেগ ভরে বলিলেন, “ডাক্তার, নিশ্চয় কিছু গোল হইয়াছে।”

ডাক্তার সবিস্ময়ে বলিলেন, “আপনি হঠাৎ এরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন কেন ? আপনি কিরূপ গোলের কথা বলিতেছেন ?”

মিঃ ব্লেক আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, “আমি ভ্রমের কথা বলিতেছি; কিন্তু সেকথা পরে হইবে। প্রথমে আপনি বলুন, মৃত্যুর কতক্ষণ পরে মনুষ্য-দেহের মাংসপেশীসমূহ শক্ত হইতে আরম্ভ হয় ?”

ডাক্তার ফালিষ্টার বলিলেন, “এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা কঠিন।

মৃতব্যক্তি মাত্রেরই মাংসপেশীসমূহ যে ঠিক একই সময়ে শক্ত হইতে আরম্ভ হয়, এরূপ নহে। কাহারও কাহারও মৃত্যুর পর অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই তাহার মাংসপেশী-সমূহ শক্ত হইতে আরম্ভ হয়, আবার কাহারও কাহারও বিশ পঁচিশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত তাহা অবিকৃত থাকে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমারও তাহাই বিশ্বাস। যাহা হউক, এখন আপনি বলুন, আপনি কি কখনও এরূপ মৃতদেহ দেখিয়াছেন—যাহার মাংসপেশী মৃত্যুর পনের মিনিট পরেই শক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে?—এরূপ ঘটনার কথা আপনি কখনও শুনিয়াছেন কি?"

ডাক্তার বলিলেন, "না, এরূপ কখনও দেখি নাই; শুনিতেও পাই নাই।"

মিঃ ব্লেক সোৎসাহে বলিলেন, "এই জন্যই বলিতেছিলাম, নিশ্চয়ই কোন গোল হইয়াছে। কথাটা আপনাকে বুঝাইয়া দিতেছি; মিঃ হুইট্‌ল্ যে সময় সার মর্টনের নিকট বিদায় গ্রহণ করেন, তখন সার মর্টন জীবিত ছিলেন। তখন রাত্রি একটা পাঁচ মিনিট; কিন্তু আপনি যখন সার মর্টনের নিকট উপস্থিত হন, তখন রাত্রি একটা বিশ মিনিট। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, মিঃ হুইট্‌ল্ হোটেল হইতে বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সার মর্টন প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা হইলেও, আপনি হোটেলে উপস্থিত হইবার পনের মিনিটের পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হয় নাই, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।"

ডাক্তার ফালিষ্টার সবিস্ময়ে বলিলেন, "আপনার কথাটি গুরুতর বটে! সার মর্টনের মৃত্যুর পর পনের মিনিটের মধ্যেই তাঁহার মাংসপেশীসমূহ শক্ত হইয়া গেল, ইহা প্রকৃতই অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার! আমি ইহার কারণ বুঝিতে পারিতেছি-না; এই ব্যাপারের তদন্ত হওয়া আবশ্যক।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কেবল আবশ্যক নহে, ইহা অপরিহার্য্য। ভিতরে নিশ্চয় কোন গভীর রহস্য আছে; আমি এই রহস্যভেদের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। আমি অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি, সার মর্টনের মৃত্যুকালে তাঁহার নিকট ডিস্‌নে ও ফেরিস্ ভিন্ন অন্য লোক ছিল না।"

ডাক্তার ফালিষ্টার বলিলেন, "সে কথা সত্য। কারণ হোটেলের বাবুর্চ্চি

লেড্‌উইক্‌ মোটর লইয়া মিঃ হুইট্‌ল্‌কে তাঁহার বাড়ীতে রাখিতে গিয়াছিল, এবং হোটেলের অধিকারী ডসনকে সার মর্টনের আসন্ন কালে একজন স্থানীয় ডাক্তার আনিবার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কে তাহাকে ডাক্তার আনিতে পাঠাইয়াছিল?”

ডাক্তার ফালিষ্টার বলিলেন, “ডিস্‌নে তাহাকে ডাক্তারের সন্ধানে পাঠাইয়াছিল। সে যখন দেখিল সার মর্টনের জীবনরক্ষার আশা নাই, তখন সে তাহার প্রভুর আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া স্থানীয় কোন ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিবার জন্য হোটেলওয়ালাকে গ্রামের মধ্যে পাঠাইয়াছিল।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সার মর্টনের মৃত্যুকালে ডাক্তার আনিবার আবশ্যক হইয়া থাকিলে সেজন্য ফেরিসকে না পাঠাইয়া বৃদ্ধ হোটেলওয়ালাকে পাঠাইবার কারণ কি? ফেরিস্‌ বলবান যুবক, সে যত তাড়াতাড়ি ডাক্তার লইয়া ফিরিতে পারিত, স্থবির ডসনের তত তাড়াতাড়ি ফিরিবার সম্ভাবনা ছিল না।”

ডাক্তার ফালিষ্টার বলিলেন, “ফেরিস্‌ স্বয়ং কিজন্য যায় নাই, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু মিঃ ব্লেক, আপনি কি উদ্দেশ্যে এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন? আপনি কি মনে করেন ইহাদের কোন প্রকার দুরভিসন্ধি ছিল?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সার মর্টনের মৃত্যু সংক্রান্ত কোন কোন ব্যাপার আমি বুঝিতে পারিতেছি না; তাহা অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য!”

ডাক্তার ফালিষ্টার বলিলেন, “দুর্ব্বোধ্য হইতে পারে, কিন্তু সার মর্টনের মৃত্যুর সময় কেহ কোন প্রকার গর্হিত কার্য্য করিয়াছে, এরূপ আমার অনুমান হয় না। সার মর্টনের মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া বুঝিয়াছি, স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে; তাঁহার মৃত্যুর জন্য অন্য কাহাকেও দায়ী করা যায় না। তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্র এতই দুর্ব্বল হইয়াছিল যে, তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তাঁহার মৃত্যুর পর মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে করোনার তদন্ত করিয়াছিলেন?—শব-ব্যবচ্ছেদ হইয়াছিল?”

ডাক্তার ফালিষ্টার বলিলেন, “না, তাহার আবশ্যক হয় নাই। সন্দেহজনক

মৃত্যুতেই পুলিশ তদন্তের বা শব-ব্যবচ্ছেদের আবশ্যক হয়; কিন্তু আমি কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া যথানিয়মে তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছিলাম; তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থা সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ ছিলাম।—তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এ সম্বন্ধে আপনি নিঃসন্দেহ হইয়া থাকিলে আর কি বলিবার আছে?"—মিঃ ব্লেক আর কোন কথা না-বলিয়া ডাক্তার ফালিষ্টারের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু সত্যই ডাক্তার ফালিষ্টারকে তাঁহার অনেক কথা বলিবার ছিল; তিনি নানা কারণে ডাক্তারের নিকট সে সকল প্রসঙ্গের অবতারণা না করিলেও, তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর স্মিথকে সে সকল কথা না বলিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। অতঃপর তিনি স্মিথকে সঙ্গে লইয়া মিঃ হুইট্‌লের সহিত সাক্ষাতের জন্য মরোবারিতে যাত্রা করিলেন, এবং ট্রেণে উঠিয়া স্মিথের সহিত এই সকল কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন।

মিঃ ব্লেক স্মিথকে বলিলেন, "ডিস্‌নে ও ফেরিস্ তাহাদের প্রভু সার মর্টনের মৃত্যুকালে তাঁহার নিকটে ছিল, অন্য কোনও ব্যক্তি সে সময় সেখানে ছিল না। ইহার কারণ কি? ইহা কি কোনও ষড়যন্ত্রের ফল? অথবা দৈবক্রমেই এরূপ ঘটিয়াছিল?—তাহার পর আরও একটি কথা আলোচনার যোগ্য। তাহারা উভয়েই সার মর্টনের ভৃত্য; প্রভুর মৃত্যুকালে তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকা তাহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য হইলেও, নিঃসম্পর্কীয় কোন ভদ্রলোক থাকিলে সেখানে উপস্থিত প্রভুর মৃত্যুর সাক্ষী স্বরূপ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে সেখানে থাকিতে অনুরোধ করাই তাহাদের কর্ত্তব্য ছিল; কিন্তু তাহারা সার মর্টনের মৃত্যুর পূর্ব্বেই মিঃ হুইট্‌লকে তাড়াতাড়ি বিদায় দিয়াছিল, এবং লেড্‌উইক্‌কেও তাঁহার সঙ্গে পাঠাইয়াছিল। অবশেষে তাহারা বৃদ্ধ হোটেল-ওয়ালাকেও স্থানীয় ডাক্তারের সন্ধানে পাঠাইয়াছিল; অথচ ফেরিস্ ইচ্ছা করিলে স্বয়ং গ্রামের ভিতর গমন করিয়া তাড়াতাড়ি ডাক্তার আনিতে পারিত; তাহা না করিবার কারণ কি? ভৃত্যদ্বয়ের মধ্যে একজন মুমুর্ষু প্রভুর নিকট

থাকিলেই অনায়াসে চলিত। আরও দেখ, ডাক্তার ফালিষ্টারের মোটর চালক ওয়াল্‌ষ্টাক্‌ ডাক্তারকে আনিতে আনিতে পথিমধ্যে গাড়ীর কল বিগ্‌ড়াইয়া বসিল; এইজন্য রোগীর নিকট উপস্থিত হইতে তাঁহার এক ঘণ্টারও অধিক বিলম্ব হইল! এই বিলম্ব ওয়াল্‌ষ্টাফের স্বেচ্ছাকৃত না দৈবাধীন?—আমি যে সকল কথা বলিলাম, তাহার মূলে সন্দেহের কোন কারণ না থাকিতেও পারে; কিন্তু ঘটনাচক্র দেখিয়া মনে হয়, ডিস্‌নে ও ফেরিস্‌ সার মর্টনের মৃত্যুকালে বাহিরের কোন লোকের তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকা বাঞ্ছনীয় মনে করে নাই। আমার এই অনুমান সত্য হইলে মনে স্বভাবতঃই এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, তাহাদের এরূপ করিবার কারণ কি? সার মর্টনের মৃত্যুর পর পনের মিনিটের মধ্যেই তাঁহার মৃতদেহ শক্ত হইয়া গেল, ইহাই বা কিরূপে সম্ভব? এই সকল কথা চিন্তা করিয়া আমার স্পষ্ট প্রতীতি হইয়াছে, ভিতরে নিশ্চয় কোন রহস্য আছে।—সে রহস্য কি? তাহা আবিষ্কারের জন্য আমি কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি।"

স্মিথ্‌ বলিল, "অন্য সকল কথা ছাড়িয়া দিলেও সার মর্টনের মৃত্যুর পর পনের মিনিট অতীত না হইতেই তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শক্ত হইয়া যাওয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হয়! আমার বিশ্বাস, মিঃ হুইট্‌ল্‌ সময় সম্বন্ধে ভুল করিয়াছেন। তিনি যে সময় উইলের লেখাপড়া শেষ করিয়া বিদায় গ্রহণ করেন, তখন রাত্রি কত তাহা তাঁহার ঠিক ছিল না; সম্ভবতঃ তিনি অনুমানে নির্ভর করিয়াই সময়ের কথা বলিয়াছিলেন।"

কিন্তু স্মিথের এই যুক্তি খাটিল না, কারণ মিঃ হুইট্‌লের সহিত ব্লেকের সাক্ষাৎ হইবার পর তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন, সময় সম্বন্ধে তাঁহার কোনও ভুল হয় নাই। তিনি সার মর্টনের শয়নকক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময় ঘড়ি দেখিয়াছিলেন; তখন রাত্রি একটা পাঁচ মিনিট।

যাহা হউক, মিঃ ব্লেক কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া চিন্তাকুল চিত্তে পাইন্‌কম্বি গ্রামে উপস্থিত হইলেন, এবং রোবক্‌ হোটেলে গমন করিয়া হোটেলওয়ালা ডসনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

মিঃ ব্লেক ডসনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যারিষ্টার হুইট্‌ল্‌ কত রাত্রে তোমার হোটেল হইতে বাড়ী যান ?"

ডসন বলিল, "সে কথা আমার ঠিক স্মরণ নাই। সার মর্টন আমার হোটেলে আসিয়া মরণাপন্ন হইয়াছেন শুনিয়া আমার মন অত্যন্ত দমিয়া গিয়াছিল; কে কখন আসিল বা চলিয়া গেল, সেদিকে আমার লক্ষ্য ছিল না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সার মর্টনের চাকরেরা ডাক্তার আনিতে তোমাকে পাঠাইয়াছিল কেন? তোমাকে না পাঠাইয়া ফেরিস্‌ স্বয়ং যাইলে তাড়াতাড়ি ডাক্তার লইয়া ফিরিতে পারিত না কি ?"

ডসন বলিল, "সেকথা আমারও মনে হইয়াছিল; আমি বুড়া মানুষ, বিশেষতঃ আমার শরীরটি ত আপনি দেখিতেই পাইতেছেন, বাঘে তাড়া করিলেও আমি দৌড়াইতে পারি না। তাহার উপর আমি হাঁপের রোগী; আবার কিছুদিন হইতে আমাকে বাতে ধরিয়াছে! এই সকল কারণে আমি চলৎশক্তি রহিত বলিলেও চলে; এইজন্যই আমি মিঃ ডিসনেকে বলিলাম, "আমার যাওয়া-না-যাওয়া সমান, সুতরাং ফেরিস্‌কে পাঠাইলেই ভাল হয়; কিন্তু আমার কথা শুনিয়া ফেরিস্‌ রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিল, আমাকে তিরস্কার করিতে লাগিল; অগত্যা আমি ডাক্তারের সন্ধানে বাহির হইলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি ডাক্তার ডাকিতে অসম্মত হওয়ায় তাহার এত রাগ হইল কেন ?"

ডসন বলিল, "বড়লোকের চাকর, অল্প কারণেই তাহার রাগ হইতে পারে; কিন্তু তাহার রাগে আমার ক্ষতি না হইয়া কিঞ্চিৎ লাভই হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে রাগ করায় তোমার লাভ হইয়াছে! কিরূপ লাভ শুনিতে পাই কি ?"

ডসন বলিল, "কথাটা গোপনীয়; তবে আপনি যখন শুনিতে চাহিতেছেন, তখন আপনার নিকট ইহা গোপন করা কর্ত্তব্য নহে। মিঃ ডিস্‌নে প্রথমে রাগ করিয়াছিল বটে, কিন্তু শেষে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল; এবং

আমার জানালার কার্নিস্‌টা একটু ভাঙ্গিয়াছিল বলিয়া ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আমাকে যথেষ্ট টাকা দিয়াছিল ; ইহাই আমার লাভ।”

মিঃ ব্লেক বিস্ময় গোপন করিয়া বলিলেন,“তোমার জানালার কার্নিস্ ভাঙ্গিল কিরূপে ?”

ডসন বলিল, “সে বড় মজার কথা ! আমি আমার ঘরের প্রাচীরে নূতন রং দিয়াছি ; যে রাত্রে সার মর্টন প্রাণত্যাগ করেন, সেদিন প্রাচীরের রং ভাল করিয়া শুকায় নাই। মিঃ ডিস্‌নে সার মর্টনের শয়ন কক্ষের বাহিরের দিকের জানালার নিম্নস্থিত কার্নিস্ একটু ভাঙ্গিয়াছিলেন, ও কাঁচা রং চটাইয়া দিয়াছিলেন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তাহা ত শুনিলাম ; কিন্তু কার্নিস্ কিরূপে ভাঙ্গিল ও কার্নিসের নীচের রং কিরূপে চটিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।”

ডসন বলিল, “মিঃ ফেরিস্ জানিত না যে, প্রাচীরে নূতন রং দেওয়া হইয়াছে ; সে জানালা খুলিয়া টেবিল্‌ক্লথ ঝাড়িয়াছিল ; টেবিল্‌ক্লথখানা কাঁচা রংএর উপর পড়ায় প্রাচীরের রং উঠিয়া গিয়াছিল ; কিন্তু জানালার নীচে যে কার্নিস্ আছে, তাহার একটু কিরূপে ভাঙ্গিয়াছিল তাহা ঠিক বুঝিতে পারি নাই ; এবং তাহার কারণ জানিবার জন্যও ব্যস্ত হই নাই। আমার ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ সে আমাকে পাঁচ পাউণ্ডের একখানি নোট দেওয়ায় আমার এতই আনন্দ হইয়াছিল যে, সেই সামান্য ক্ষতির কথা উত্থাপন করাও আবশ্যক মনে করি নাই।”

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, “কার্নিসের একটু বালি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল আর প্রাচীরের একটু রং উঠিয়া গিয়াছিল, এইজন্য তুমি ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পঁচাত্তর টাকা পাইলে ! সার মর্টনের এই খানসামাটার হাত ত বড় দরাজ !”

হোটেলওয়ালা পুলকিত চিত্তে বলিল, “কত বড় লোকের চাকর ! হাত দরাজ হইবে না ? যাহা হউক, আমি বৃষ্টির জন্য ভাঙ্গা কার্নিস্‌টুকুতে বালি-কাজ করাইতে পারি নাই ; যে স্থানের রং উঠিয়া গিয়াছে, সেখানে পুনর্বার রং দেওয়াও হয় নাই। উহাতে আমার টাকা-দুই খরচ হইতে পারে ; বাকী টাকাগুলি আমার লাভ।”

হোটেলওয়ালার কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক স্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুহাস্য করিলেন; স্মিথও তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিল। এক একজন সামান্য পরিচারক অকারণে এরূপ অপব্যয় করে না, তাহা তাঁহারা উভয়েই বুঝিতে পারিলেন। মিঃ ব্লেক ইহার কারণ আবিষ্কারের জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। হোটেলওয়ালাকে বলিলেন, "সার মর্টন তোমার হোটেলের যে কুঠুরীতে মারা গিয়াছেন, সেই কুঠুরীটি আমি একবার দেখিব।"

হোটেলওয়ালা বলিল, "তাহাতে আর আপত্তি কি? আমার সঙ্গে আসুন।"

ডসন মিঃ ব্লেক ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া দ্বিতলে উঠিল; কিন্তু সে কিছুদূর অগ্রসর হইতেই তাহার ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, একটি ভদ্রলোক হোটেলে বাসা লইতে আসিয়াছেন।

ডসন এই কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, "মহাশয়, নীচে খদ্দের আসিয়াছে, আমি আপনার সঙ্গে যাইতে পারিব না; ঐ যে কুঠুরীটা দেখা যাইতেছে, আপনারা উহার ভিতরে গিয়া দেখিয়া আসুন। আমি আপনাদের সঙ্গে না থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই।"

হোটেলওয়ালা নীচে চলিয়া গেল। মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন, এবং প্রথমেই পূর্ব্বোক্ত বাতায়নের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। এই জানালাটি খোলা ছিল, তাহাতে গরাদে না থাকায় তাহা দেখিতে একটি ক্ষুদ্র দ্বারের ন্যায়। তাঁহারা মস্তক প্রসারিত করিয়া নীচে চাহিলেন; জানালার ঠিক নীচে একটি একতালা কুঠুরীর দ্বার তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। এই কুঠুরীটি দেখিয়া বোধ হইল—উহা গুদামঘর।

স্মিথ প্রাচীরের বহির্ভাগ পরীক্ষা করিয়া বলিল, "স্থানে স্থানে রং উঠিয়া গিয়াছে বটে, এবং কার্নিসের বালিও খানিকটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হোটেলওয়ালা বলিল, টেবিল্‌ক্লথ ঝাড়িতে গিয়া তাহার ঘর্ষণে কাঁচা রং উঠিয়া গিয়াছে; কার্নিসের বালি ভাঙ্গিয়া যাইবার কারণ সে নির্দ্দেশ করিতে পারে নাই। কারণ যাহাই হউক, টেবিল্‌ক্লথের সংস্পর্শে

এরূপ হইতেই পারে না; দেখিয়া বোধ হইতেছে কোন ভারী জিনিসের ঘর্ষণে রং উঠিয়া গিয়াছে, এবং তাহার ধাক্কা লাগিয়াই কার্নিসের বালি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।”

স্মিথ অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে প্রাচীরের সেই অংশ পরীক্ষা করিয়া বলিল, “পলস্ত্রা পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে! কোন ভারী জিনিস অত্যন্ত জোরে না টানিলে এরূপ হইতে পারে না।”

কিন্তু ব্লেক দুই তিন মিনিট কাল সেই স্থান পরীক্ষা করিয়া এক টুক্‌রা সূত্রবৎ সামগ্রী তুলিয়া লইয়া তাঁহার পকেটস্থিত একটি কৌটায় রাখিলেন। এই জিনিসটি প্রাচীরের কাঁচা রংএ বাধিয়াছিল; তাহা দেখিতে অনেকটা পাটের আঁশের মত।

স্মিথ তাঁহাকে বলিল, “আপনি কৌটায় রাখিলেন ও জিনিসটা কি?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “একথা জানিবার জন্য তোমার ব্যস্ত হইবার আবশ্যক নাই। তোমাকে একথা বলিতে আপত্তি নাই বটে, কিন্তু আমি আরও কিছু সন্ধান না লইয়া তোমার নিকট কোন কথা ভাঙ্গিতেছি না। যাহা হউক, তুমি জানালার ঠিক সম্মুখে না দাঁড়াইয়া একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াও; কেহ তোমাকে দেখিতে না পায়। আমি একবার নীচে যাইব, এবং একখানি সিঁড়ী সংগ্রহ করিয়া, যে স্থান হইতে রং উঠিয়া গিয়াছে সেই স্থান পরীক্ষা করিয়া দেখিব; আর অধিক বেলা নাই, অন্ধকার হইলে পরীক্ষা করিবার সুবিধা হইবে না।”

তখন সন্ধ্যার অধিক বিলম্ব ছিল না, তবে অন্ধকার তখনও তেমন গাঢ় হয় নাই। মিঃ ব্লেক আর বিলম্ব না করিয়া নীচে নামিলেন; কিন্তু হোটেলের বৈঠকখানার দিকে না গিয়া খিড়কীর দ্বার দিয়া আস্তাবলের আঙ্গিনায় আসিলেন। আস্তাবলের পার্শ্বেই দুই তিনখানি কাঠের সিঁড়ী ছিল; তাহারই একখানি তুলিয়া লইয়া তিনি অন্যের অলক্ষ্যে তাহা পূর্ব্বকথিত দেওয়ালে সংস্থাপিত করিলেন।

মিঃ ব্লেক মনে করিলেন, তাঁহার এই কার্য্য স্মিথ ভিন্ন অন্য কোন লোক দেখিতে পায় নাই, কিন্তু তাঁহার এই ধারণা সত্য নহে; তিনি যখন সিঁড়ী

দিয়া দেওয়ালে উঠিতেছিলেন, সেই সময় দুইজন লোক পূর্ব্বোক্ত গুদাম ঘরের অন্তরালে দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহার কার্য্য লক্ষ্য করিতেছিল। শ্বাপদ জন্তু অদূরবর্ত্তী শিকারের দিকে যেরূপ লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে, তাহাদের দৃষ্টিও সেইরূপ!

কিন্তু মিঃ ব্লেক তাহাদের দেখিতে পাইলেন না। তাহারা দেখিল, মিঃ ব্লেক সিঁড়ীর এক একটি ধাপ উঠিতেছেন ও অবনত মস্তকে দেওয়াল পরীক্ষা করিতেছেন; তাঁহার হস্তে একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র। তাহারা আরও দেখিল, মিঃ ব্লেক দেওয়াল হইতে মধ্যে মধ্যে কি তুলিয়া লইয়া একটি কৌটায় রাখিতেছেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া ভয়ে তাহাদের মুখ শুকাইয়া গেল; তাহারা ভীতি-বিস্ফারিত নেত্রে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। অবশেষে তাহাদের একজন নিম্নস্বরে তাহার সঙ্গীকে বলিল, "এই হতভাগাটা কে? উহার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, উহার মনে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে। বোধ হয় লোকটা ব্যাপার কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছে। সম্ভবতঃ এ কোন চতুর গোয়েন্দা! আমরা যদি উহার কার্য্যে বাধা না দিই, তাহা হইলে আমাদের গুপ্তকথা প্রকাশ হইতে পারে। আমার ইচ্ছা হইতেছে উহাকে এই মুহূর্ত্তেই—"

লোকটি কথা শেষ না করিয়াই তাহার বুকের পকেট হইতে টোটাভরা একটি পিস্তল বাহির করিল, এবং মিঃ ব্লেককে গুলি করিবার জন্য তাহা তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া উদ্যত করিল!

তাহাকে এই ভাবে পিস্তল তুলিতে দেখিয়াই তাহার সঙ্গী তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "তুমি করিতেছ কি? পিস্তল রাখ।—দেখিতেছি তুমি সমস্তই নষ্ট করিবে!"

পিস্তলধারী বলিল, "তুমি আমাকে বাধা দিয়া ভাল করিলে না; উহাকে না মারিলে আমাদের মঙ্গল নাই। আমি উহাকে চিনি; উহার নাম রবার্ট ব্লেক, লণ্ডনের বিখ্যাত গোয়েন্দা। এই গোয়েন্দা বেটা বুঝিয়াছে ভিতরে কোন রহস্য আছে; লোকটা যদি গুপ্ত রহস্যের একটুও সন্ধান পায়, তাহা হইলে রহস্য ভেদ করিতে উহার অধিক বিলম্ব হইবে না। শেষে আমরা

সকলেই ধরা পড়িয়া যাইব। যাহাতে আমাদের প্রাণরক্ষা হয়, অগ্রে তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য; এখনই উহাকে সাবাড় করি।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "তুমি ভয়েই সারা হইলে যে!—আমাদের ফন্দী আবিষ্কার করা কি সহজ? গোয়েন্দাটা সমস্ত দেওয়াল পরীক্ষা করুক না; আমরা যে কৌশলে কার্য্যোদ্ধার করিয়াছি তাহা উহার বুঝিবার সাধ্য কি? আমরা স্ব-ইচ্ছায় ধরা দিতে যাই কেন?—চল, এখন সরিয়া পড়ি; যদি কেহ আমাদিগকে দেখিতে পায়, তাহা হইলে গোল বাধিতে পারে। যদি গোয়েন্দাটা সত্যই আমাদের ষড়যন্ত্রের কোন সন্ধান পায়—তখন উহাকে সাবাড় করা কঠিন হইবে না।—উহার উপর নজর রাখিতে হইবে।"

লোক দুইটি গুদাম ঘরের অন্তরালে অদৃশ্য হইল, এবং সন্ধ্যার অন্ধকারে কোন্ পথে পলায়ন করিল তাহা কেহ দেখিতে পাইল না।

মিঃ ব্লেক ইহাদের পরামর্শের কথা কিছুই জানিতে পারিলেন না; তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত প্রাচীরের দাগ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। পরীক্ষা শেষ হইলে তিনি সিঁড়ীখানি যথাস্থানে রাখিয়া, যে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথে দ্বিতলে উপস্থিত হইলেন; স্মিথ তাঁহার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা, আপনি সিঁড়ী দিয়া দেওয়ালে উঠিয়া এত মনোযোগের সহিত কি পরীক্ষা করিতেছিলেন? আমি পর্দ্দার আড়াল হইতে দেখিলাম, আপনি সন্না দিয়া কি খুঁটিয়া খুঁটিয়া তুলিয়া কৌটায় রাখিতেছিলেন! জিনিসগুলি কি তাহা বুঝিতে পারি নাই।"

মিঃ ব্লেক পকেট হইতে একটি কৌটা বাহির করিলেন, এবং তাহা খুলিয়া স্মিথকে দেখাইলেন, পরে বলিলেন, "আমি যাহা আবিষ্কার করিয়াছি তাহা সমস্তই এই কৌটার মধ্যে রহিয়াছে। জিনিসগুলি কি চিনিয়া বল।"

স্মিথ তাহা পরীক্ষা করিয়া বলিল, "তুলার আঁশ না কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, তুলার আঁশ নহে, শোণের আঁশ। ইহা কি কাজে

লাগে জান ? শোণের সূতাদ্বারা যে দড়ি প্রস্তুত হয়, তাহা অত্যন্ত শক্ত দড়ি ; ফাঁসীর জন্য সেই রজ্জু ব্যবহৃত হয়।"

স্মিথ একথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "কাহাকেও ফাঁসীতে লট্‌কাইবেন না কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অপরাধটা তেমন গুরুতর হইয়া থাকিলে কাহারও-না-কাহারও ফাঁসী হওয়াই সম্ভব।"

স্মিথ বলিল, "রহস্য রাখুন, আপনি কি মনে করেন ইহা কোন রজ্জুর আঁশ !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, শোণের চট নির্ম্মিত বস্তার আঁশ, বোধ হয় ময়দার বস্তার।"

স্মিথ বলিল, "আপনার এরূপ অনুমানের কারণ ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কারণ, প্রাচীরগাত্রে স্থানে স্থানে ময়দার গুঁড়া লাগিয়া আছে।"

স্মিথ বলিল, "ইহার অর্থ কি ? লোকে জানালা দিয়া ময়দার বস্তা তুলিয়া তুলে না, কাজটা অস্বাভাবিক মনে হয় ; ময়দার বস্তা দ্বিতলে লইয়া যাইতে হইলে দরজা দিয়া লইয়া যাইতে পারিত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে, ময়দার বস্তা এই জানালা দিয়াই টানিয়া তোলা হইয়াছে ; তাহা এরূপ ভারী ছিল যে, সেই বস্তার ঘর্ষণে কেবল প্রাচীরের রং উঠিয়া যায় নাই, কার্নিসের বালিও খানিকটা খসিয়া গিয়াছে ! কিন্তু ইহার অধিক আর কোন কথা তোমাকে বলিতে পারিব না ; আমাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না।"

স্মিথ বলিল, "আপনি অন্য কোন কথা বুঝিতে না পারুন, এই ব্যাপার হইতে নিশ্চয়ই কোন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন ; সেই সিদ্ধান্তটি কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না স্মিথ, তোমার অনুমান সত্য নহে, আমি এ পর্য্যন্ত কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে পারি নাই ; আমি এখন কণাপ্রমাণ সূত্র আবিষ্কার করিয়া অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। যে সকল যুক্তি আমার মনে উদিত

হইয়াছে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইতেছি না; দুই এক ঘণ্টাকাল স্থিরভাবে চিন্তা না করিলে আমি কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারিব কি না সন্দেহ। আমাকে এখন কিছুকাল মুক্ত বাতাসে ভ্রমণ করিতে হইবে; আমার চিন্তার পক্ষে তাহা অনুকূল। আজ রাত্রে এখানেই থাকিব; চল, নীচে যাই, হোটেলওয়ালাকে কুঠুরী ঠিক করিয়া রাখিতে বলি।”

মিঃ ব্লেক হোটেলওয়ালা ডসনকে জানাইলেন, সেখানে তিনি রাত্রিবাস করিবেন, তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অনন্তর তিনি স্মিথকে কোন কথা না বলিয়া চিন্তামগ্নভাবে হোটেল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাহা লক্ষ্য করিয়া স্মিথ মনে মনে বলিল, “কর্ত্তাকে বড়ই অন্যমনস্ক দেখিতেছি; আমি যে সঙ্গে আছি, ইহাও যেন ভুলিয়া গিয়াছেন! উনি কি ভাবিতেছেন, কিরূপে বুঝিব? কৌটায় শোণের আঁশ, আবার ফাঁসীর দড়ির কথাও বলিলেন! খুন জখম কিছু হইয়াছে না কি?—আমার কিছুই অনুমান করিবার শক্তি নাই।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিল, মিঃ ব্লেক ভূতলে দৃষ্টি সংলগ্ন করিয়া পার্ব্বত্য প্রান্তর অভিমুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন।

মিঃ ব্লেক নানা কথা চিন্তা করিতেছিলেন, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। তিনি যে সূত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা তখন পর্য্যন্ত তাঁহার রহস্য ভেদে সহায়তা করে নাই।

তিনি চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিলেন, বাতায়ন-পথে কোন স্থূল সামগ্রী দ্বিতলস্থ কক্ষে উত্তোলিত হইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই সামগ্রীটি কি? ময়দার বস্তায় তাহা উত্তোলিত হইলেও তাহা যে ময়দা নহে, ইহা অনায়াসেই বলা যায়। আমার বিশ্বাস, কালেব্ ডিস্‌নে ও ফেরিস্ কোন সামগ্রী উক্ত বাতায়ন-পথে দ্বিতলস্থ কক্ষে লইয়া গিয়াছিল, হোটেলওয়ালার কথাতেই ইহা কতকটা বুঝিতে পারা গিয়াছে; এবং সেই সামগ্রী যে নিতান্ত সাধারণ কোন বস্তু নহে, ইহাও স্পষ্ট বুঝিয়াছি। ডিস্‌নে অকারণে ডসনকে পাঁচ পাউণ্ড উৎকোচ প্রদান করে নাই। তাহার ন্যায় সামান্য ভৃত্যের পক্ষে পাঁচ পাউণ্ড দান করা যে কতদূর গুরুতর ব্যাপার, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

তাহার পর তাঁহার অনুমান আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিল না। ডিস্‌নে ও ফেরিস্ কক্ষমধ্যে বস্তা টানিয়া তুলিয়াছিল, এবিষয়ে তাঁহার সন্দেহ রহিল না; কিন্তু সে বস্তায় কি ছিল? ময়দার বস্তা বটে, কিন্তু তাহারা কি উদ্দেশ্যে সেই কক্ষে বাতায়ন-পথে ময়দার বস্তা টানিয়া তুলিল? ইহা কদাচ সম্ভবপর নহে।

মিঃ ব্লেক বহুদূর অগ্রসর হইলেন। সন্ধ্যার তরল অন্ধকার ভেদ করিয়া পূর্ব্বাকাশে নবোদিত শশধরের কমনীয় মূর্ত্তি গিরিচূড়া-প্রান্তে সুপ্রকাশিত হইল; সুধা-ধবল চন্দ্রকিরণে বিজন পার্ব্বত্য প্রকৃতি ও সমগ্র বনভূমি যেন

হাসিতে লাগিল। মিঃ ব্লেক সেই দৃশ্যশোভায় মুগ্ধ হইয়া ক্রোশের পর ক্রোশ অতিক্রম করিলেন; কিন্তু তিনি চিন্তার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিলেন না। চলিতে চলিতে হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, ভারী বস্তাটি দ্বিতলস্থ কক্ষে টানিয়া তুলিবার জন্য যেরূপ সাবধানতা অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহাতে ঐ বস্তায় কোন মৃতদেহ থাকা অসম্ভব কি?

কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁহার মনে হইল, ইহা তাঁহার অন্যায় সন্দেহ; সেই বস্তায় কাহার মৃতদেহ থাকিবে? কি উদ্দেশ্যেই বা তাহা হোটেলের সেই কক্ষে রাত্রি-কালে টানিয়া তোলা হইবে? ইহা সার মর্টন প্যারোবির মৃতদেহ হইতেই পারে না; কারণ মিঃ হুইট্‌ল্ স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তিনি হোটেল হইতে বাড়ী যাইবার সময়েও সার মর্টন জীবিত ছিলেন,এবং ডাক্তার ফালিষ্টার তাঁহার মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন, স্বাভাবিক ভাবেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে; এই ব্যারিষ্টার ও ডাক্তারকে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। তাহা হইলে ডিস্‌নে ও ফেরিস্ কাহার মৃতদেহ আমদানি করিল? হোটেলে যে সে সময় আর কাহারও মৃত্যু হয় নাই একথাও জানিতে পারা গিয়াছে।

মিঃ ব্লেক অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "না, এ অনুমান ঠিক নহে; ইহা নিতান্ত অসার অনুমান। বস্তায় নিশ্চয় মৃতদেহ ছিল না; বস্তায় মৃতদেহ ছিল, এ চিন্তা আমার মন হইতে বিদায় করিতে হইবে।" কিন্তু এ চিন্তা তিনি ত্যাগ করিতে পারিলেন না; ইহা পুনঃ পুনঃ তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল। কেবলই তাঁহার মনে হইতে লাগিল, হোটেলওয়ালার অজ্ঞাতসারে যে দ্রব্য বাতায়ন-পথে বস্তায় করিয়া কক্ষমধ্যে টানিয়া তোলা হইয়াছিল, তাহা মৃতদেহ ভিন্ন আর কি হইবে? কথাটা গোপন রাখিবার উদ্দেশ্যে তাহারা এরূপ সাবধানতা অবলম্বনের জন্য কেন ব্যস্ত হইয়াছিল?

মিঃ ব্লেক অত্যন্ত দ্বিধায় পড়িলেন, তাঁহার মস্তিষ্কে দুইটি বিপরীত চিন্তা লড়াই আরম্ভ করিল। একবার মনে হইতে লাগিল, বস্তায় নিশ্চয় মৃতদেহ ছিল; আবার তৎক্ষণাৎ মনে হইল, নিশ্চয় মৃতদেহ ছিল না। একবার মনে হইল, মৃতদেহ না থাকিলে কথাটা গোপন করিবার আবশ্যক কি? আবার মনে হইল, অন্য কোন

কারণে হয় ত তাহা হোটেলওয়ালার অজ্ঞাত রাখিবার আবশ্যক হইয়াছিল। সার মর্টন প্যারোবি হোটেলের সেই কক্ষেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃতদেহ সেইস্থানেই পতিত ছিল; ঘটনার রাত্রে রোবকে অন্য কেহ প্রাণত্যাগ করে নাই; সুতরাং মৃতদেহের প্রশ্ন উঠিতেই পারে না।

এইরূপ বিভিন্ন চিন্তার তাড়নায় মিঃ ব্লেক অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন; তাঁহার ললাটে ঘর্ম্মবিন্দু সঞ্চিত হইল, তাঁহার দেহের শোণিতরাশি শিরা-উপশিরা দিয়া সবেগে যেন তাঁহার উষ্ণ মস্তকে প্রবেশ করিতে লাগিল!

মিঃ ব্লেক অন্যমনস্ক ভাবে সেই নিভৃত পার্ব্বত্যপথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় হঠাৎ পশ্চাতে যেন কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলেন; জ্যোৎস্নালোকে সমগ্র প্রকৃতি হাসিতেছিল, তিনি নিকটে বা দূরে জনপ্রাণীকেও দেখিতে পাইলেন না। তিনি বিস্মিতভাবে পুনর্ব্বার চলিতে লাগিলেন; কিছুদূর যাইতে না যাইতে আবার সেই শব্দ!

এবার সেই শব্দ অত্যন্ত নিকট বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু এবার আর তাঁহার সন্দেহ রহিল না; তিনি পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিবামাত্র একজন লোক একটি ক্ষুদ্র স্থূল লৌহদণ্ড দ্বারা সবেগে তাঁহার মস্তকে আঘাত করিল। আঘাতটি সুপ্রযুক্ত হইলে মিঃ ব্লেককে তৎক্ষণাৎ ভূতলশায়ী হইতে হইত; কিন্তু তিনি বিদ্যুদ্বেগে মস্তক সরাইয়া লওয়ায় আঘাতটি মস্তকের এক পাশে লাগিল। তিনি আহত হইয়াও এক লম্ফে তাঁহার আক্রমণকারীর গলা চাপিয়া ধরিলেন। সেই মুহূর্ত্তেই দ্বিতীয় ব্যক্তি তাঁহার মস্তকে আর একটি আঘাত করিল।

এই আঘাতে মিঃ ব্লেকের মস্তক হইতে শোণিতধারা নির্গত হইতে লাগিল, তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন; অতঃপর দণ্ডায়মান থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইল। তিনি কম্পিত পদে তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী হইলেন, এবং অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। তাঁহার সেই কাতর আর্ত্তনাদ নৈশ বায়ুপ্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে কোথায় মিলাইয়া গেল!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সেই দিন সন্ধ্যাকালে মিঃ ব্লেক ভ্রমণে বাহির হইবার পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেও যখন হোটেলে প্রত্যাগমন করিলেন না, তখন স্মিথ তাঁহার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

ক্রমে রাত্রি এগারটা বাজিয়া গেল; তখন পর্য্যন্ত মিঃ ব্লেক প্রত্যাগমন করিলেন না। স্মিথ ভ্রমণের পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া একটি পিস্তল পকেটে পুরিয়া টাইগারকে আহ্বান করিল। টাইগার একটি টেবিলের নীচে পদ-চতুষ্টয় প্রসারিত করিয়া নিদ্রামগ্ন ছিল। স্মিথ তাহাকে ডাকিবামাত্র সে উঠিয়া আসিল। স্মিথ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "টাইগার, কর্ত্তা এখনও ফিরিলেন না, এত রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহার বাহিরে থাকিবার কারণ বুঝিতে পারিতেছি না; চল্, আমরা তাঁহাকে খুঁজিয়া আনি।"

টাইগার পশু হইলেও স্মিথের কথা বুঝিতে পারিল; সে তৎক্ষণাৎ হোটেলের বাহিরে আসিল, এবং মিঃ ব্লেক যে পথে গিয়াছিলেন, সেই পথে চলিতে লাগিল। —স্মিথ তাহার অনুসরণ করিল।

মিঃ ব্লেকের অনুসরণ করা টাইগারের পক্ষে কঠিন হইল না, কারণ সেই রাত্রে সেপথে অধিক লোক যাতায়াত করে নাই; সে সহজেই তাঁহার গন্ধের অনুসরণে সমর্থ হইল।

টাইগারের সহায়তা ব্যতীত স্মিথ সেই দুর্গম পার্ব্বত্য পথে মিঃ ব্লেকের অনুসরণে যাত্রা করিতে সমর্থ হইত না। টাইগার ক্রমে পাহাড়ের একটি নির্জ্জন অংশে উপস্থিত হইল; তাহার একধারে গভীর খদ, অন্য দিকে উচ্চ গিরিশৃঙ্গ; এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে চিরশ্যামল অসংখ্য বৃক্ষপূর্ণ সুবিস্তৃত অরণ্য।

এইস্থানে আসিয়া টাইগার একবার থামিল, এবং মস্তক নত করিয়া মৃত্তিকার

ঘ্রাণ লইতে লাগিল; তাহা লক্ষ্য করিয়া স্মিথ বলিল, "কিরে টাইগার! ওখানে কি দেখিতেছিস্?"

স্মিথের কথা শুনিয়া টাইগার একবার মুখ তুলিয়া অস্ফুট শব্দ করিল। ইহাতে স্মিথের কৌতূহল অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইল; সে তৎক্ষণাৎ সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া মৃত্তিকা পরীক্ষা করিতে লাগিল। সে দেখিতে পাইল, সেই স্থানের তৃণরাশি এভাবে পদদলিত হইয়াছে যে, সে সহজেই বুঝিতে পারিল, কয়েকজন লোক সেখানে ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়াছে।

স্মিথ অস্ফুট স্বরে বলিল, "আমার অনুমান, কর্ত্তাকে এখানে কেহ আক্রমণ করিয়াছিল কিন্তু তিনি ত এখানে আহত অবস্থায় পড়িয়া নাই! তবে তাঁহার কি হইল?"

তখন বাতাস বন্ধ হইয়াছিল, এবং চন্দ্রালোক অত্যন্ত পরিস্ফুট হওয়ায় সেই পার্ব্বত্য প্রদেশের বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইতেছিল; স্মিথ কাতর দৃষ্টিতে একবার চতুর্দ্দিকে চাহিল, কিন্তু জনমানবের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইল না; তখন স্মিথ বলিল, "তাঁহার আততায়ীরা নিশ্চয় তাঁহাকে স্থানান্তরে লইয়া গিয়াছে। টাইগার, কর্ত্তা এখন কোথায় আছেন খুঁজিয়া বাহির কর।"

কিন্তু টাইগার সহজে সেখান হইতে নড়িতে চাহিল না, সেই স্থানে চক্রাকারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। দুই তিন মিনিট পরে টাইগার একটি অধিত্যকার অভিমুখে ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবিত হইল; স্মিথও তাহার পশ্চাতে দৌড়াইতে লাগিল। এই ভাবে চলিতে চলিতে অবশেষে তাহারা গিরি-পাদমূলে একটি প্রশস্ত সমতলক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। সেখানে লোকালয় ছিল না; স্মিথ সম্মুখে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দেখিল, বহুদূরব্যাপী সমতল ক্ষেত্রে তৃণ ভিন্ন লতা গুল্ম বা বৃক্ষাদি কিছুই নাই। সুশীতল নৈশসমীরণ মুক্ত প্রান্তরের বক্ষ দিয়া সবেগে প্রবাহিত হইতে ছিল; বায়ুর সেই শন্ শন্ শব্দ ভিন্ন কোন দিকে অন্য কোন শব্দ ছিল না।

স্মিথ সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া অতঃপর কি কর্ত্তব্য তাহাই চিন্তা করিতেছে, এমন সময় টাইগার পুনর্ব্বার প্রান্তরের উপর দিয়া দ্রুতবেগে ধাবিত

হইল। স্মিথও তাহার অনুসরণে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সুদীর্ঘ বংশীধ্বনি শুনিতে পাইল।

স্মিথ তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "এ যে দেখিতেছি রেলের গাড়ীর বাঁশী! নিকটে নিশ্চয় কোন ষ্টেশন আছে; তবে কি কর্ত্তার আততায়ীরা তাঁহাকে ধরিয়া রেল-ষ্টেশনে লইয়া গিয়াছে?—কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না; দেখা যাউক টাইগার কোথায় যায়।"

টাইগার যে পথে চলিতেছিল, সেই পথে আরও আধ মাইল চলিল; অবশেষে তাহারা রেলপথের পার্শ্ববর্ত্তী উচ্চ বাঁধের নিকট উপস্থিত হইল। এই বাঁধের উপর রেলের সীমা-নির্দ্দেশক তারের বেড়া। টাইগার মুহূর্ত্তমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া সেই বেড়া পার হইয়া রেলের লাইনের কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইল।

স্মিথও সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার বটে! নিকটে কোন ষ্টেশন নাই, তবে তাহারা কর্ত্তাকে লইয়া রেলপথের নিকট কেন আসিল?—ঐ যে অদূরে একটা ঘুম্‌টি দেখিতেছি, ঐ ঘুমটির মধ্যে নিশ্চয় কোন লোক আছে; তাহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি—এদিকে সে কোন লোকজনকে আসিতে দেখিয়াছে কি না?

স্মিথ সেই ঘুম্‌টির নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিল, রেলের একজন জমাদার ঘরের ভিতর বসিয়া আছে! সে টাইগারকে নিকটে ডাকিল, কিন্তু টাইগার তাহার আদেশে কর্ণপাত না করিয়া রেলের লাইন ধরিয়া বাম দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল; স্মিথকে তাহার অনুসরণ করিতে না দেখিয়া সে হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল।

স্মিথ তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল, "কিরে টাইগার! আমার হুকুম না শুনিয়া তুই কোথায় যাইতেছিস্? আমি তোর সঙ্গে না যাওয়াতে তোর রাগ হইয়াছে বুঝি?—আমি ঘুম্‌টির লোকটাকে কর্ত্তার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া তোর সঙ্গেই যাইব; এখন তুই ফিরিয়া আয়!"

টাইগার স্মিথের কথা বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত ঘুম্‌টির নিকট ফিরিয়া আসিল, এবং লাঙ্গুল আন্দোলিত করিতে করিতে কাতরভাবে

তাহার মুখের দিকে চাহিল। কথা কহিবার শক্তি থাকিলে সে বোধ হয় বলিত, "তুমি অনর্থক বিলম্ব করিতেছ; আমি তোমাকে ঠিক স্থানেই লইয়া যাইতেছিলাম।"

যাহা হউক, স্মিথ সিঁড়ী দিয়া ঘুম্‌টিতে উঠিয়া দ্বারের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র ঘুম্‌টির রক্ষক গৃহের বাহিরে আসিল। সে স্মিথকে গভীর রাত্রে সেখানে উপস্থিত দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "মহাশয়! এখানে আপনার কি আবশ্যক? আপনি কি জানেন না, তারের বেড়া ডিঙ্গাইয়া এভাবে লাইনের উপর আসিলে অনধিকার প্রবেশের অপরাধ হয়?"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, তাহা জানি; কিন্তু নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই এই গভীর রাত্রে আমাকে এখানে আসিতে হইয়াছে। আমার মনিবের সন্ধানে আসিয়াছি। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তিনি ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে বাসায় প্রত্যাগমন না করায় বড়ই দুশ্চিন্তা হইয়াছে; আমার আশঙ্কা কোন দুষ্টলোক তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বিপদে ফেলিয়াছে। তুমি বোধ হয় সন্ধ্যার পর হইতেই এখানে আছ, কোন লোককে এদিকে আসিতে দেখিয়াছ?"

ঘুম্‌টির প্রহরী বলিল, "হাঁ, দেখিয়াছি, প্রায় একঘণ্টা পূর্ব্বে আমি ঘুম্‌টির বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলাম, সেই সময় চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইলাম, দুইজন লোক রেলের লাইনের উপর দিয়া যাইতেছে! নিকটে লোকালয় নাই, রেলের ষ্টেশনও অনেক দূরে অবস্থিত; সুতরাং গভীর রাত্রে সেই দুইজন লোককে লাইনের ভিতর দিয়া যাইতে দেখিয়া আমার সন্দেহ হইল, তাহারা কোন কুমৎলবে আসিয়াছে। আমি তৎক্ষণাৎ লাইনের উপর গিয়া চীৎকার করিয়া তাহাদিগকে লাইনের বাহিরে যাইতে বলিলাম। আমার তাড়া খাইয়া তাহারা তাড়াতাড়ি লাইন ছাড়িয়া পলাইল। তাহাদিগকে এইভাবে পলাইতে দেখিয়া আমার সন্দেহ হইল, তাহারা নিশ্চয় বদ্ লোক। আমি তাহাদের অনুসরণ করিয়া তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিব, ইহাই ইচ্ছা ছিল; কিন্তু আমি ঘুম্‌টি ছাড়িয়া দূরে যাইতে সাহস করিলাম না। তাহাদের বস্তায় কি আছে দেখিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল হইয়াছিল।"

স্মিথ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল,"তাহাদের সঙ্গে কি একটা বস্তা ছিল ?"

ঘুম্‌টির প্রহরী বলিল, "হাঁ মহাশয়, জ্যোৎস্নালোকে স্পষ্ট দেখিলাম, তাহারা দুইজনে একটা বস্তা ঘাড়ে লইয়া অতিকষ্টে লাইনের উপর দিয়া চলিয়াছে ; সে অতি প্রকাণ্ড বস্তা ! এবং তাহা যে অত্যন্ত ভারী, তাহা তাহাদের চলিবার ভঙ্গী দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম। আমার অনুমান, তাহারা চোর ; কাহারও সর্ব্বস্ব চুরি করিয়া বস্তায় পুরিয়া লইয়া যাইতেছিল। তাহারা আমার তাড়া খাইয়া বোধ হয় বস্তাটা ফেলিয়া গিয়াছে ; কারণ তাহারা যখন লাইন ছাড়িয়া পলায়ন করে, তখন তাহাদের কাঁধে বস্তাটি দেখিতে পাই নাই ; সম্ভবতঃ লাইনের ধারে কোথাও লুকাইয়া রাখিয়া গিয়াছে, সুযোগ পাইলেই ফিরিয়া আসিয়া লইয়া যাইবে। আমার ঘুম্‌টি ছাড়িয়া যাইবার সুবিধা থাকিলে বস্তাটায় কি আছে দেখিবার চেষ্টা করিতাম।"

স্মিথ অত্যন্ত ব্যস্তভাবে বলিল, "তাহারা ঐদিকে গিয়াছিল ?—আমাকেও অবিলম্বে সেখানে যাইতে হইবে।"

ঘুম্‌টির প্রহরী বলিল, "তা যাইতে পারেন, কিন্তু ডাউন লাইনের উপরে যাইবেন না ; ব্রিষ্টল এক্সপ্রেস্‌ ট্রেণের আসিবার সময় হইয়াছে, বিশ মিনিটের মধ্যেই ঝড়ের মত বেগে তাহা এখানে আসিয়া পড়িবে।"

স্মিথ আর সেখানে দাঁড়াইল না, প্রহরীকে ধন্যবাদ দিয়া টাইগারকে লইয়া প্রহরী-নির্দ্দিষ্ট পথে দৌড়াইতে লাগিল। এবার টাইগার অত্যন্ত উৎসাহের সহিত বায়ুবেগে অগ্রসর হইল ; তাহার ভাব দেখিয়া স্মিথ বুঝিতে পারিল, টাইগার প্রভুর সন্ধান পাইয়াছে ; কিন্তু স্মিথের বক্ষঃস্থল সবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল, তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। প্রহরীর কথা শুনিয়া তাহার মনে একটি নূতন আশঙ্কার উদয় হইয়াছিল, সে দৌড়াইতে দৌড়াইতে ভাবিতে লাগিল, প্রহরী-বর্ণিত সুবৃহৎ বস্তার ভিতর কোন্‌ সামগ্রী থাকা সম্ভব ? তাহার ধারণা হইল, মিঃ ব্লেকের কোন শত্রু পথিমধ্যে তাঁহাকে আক্রমণ পূর্ব্বক অজ্ঞান করিয়া তাঁহাকে সেই বস্তায় পুরিয়া রেলের লাইনের উপর বহিয়া লইয়া গিয়াছিল। বিশেষতঃ, টাইগার সেই দিকে দৌড়াইয়া যাওয়ায় তাহার সন্দেহ দৃঢ়মূল হইল ; কিন্তু

দুর্ব্বৃত্তেরা কি উদ্দেশ্যে তাঁহাকে বস্তায় পুরিয়া রেলের লাইনে লইয়া গিয়াছে, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। নানা সন্দেহ তাহার ক্ষুব্ধ চিত্তকে আলোড়িত করিয়া তুলিল।

যাহা হউক, স্মিথ টাইগারের সঙ্গে রেলের লাইন ধরিয়া প্রায় একমাইল পথ অতিক্রম করিবার পর তাহার চিন্তাস্রোত সহসা অবরুদ্ধ হইল; কারণ সে সহসা বহুদূরে ট্রেণের বংশীধ্বনি শুনিতে পাইল! সেই গভীর রাত্রে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া ট্রেণের বাঁশী পুনঃ পুনঃ বাজিতে লাগিল। সেই বাঁশী শুনিয়া তাহার মনে হইল, এই ট্রেণই ব্রিষ্টল এক্সপ্রেস্!

ট্রেণখানি তখন বহুদূরে ছিল, কিন্তু তাহা ঝড়ের ন্যায় বেগে ছুটিয়া আসিতেছিল; অনেক দূরে একটি বাঁক ছিল, ট্রেণখানি সেই বাঁকের মুখে আসিয়া পড়িতেই ট্রেণের আলোক স্মিথের দৃষ্টি-পথবর্ত্তী হইল। সে সভয়ে সম্মুখে চাহিয়া দেখিল, উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে সুদূর প্রসারিত লৌহপথ চক্ চক্ করিতেছে।

স্মিথ বুঝিল, ট্রেণখানি আর কয়েক মিনিট পরেই সেই স্থানে উপস্থিত হইবে, সুতরাং প্রহরীর সাবধান বাক্য স্মরণ করিয়া ট্রেণ চলিয়া না-যাওয়া পর্য্যন্ত লাইন ছাড়িয়া দূরে অপেক্ষা করাই কর্ত্তব্য মনে করিল; এই জন্য সে তাহার অগ্রগামী টাইগারকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "টাইগার, টাইগার, রেলের লাইন ছাড়িয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়া।"

টাইগার তাহার কথা শুনিতে পাইল কি না বলা কঠিন, কিন্তু সে স্মিথের আদেশে কর্ণপাত করিল না; স্মিথ ট্রেণ-চাপা পড়িবার ভয়ে লাইন ছাড়িয়া দূরে সরিয়া গেল বটে, কিন্তু টাইগার মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল না। সে দ্রুতগামী ব্রিষ্টল এক্সপ্রেসের অভিমুখে বায়ুবেগে দৌড়াইতে লাগিল।

টাইগার এই ভাবে প্রায় সত্তর গজ পথ অগ্রসর হইয়া হঠাৎ দণ্ডায়মান হইল, এবং অবনত মস্তকে কি করিতে লাগিল, স্মিথ দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইল না; কিন্তু সে প্রাণভয় তুচ্ছ করিয়া, ব্যাপার কি দেখিবার জন্য দ্রুতবেগে

টাইগারের অনুসরণ করিল।—তখন তাহার মনে একটি নূতন আশঙ্কার উদয় হইয়াছিল।

স্মিথ যদি টাইগারের সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থানে উপস্থিত হইতে পারিত, তাহা হইলে সে দেখিতে পাইত, যে লাইনের উপর দিয়া ব্রিষ্টল এক্সপ্রেস্ বায়ুবেগে আসিতেছিল, সেই লাইনের উপর একটি নরদেহ নিপতিত রহিয়াছে; লোকটি মৃতবৎ, নিস্পন্দ দেহ সম্পূর্ণ অসাড়। টাইগার চিনিতে পারিয়াছিল, ইহা তাহার প্রভুর সংজ্ঞাহীন দেহ। সে বিপদ বুঝিতে পারিয়া মিঃ ব্লেককে লাইনের উপর হইতে সরাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিল।

স্মিথ তখনও টাইগারের প্রায় ত্রিশগজ দূরে ছিল; স্মিথ রুদ্ধশ্বাসে টাইগারের অভিমুখে দ্রুতবেগে ধাবিত হইল। তখন ট্রেণখানি প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে।

ট্রেণখানি তখন এত নিকটে আসিয়াছিল যে, ট্রেণের ড্রাইভার দেখিতে পাইল, লাইনের উপর একটা কি পড়িয়া আছে! সুতরাং সে ব্রেক্ কষিয়া ট্রেণখানি থামাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার চেষ্টা সুফল হইল না; ট্রেণ ঝড়ের মত বেগে মিঃ ব্লেক ও টাইগারের উপর আসিয়া পড়িবার উপক্রম করিল! স্মিথও জীবনের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া পাগলের ন্যায় ছুটিতে ছুটিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইল, এবং মিঃ ব্লেকের পদদ্বয় ধরিয়া তাহাকে লাইনের বাহিরে টানিয়া আনিল; সঙ্গে সঙ্গে ট্রেণখানি হুস্-হুস্ শব্দ করিতে করিতে সেই স্থান অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল।

মিঃ ব্লেকের দেহ অক্ষত রহিল। স্মিথের সেখানে উপস্থিত হইতে ও মিঃ ব্লেককে লাইনের উপর হইতে অপসারিত করিতে আর দুই সেকেণ্ড বিলম্ব হইলেই লৌহচক্রে মিঃ ব্লেকের দেহ চূর্ণ হইত।

ট্রেণখানি চলিয়া যাইবার পর স্মিথ অবসন্ন দেহে লাইনের ধারে বসিয়া পড়িল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ দারুণ অবসাদে কম্পিত হইতেছিল, তাহার কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়াছিল, এবং ললাটের ঘর্ম্মধারায় তাহার মুখমণ্ডল প্লাবিত হইতেছিল। সে দুই তিন মিনিটকাল নিস্তব্ধভাবে মিঃ ব্লেকের ধরালুণ্ঠিত দেহের পাশে বসিয়া রহিল; তাহার পর টাইগারের কি হইল, সে ট্রেণ-চাপা পড়িল কি না

দেখিবার জন্য চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সে দেখিতে পাইল, লাইনের অপর পারে প্রায় দুই গজ দূরে টাইগার লম্বা হইয়া পড়িয়া হাঁপাইতেছে। টাইগারও এই দারুণ সঙ্কটে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছে বুঝিতে পারিয়া স্মিথের আনন্দের সীমা রহিল না। সে উভয় জানু অবনত করিয়া করজোড়ে চির করুণাময় পরমেশ্বরের নিকট তাহার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল, তাহার পর উঠিয়া মিঃ ব্লেকের নিস্পন্দ দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মিঃ ব্লেক জীবিত আছেন কি না এই প্রশ্ন সর্ব্বপ্রথমে স্মিথের মনে উদিত হইল; তাঁহার নিশ্চল দেহ দেখিয়া সে দুই-এক মিনিট কিছুই স্থির করিতে পারিল না। সে তাঁহার মস্তক পরীক্ষা করিয়া মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে আঘাত-চিহ্ন দেখিতে পাইল। নাসিকার সম্মুখে হাত রাখিয়া শ্বাস বহিতেছে কি না তাহা বুঝিতে পারিল না; স্মিথ অত্যন্ত ভীত হইল। যাহা হউক, ক্ষণকাল চিন্তার পর সে স্থির করিল, দুর্ব্বৃত্তগণের আক্রমণে পূর্ব্বেই যদি মিঃ ব্লেকের মৃত্যু হইত, তাহা হইলে তাহারা তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য রেলের লাইনের উপর নিশ্চয়ই রাখিয়া যাইত না; তাঁহার মৃতদেহ স্থানান্তরে নিক্ষেপ করিত। সুতরাং তিনি জীবিত আছেন স্থির করিয়া সে তাহার পকেট হইতে ব্র্যাণ্ডির শিশি বাহির করিল, এবং তাঁহার মুখের ভিতর অল্প পরিমাণে ব্র্যাণ্ডি ঢালিয়া দিতে লাগিল; কতক তাঁহার উদরস্থ হইল, কতক বা কস্ দিয়া বাহিরে পড়িল; কিন্তু যাহা উদরস্থ হইল, তাহাতেই অল্প সময়ে যথেষ্ট ফল হইল; ধীরে ধীরে তাঁহার নিশ্বাস পড়িতে লাগিল, এবং বক্ষের স্পন্দন অনুভূত হইল; তাঁহার নাসারন্ধ্রও অল্প অল্প কাঁপিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেকের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া স্মিথ ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, "কর্ত্তা এখনও জীবিত আছেন, পরমেশ্বর তুমি ধন্য!"

মিঃ ব্লেকের মৃতপ্রায় দেহে জীবনীশক্তি ধীরে ধীরে ফিরিল বটে, কিন্তু শীঘ্র যে তাঁহার চেতনাসঞ্চার হইবে তাহার সম্ভাবনা দেখা গেল না; তাঁহাকে সেইরূপ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় সেই গভীর রাত্রে তুষার-শীতল মুক্তপ্রান্তরে দীর্ঘকাল ফেলিয়া রাখিলে, তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হইতে পারেন মনে করিয়া স্মিথ তাঁহাকে কোন নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়া উত্তপ্ত শয্যায় শয়ন করাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু নিকটে সেরূপ কোনও আশ্রয়

আছে বলিয়া বোধ হইল না। সেই অঞ্চলে কোনও ঘর আছে কি না দেখিবার জন্য স্মিথ বাঁধের উপর দণ্ডায়মান হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিল; কিন্তু সে কোন দিকে একখানি কুটীরও দেখিতে পাইল না। জ্যোৎস্নালোকে সে দেখিল, চতুর্দ্দিকে কেবল মাঠ; যতদূর দৃষ্টি যায় মাঠের পর মাঠ ভিন্ন আর কিছুই নাই! কিন্তু প্রায় অর্দ্ধমাইল দূরে সে একটি লোহিত আলোক দেখিতে পাইল। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি বলিয়া দূর হইতে সেই আলোক অত্যন্ত মৃদু দেখাইতেছিল।

স্মিথ সেই আলোক দেখিয়া সহর্ষে বলিয়া উঠিল, "বোধ হইতেছে উহা ইটের খামার। এই খামারে দিবারাত্রি ইট প্রস্তুত হয়, সুতরাং ওখানে নিশ্চয় মানুষ আছে; তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলে সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে।

ইতিমধ্যে টাইগার অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া মিঃ ব্লেকের নিকট আসিয়া কাতর দৃষ্টিতে তাঁহার পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিতেছিল। স্মিথ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "টাইগার, আমি কর্ত্তাকে এখান হইতে লইয়া যাইবার জন্য লোক খুঁজিতে যাইতেছি, তুই এখানে তাঁহার পাহারায় থাক্; কেহ হঠাৎ আসিয়া যেন কোন অনিষ্ট না করে।"

টাইগার লাঙ্গুল আন্দোলিত করিয়া স্মিথের এই উক্তির সমর্থন করিল। স্মিথও বুঝিতে পারিল, টাইগার প্রাণ থাকিতে কোনও ব্যক্তিকে প্রভুর নিকট আসিতে দিবে না।

অনন্তর স্মিথ সমতল ক্ষেত্রের উপর দিয়া দ্রুতবেগে পূর্ব্বোক্ত খামারের অভিমুখে চলিল, এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তাহাকে খামারে প্রবেশ করিতে দেখিয়া একজন শ্রমজীবি উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "কে হে তুমি, এত রাত্রে এখানে আসিতেছ? তোমার মৎলব কি?"

স্মিথ বলিল, "আমি একজন ভদ্রলোক, বিপদে পড়িয়া সাহায্যের আশায় তোমাদের নিকট আসিতেছি। একটি ভদ্রলোক রেলের লাইনের ধারে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছেন, বোধ হয় ডাকাতেরা তাঁহাকে জখম করিয়া ফেলিয়া

রাখিয়া গিয়াছে!—এখন খামারে তুমি একা আছ, না তোমার সঙ্গে অন্য কোন লোক আছে?"

শ্রমজীবি বলিল, "আমরা এখানে তিন চারিজন আছি। আপনি বিপদে পড়িয়া যখন সাহায্যের জন্য আসিয়াছেন, তখন আপনাকে সাহায্য করাই উচিত।—ওহে ডান্! তোমরা খানিক কাজ বন্ধ রাখ, একটু অন্য কাজে যাইতে হইবে।"

তিনজন শ্রমজীবি একটু দূরে দূরে বসিয়া পাঁজার কাজ করিতেছিল, সঙ্গীর কথা শুনিয়া তাহারা কাজ ফেলিয়া দ্রুতবেগে স্মিথের নিকট উপস্থিত হইল; তখন স্মিথ সংক্ষেপে তাহাদিগকেও সকল কথা বুঝাইয়া বলিল। স্মিথের কথা শুনিয়া সেই সরলহৃদয় শ্রমজীবি-চতুষ্টয় তৎক্ষণাৎ তাহার সাহায্যে সম্মত হইল, এবং স্মিথের সহিত মিঃ ব্লেকের নিকট চলিল। তাহারা সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, তখনও তাঁহার চেতনা-সঞ্চার হয় নাই, তবে শ্বাস-প্রশ্বাস অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক হইয়াছে।

শ্রমজীবিরা পাঁজায় উঠিবার উপযোগী একখানি অনতিবৃহৎ কাঠের সিঁড়ী সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল; সেই সিঁড়ীখানি তাহারা খাটিয়ারূপে ব্যবহার করিবার সঙ্কল্প করিল, এবং তাহার উপর সকলেই স্ব-স্ব গাত্রবস্ত্র প্রসারিত করিয়া মিঃ ব্লেকের সংজ্ঞাহীন দেহ সেই খাটিয়ায় সংস্থাপিত করিল।

অনন্তর শ্রমজীবি-চতুষ্টয় সেই অদ্ভুত খাটিয়া স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া জ্যোৎস্না-লোকিত প্রান্তরের উপর দিয়া অদূরবর্ত্তী ইটের কারখানায় উপস্থিত হইল। সেই স্থানে একখানি ক্ষুদ্র টিনের ঘর ছিল। একজন মুহুরী সেই ঘরে বসিয়া ইষ্টকাদি বিক্রয়ের জমাখরচ লিখিত। সেই ঘরের মধ্যে যে ক্ষুদ্র খাটিয়াখানি ছিল, সকলে মিলিয়া মিঃ ব্লেককে তুলিয়া তাহার উপর শয়ন করাইল।

একজন শ্রমজীবি সহানুভূতিভরে বলিল, "বোধ হইতেছে ভদ্রলোকটি বেশী রকম জখম হইয়াছেন; এখন পর্য্যন্ত যখন উহার হুঁস্ হইল না, তখন একজন ডাক্তার ডাকাই কর্ত্তব্য। আমি ডাক্তার আনিতে প্রস্তুত আছি।

এখান হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে একখানি ছোট গ্রাম আছে, সেই গ্রামে যাইলেই ডাক্তার পাওয়া যাইবে।"

মিঃ ব্লেক তখন অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়াছিলেন, তাঁহার চেতনা-সঞ্চার হইয়াছিল, শ্রমজীবির শেষ কথাগুলি তাঁহার কর্ণগোচর হইল; তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "বন্ধুগণ! আর তোমাদিগকে কষ্ট করিয়া ডাক্তার আনিতে হইবে না; আমি এখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছি, বোধহয় শীঘ্রই উঠিয়া বসিতে পারিব।"—হঠাৎ স্মিথের উপর তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল, তিনি তাহাকে বলিলেন, "বৎস! তোমার চেষ্টাতেই আমার প্রাণরক্ষা হইয়াছে; কিন্তু আমি এখানে কিরূপে আসিলাম, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। ব্যাপার কি খুলিয়া বল।"

স্মিথ তাঁহার মস্তকের নিকট বসিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আপনার হোটেলে ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া আমি ও টাইগার আপনাকে খুঁজিতে বাহির হই। টাইগারই আমাকে পথ দেখাইয়া চলিতে চলিতে দূরবর্ত্তী রেলের লাইনের উপর লইয়া গেল; সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, আপনার নিস্পন্দ দেহ লাইনের উপর পড়িয়া আছে! আমরা তৎক্ষণাৎ আপনাকে লাইনের উপর হইতে সরাইয়া ফেলিলাম; কিন্তু যদি আমাদের আর দুই এক সেকেণ্ড বিলম্ব হইত, তাহা হইলে আপনাকে বাঁচাইতে পারিতাম না; কারণ আপনাকে সরাইবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিষ্টল এক্সপ্রেস্ ট্রেণ ঝড়ের মত বেগে সেই-স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল।"

স্মিথের কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক একটি কথাও বলিলেন না, তিনি ধীরে ধীরে ললাটের ঘর্ম্ম অপসারিত করিয়া কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে চাহিলেন; তাহার পর দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া টাইগারের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নকোণে একবিন্দু অশ্রুও লক্ষিত হইল।

মিঃ ব্লেককে নীরব দেখিয়া স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা, আপনি রেলের লাইনের উপর কিরূপে আসিয়া পড়িয়াছিলেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা আমি বলিতে পারি না; আমি পার্ব্বত্য পথে বেড়াইতে বেড়াইতে দুইজন লোক কর্ত্তৃক হঠাৎ আক্রান্ত হই। আমি

আত্মরক্ষার চেষ্টা করিবার পূর্ব্বেই তাহারা আমাকে আক্রমণ করে। হঠাৎ আক্রান্ত হওয়ায় আমি তাহাদিগকে চিনিতে পারি নাই। আমার অনুমান, আমি আহত হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলে তাহারা আমাকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া রেলের লাইনের উপর রাখিয়া আসিয়াছিল।"

স্মিথ বলিল, "ইহাই সম্ভব বোধ হয়, কারণ টাইগার গন্ধের অনুসরণ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে যখন রেলের লাইনের নিকট উপস্থিত হয়, সেই সময় আমি তাহার অদূরবর্ত্তী ঘুম্‌টিতে উপস্থিত হইয়া ঘুম্‌টির প্রহরীর নিকট শুনিতে পাই, সে দুইজন লোককে লাইনের উপর যাইতে দেখিয়াছিল। প্রহরীর তাড়া খাইয়া তাহারা দ্রুতবেগে পলায়ন করে; প্রহরী তাহাদের কাঁধে একটি প্রকাণ্ড ভারী বস্তা দেখিয়াছিল।—আপনি বোধহয় সেই বস্তায় ছিলেন।"

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, "বস্তা! ইহা সেই বস্তাটা না কি?"

স্মিথ তাঁহার কথা বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "কোন্ বস্তার কথা বলিতেছেন?"

মিঃ ব্লেক এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়া হঠাৎ বলিলেন, "স্মিথ! আমার কোট্‌টা আলো দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ।"

স্মিথ তাহার বৈদ্যুতিক দীপের সাহায্যে তাঁহার কোট পরীক্ষা করিয়া বলিল, "কোটে ধূলা লাগিয়া আছে; অন্য কোন বিশেষত্ব দেখিতেছি না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আস্তে আস্তে ঝাড়িয়া দেখ।"

স্মিথ হাত দিয়া কোটটি ঝাড়িয়া বলিল, "আমার হাতে ধূলা লাগিয়া গেল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ঠিক ধূলা কি?"

স্মিথ বলিল, "ধূলা অপেক্ষা সাদা, ময়দার মত গুঁড়া।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উহা জিহ্বায় স্পর্শ কর, আস্বাদনটা কিরূপ দেখ।"

স্মিথ সেই সাদা গুঁড়া জিহ্বায় স্পর্শ করিয়া বলিল, "ইহার আস্বাদন ঠিক ময়দার মত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "স্মিথ, আমিও তাহাই মনে করিয়াছিলাম ; এই পরীক্ষা দ্বারা দুর্ভেদ্য রহস্যের আর একটি সূত্র আবিষ্কৃত হইল। দুর্ব্বৃত্তেরা আমাকে যে বস্তায় পুরিয়া লইয়া গিয়াছিল, সেই বস্তাটিই পাইন্‌কম্বির রোবক্ হোটেলের দ্বিতলের জানালা দিয়া টানিয়া তোলা হইয়াছিল ; এ বিষয়ে আর আমার অনু-মাত্র সন্দেহ নাই।"

স্মিথ বলিল, "তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, আপনাকে বস্তায় পুরিয়া লইয়া যাইবার সহিত ডিস্‌নে ও ফেরিসের সম্বন্ধ আছে ; এ কাজ সম্ভবতঃ তাহাদেরই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহাই সম্ভব। বোধ হয় তাহারাই পথিমধ্যে আমাকে আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু আমি আমার আততায়ীদ্বয়কে চিনিতে পারি নাই ; আমি হঠাৎ আক্রান্ত হওয়ায় তাহাদিগকে চিনিবার সুযোগ পাই নাই।—হঠাৎ বাহিরে ও কিসের শব্দ হইল ?"

স্মিথ দরজার দিকে চাহিয়া বলিল, "বোধ হয় টাইগারের কণ্ঠস্বর! সে দুই তিন মিনিট পূর্ব্বে বাহিরে গিয়াছিল, সম্ভবতঃ কাহাকেও দেখিয়া চীৎকার করিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু অকারণ চীৎকার করা তাহার অভ্যাস নহে ; তুমি বাহিরে গিয়া দেখ ব্যাপার কি।"

স্মিথ তৎক্ষণাৎ সেই গৃহের বাহিরে গিয়া পাঁজা-খোলায় উপস্থিত হইল। কিছু দূরে দুইজন কারিগর দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা স্মিথকে বলিল, "আপনাদের এই কুকুরটা দূরে কি দেখিয়া চীৎকার করিয়া সেই দিকে ছুটিয়াছে।"

স্মিথ তাহাদের কথা শুনিয়া টাইগারের অনুসরণ করিল ; সে দেখিল, কিছু দূরে ভাঙ্গা ইট ও রাবিসের স্তূপের নিকট উপস্থিত হইয়া টাইগার অত্যন্ত উৎসাহের সহিত মাটী খুঁড়িতেছে ও অস্ফুটস্বরে গোঁ-গোঁ শব্দ করিতেছে।

স্মিথ তাহার পাশে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিরে টাইগার! ওখানে কি খুঁজিতেছিস্ ? কিছু আছে না কি ? আচ্ছা, আমিও খুঁজিয়া দেখি।"

স্মিথ সেইস্থানে বসিয়া উভয় হস্তে ভাঙ্গা ইট ও রাবিস্ সরাইতে লাগিল ;

দুই তিন মিনিট পরে টাইগার সেখানে মুখ প্রবেশ করাইয়া কি একটা জিনিস টানিতে লাগিল; কিন্তু তাহা ইট ও রাবিসে চাপা পড়ায় সে টানিয়া বাহির করিতে পারিল না। তখন স্মিথ আরও কতকগুলি ইট ও রাবিস্ সরাইবামাত্র টাইগার একটি বস্তার কিয়দংশ টানিয়া বাহির করিল। স্মিথ তৎক্ষণাৎ সেই বস্তাটি ধরিয়া আকর্ষণ করিতেই বস্তাটি তাহার হস্তগত হইল। সে দেখিল, শণের স্তায় নির্ম্মিত দুইটি বস্তা একত্র সেলাই করিয়া একটি বস্তায় পরিণত করা হইয়াছে, সুতরাং তাহা সাধারণ বস্তা অপেক্ষা অনেক বৃহৎ। স্মিথ এই জোড়া-বস্তা লইয়া মিঃ ব্লেকের নিকট উপস্থিত হইল, এবং তাঁহাকে বলিল, "দেখুন কর্ত্তা, ভাঙ্গা ইট-রাবিসের স্তূপের ভিতর হইতে এই বস্তাটি টানিয়া বাহির করা হইয়াছে, বোধ হইতেছে ইহা ময়দার বস্তা।"

মিঃ ব্লেক বস্তাটি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "দুর্ব্বৃত্তেরা বোধ হয় ইহা ঐ স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। সম্ভবতঃ পাঁজার আগুনে ইহা দগ্ধ করিবার চেষ্টায়-ছিল; কিন্তু নিকটে লোক থাকায় তাহাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় নাই, অগত্যা লুকাইয়া রাখিয়া গিয়াছিল।"

স্মিথ বলিল, "এই বস্তার সাহায্যে রহস্যভেদের সুবিধা হইতে পারে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, সম্ভব বটে; ইহা দ্বারা অপরাধীদের অপরাধ প্রমাণের সুবিধা হইবে।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু মিঃ জেভিটের অনুরোধে আপনি যে উইল-রহস্যভেদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা দ্বারা তদ্বিষয়ে কোন সাহায্য হইবে কি? আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন, প্রোবেট আদালতে এই উইল রদ্ হইবার আশা নাই, কারণ উইলখানি যথাবিহিতরূপে সম্পাদিত হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, তোমাকে সেকথা বলিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহার পর নানা কারণে আমার মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন আমার ধারণা হইয়াছে, উইলখানিতে বিস্তর গলদ আছে, ইহার আগাগোড়াই গলদ! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই উইলের মূলে কোন ভয়ঙ্কর দুষ্কর্ম্ম সংঘটিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহার প্রকৃতি কি, কিরূপে তাহা সংঘটিত হইয়াছে, সে সকল ব্যাপার এখন পর্য্যন্ত

দুর্ভেদ্য রহস্য-জালে সমাচ্ছন্ন। সন্ধ্যার পর আমি যখন ভ্রমণে বহির্গত হই, সেই সময় আমার ধারণা হইয়াছিল, গৃহ-প্রাচীর পরীক্ষা করিয়া যাহা আবিষ্কার করিয়াছি, তাহার সাহায্যে কোন গভীর রহস্যভেদ করা হয় ত সম্ভব হইবে না; হয় ত সামান্য কারণকে আমি কল্পনার সাহায্যে অত্যন্ত জটিল করিয়া তুলিয়াছি; কিন্তু পথিমধ্যে আমি আক্রান্ত হওয়ায় আমার ধারণা হইয়াছে, ব্যাপার অত্যন্ত গুরুতর ও জটিল। আমি বুঝিয়াছি, যে সময় আমি প্রাচীর পরীক্ষা করিতে-ছিলাম, সেই সময় কেহ কেহ গোপনে থাকিয়া আমার কাজ দেখিয়াছিল; এবং আমি রহস্য ভেদে কৃতকার্য্য হইতে পারি এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই তাহারা পথি-মধ্যে আমাকে আক্রমণ পূর্ব্বক হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তুমি নিশ্চয় জানিও সামান্য কারণে কেহ নরহত্যাব চেষ্টা করে না।”

স্মিথ বলিল, “কিন্তু আপনার আততায়ীরা যে তস্কর নহে, ইহা কিরূপে বুঝিব ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তাহা বুঝিবার জন্য অধিক বুদ্ধিব্যয়ের আবশ্যক নাই। সাধারণ তস্করেরা পরস্বাপহরণ করে, চুরি তাহাদের পেষা; কিন্তু আমার আততায়ীরা আমার কিছুই চুরি করে নাই। আমার ঘড়ি চেন পকেটেই আছে, পকেটে যে কিছু টাকা ছিল, তাহাও চুরি যায় নাই। আমাকে হত্যা করাই যে তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহারা সাধারণ ঘাতকের ন্যায় আমার হত্যার জন্য উৎসুক হয় নাই, তাহারা অন্য পন্থা অবলম্বন করিয়া-ছিল। তাহারা প্রথমে আমার মস্তকে গুরুতর আঘাত করিয়া আমাকে অজ্ঞান করে, এবং শীঘ্র যাহাতে আমার চেতনা-সঞ্চার না হয়, সেই জন্য কোন প্রকার উগ্র মাদক দ্রব্যে দীর্ঘকালের জন্য আমাকে অভিভূত করিয়াছিল; তাহার পর আমার সংজ্ঞাহীন দেহ রেলের লাইনের উপর রাখিয়া আসিয়াছিল। যে ভাবে আমাকে লাইনের উপর রাখিয়াছিল, তাহাতে বোধ হয় ট্রেণ আসিলে আমি কাটা পড়িতাম; পুলিসের লোকে মনে করিত আমি এই ভাবে আত্মহত্যা করিয়াছি। আমাকে হত্যা করিবার জন্য সামান্য কারণে তাহারা এসকল কাণ্ড করে নাই।”

স্মিথ বলিল, “আপনার কথা কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছি; রেলের

লাইনের উপর আপনাকে পতিত দেখিয়াছিলাম, কিন্তু আপনার হাত-পা বাঁধা ছিল না। প্রথমে ইহার কারণ বুঝিতে পারি নাই ; এখন বুঝিতেছি আপনি আত্মহত্যা করিয়াছেন, পুলিসের এইরূপ ধারণা উৎপাদনের জন্যই তাহারা আপনাকে অজ্ঞান করিয়া বন্ধনহীন ভাবে লাইনের উপর ফেলিয়া গিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমারও এইরূপ বিশ্বাস ; কিন্তু বস্তাটি আবিষ্কৃত হওয়ায় আমার ধারণা হইয়াছে—সার মর্টনের উইলের সহিত আমার প্রতি অত্যাচারের সম্বন্ধ আছে। সম্ভবতঃ ডিস্‌নে ও ফেরিস্ এই ষড়যন্ত্রের সহিত জড়িত আছে। ব্যাপার কি, ক্রমে জানিতে পারিব। আজ আমার শরীর বড় দুর্ব্বল ; রাত্রিটা এখানেই থাকিব। তৃণশয্যা বিলক্ষণ গরম, কোন অসুবিধা হইবে না ; কল্য প্রভাতে অনুসন্ধান আরম্ভ করিব।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সুপরিচ্ছন্ন গৃহে উত্তপ্ত তৃণশয্যা শীতপ্রধান দেশে অনেক সময় পরিশ্রান্ত ও বিপন্ন রাজ্যেশ্বরেরও প্রার্থনীয় ; মিঃ ব্লেক ত সাধারণ ব্যক্তি মাত্র। তিনি সেই কুটীরে সমস্ত রাত্রি গভীর নিদ্রায় অতিবাহিত করিলেন, বিন্দুমাত্র অসুবিধা বোধ করিলেন না। স্মিথ ও টাইগার তাহাদের প্রভুর সহিত সেই কুটীরেই রাত্রিযাপন করিল। সুনিদ্রায় মিঃ ব্লেকের অবসাদ ও ক্লান্তি দূর হইল। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ও সচ্ছন্দ বোধ করিলেন। স্মিথ পূর্ব্ব রাত্রে তাঁহার মস্তক ধৌত করিয়া দক্ষতার সহিত ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধিয়া দেওয়ায় এক রাত্রেই আঘাতজনিত বেদনা দূর হইয়াছিল। প্রভাতে সরলহৃদয় অতিথিপরায়ণ শ্রমজীবিরা মিঃ ব্লেকের জন্য কফি ও রুটি-মাখন আনিয়া দিল। তাহা আহার করিয়া তিনি ক্ষুন্নিবারণ করিলেন ; এবং স্বাভাবিক বল পুনঃ-প্রাপ্ত হইলেন।

ভোজন শেষ হইলে স্মিথ মিঃ ব্লেককে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন সর্ব্ব প্রথমে আমাদিগকে কি করিতে হইবে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সর্ব্বাগ্রে রাবিসের ঢিপিটা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে। আমার আততায়ীরা সেখানে বস্তাটা লুকাইয়া রাখিয়াছিল, সুতরাং তাহাদিগকে সেখানে নিশ্চয়ই কিছু কাল থাকিতে হইয়াছিল ; তাহাদের কোন জিনিস-পত্র সেখানে ফেলিয়া গিয়াছে কি না, তাহাদিগকে চিনিতে পারা যায় এরূপ কোন নিদর্শন সেখানে আছে কি না, প্রথমেই তাহা দেখা আবশ্যক।"

অনন্তর মিঃ ব্লেক, স্মিথ ও টাইগারকে সঙ্গে লইয়া খোয়া ও রাবিসের স্তূপের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে অনেকগুলি পদচিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল ; কিন্তু ইটের কারিগরেরা ও স্মিথ পূর্ব্বরাত্রে সেই স্থানে যাতায়াত

করায় সেই সকল পদচিহ্নের সাহায্যে কোন নূতন তথ্য সংগৃহীত হইবার উপায় ছিল না।

যাহা হউক, মিঃ ব্লেক সেইস্থান হইতে কিছু দূরে গমন করিয়া, যে স্থানে ইট প্রস্তুতের জন্য কাদা করা হয় সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন; তিনি সেখানেও কতকগুলি পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। তাহা ইটের কারিগরগণের পদচিহ্ন বলিয়াই বোধ হইল; কিন্তু তিনি অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন, সেখানে অন্য লোকেরও পদচিহ্ন ছিল। তিনি সেই সকল চিহ্নের মাপ লইলেন!

এই অনুসন্ধানের ফল আশাপ্রদ না হওয়ায় মিঃ ব্লেক কিঞ্চিৎ নিরুৎসাহ হইলেন। তিনি ক্ষুণ্নমনে সেই স্থান হইতে প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় স্মিথের বিস্ময়সূচক কণ্ঠস্বরে তাঁহার দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্মিথ! তুমি নূতন কিছু পাইয়াছ না কি?"

স্মিথ সোৎসাহ বলিল, "হাঁ কর্ত্তা, একটা বোতাম পাইয়াছি; সবুজ বোতাম, অত্যন্ত বড়, বোধ হইতেছে কাহারও কোটের বোতাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সবুজ রংএর বোতাম? এ রংএর বোতাম ত সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না! বোতামটা দেখি।"

মিঃ ব্লেক কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া স্মিথের হাত হইতে বোতামটি লইলেন; তাহার পর বোতামটি পরীক্ষা বলিলেন, "বোতামের উপর কি লেখা আছে; বোতামটা কাদামাখা বলিয়া অক্ষরগুলি পড়িতে পারিতেছি না, কিন্তু বোধ হয় দর্জ্জির নাম লেখা আছে; বোতামটা ধুইয়া দেখিতে হইতেছে।"

নিকটেই একটি চৌবাচ্চা ছিল, মিঃ ব্লেক কর্দমাক্ত বোতামটি চৌবাচ্চার জলে ধৌত করিয়া বোতামের অক্ষরগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "স্মিথ! তোমার আবিষ্কার ফলপ্রদ হইবে বলিয়াই আশা হইতেছে; বোতামে কি লেখা আছে পড়িয়া দেখ।"

স্মিথ বোতামটি হাতে লইয়া পাঠ করিল, "রাউলি এণ্ড সন্, পরিচ্ছদ নির্ম্মিতা, টল্ ভার্টন।"—সে বলিল, "কর্ত্তা, বোতামে দর্জ্জির নাম লেখা আছে বটে; কিন্তু ইহা জানিয়া আমাদের কি লাভ হইবে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লাভালাভের কথা পরে, অগ্রে এই দর্জ্জির দোকানে গিয়া দুই একটি কথা ত জিজ্ঞাসা করি; কোন্ কথায় কোন্ রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে, তাহা কে বলিতে পারে? আমি জানি শ্ল্যাগ্‌ফীল্ড নগরে সার মর্টনের প্রকাণ্ড লোহার কারখানা আছে। সহস্রাধিক ব্যক্তি সেই কারখানায় কাজ করে। টল্ ভার্টন এই নগরের সন্নিকটস্থ আর একটি নগর; আমরা আজই টল্ ভার্টনে উপস্থিত হইয়া রাউলি এণ্ড সনের সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

ষ্টাফোর্ড সায়ার নামক জেলার টল্ ভার্টন নগর অবস্থিত; সেখানে একটি রেল-ষ্টেশন ছিল। এ লাইনে সমারসেট্ সায়ার হইতে যাইতে হইলে অনেক ঘুরিয়া যাইতে হয়, এবং অনেকগুলি জংসন-ষ্টেশনে নামাউঠা করিতে হয়; ট্রেণ ধরিবার জন্য প্রত্যেক জংসন-ষ্টেশনে দুই এক ঘণ্টা অপেক্ষাও করিতে হয়।—এই সকল অসুবিধা সহ্য করিয়া মিঃ ব্লেক, স্মিথ সহ সেই দিন অপরাহ্নে টল্ ভার্টন নগরে উপস্থিত হইলেন।

তাঁহারা ট্রেণ হইতে নামিয়া ষ্টেশনের বাহিরে আসিলেন, এবং নগরের সর্ব্বপ্রধান রাজপথ দিয়া নগরমধ্যে অগ্রসর হইলেন। রাউলি এণ্ড সনের দোকান কোন্ রাস্তায় অবস্থিত তাহা তাঁহারা ডাইরেক্টারি দেখিয়া পূর্ব্বেই জানিয়া লইয়াছিলেন; তাঁহারা উভয়েই পথের উভয়পার্শ্বস্থ দোকানগুলি দেখিতে দেখিতে চলিতে লাগিলেন।

তাঁহারা কয়েক শত গজ অগ্রসর হইলে, স্মিথ একটি দোকানের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, "ঐ দেখুন কর্ত্তা, রাউলি এণ্ড সনের দোকান! প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড। নিতান্ত ফক্‌রে দর্জ্জি নহে, রীতিমত খলিফা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "চল, দোকানে ঢুকিয়া পড়া যাক্।"

দর্জ্জিরা পিতাপুত্রে এই দোকান চালাইত; দোকানের বড় কর্ত্তা বুড়া রাউলি ও তাহার পুত্র—উভয়ের একজন সর্ব্বদাই দোকানে থাকিত। মিঃ ব্লেক যে সময় দোকানে প্রবেশ করিলেন, তখন ছোট রাউলি দোকানে ছিল। মিঃ ব্লেক ও স্মিথকে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি তাঁহাদের সম্মুখে আসিল, এবং

সহাস্যে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া পকেট হইতে ফিতার গজ বাহির করিল; তাহার পর সবিনয়ে বলিল, "নমস্কার! আপনাদের অর্ডার কি ?"

মিঃ ব্লেক বুঝিলেন সে তাঁহাদিগকে পরিচ্ছদ-ক্রেতা মনে করিয়াছে, কিন্তু তাঁহারা তাহার আশা পূর্ণ করিবার জন্য দোকানে প্রবেশ করেন নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে সেই সবুজ বোতামটি বাহির করিয়া বলিলেন, "এ বোতাম বোধ হয় আপনাদের দোকানের ?"

ছোট রাউলি বোতামটি হাতে লইয়া সগর্ব্বে বলিল, "নিশ্চয়ই ইহা আমাদের দোকানের বোতাম; ইহাতে আমাদের ফারমের নাম লেখা রহিয়াছে দেখিতেছেন না? কিন্তু এই বোতাম আমরা কতদিন পূর্ব্বে পোষাকে ব্যবহার করিয়াছিলাম, তাহা আমি বলিতে পারিব না; আমি দোকানের কাজে যোগ দিবার পূর্ব্বে কর্ত্তা বোধ হয় এই সকল বোতাম চালাইতেন। এরকম বোতাম এখন অচল, এখন আর ইহার ফ্যাসান নাই। প্রতিদিনই ফ্যাসানের পরিবর্ত্তন হইতেছে! আমরা দোকানে যে সকল মাল রাখি, তাহা সমস্তই হাল ফ্যাসানের; সাবেক ফ্যাসানের কোন পোষাক আমাদের এখানে পাইবেন না। যে মালের কাটতি নাই তাহা দোকানে রাখিয়া লাভ কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার কথা সত্য, যাহাতে লাভ নাই তাহা আপনারা কেন রাখিবেন? কিন্তু আপনি কি বলিতে পারেন, এই বোতাম কাহার পরিচ্ছদে ব্যবহৃত হইয়াছিল ?"

দোকানদার বলিল, "না মহাশয়, তাহা বলিতে পারিব না। আমি ত আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই সকল অচল জিনিসের যখন চলন ছিল, তখন আমি দোকানের কাজে ভর্ত্তি হই নাই; তবে যদি আপনি ইহা জানিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, আমি অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছি; ইহা জানিতেই হইবে।"

দোকানদার বলিল, "তাহা হইলে আপনারা কয়েক মিনিট অপেক্ষা করুন,

আমি আমার পিতাকে ডাকিয়া আনি ; তিনি বোধ হয় আপনার কৌতূহল দূর করিতে পারিবেন।"—যুবক দোকানের বাহিরে গেল। তিন চারি মিনিট পরে দোকানের বড় কর্ত্তা বৃদ্ধ রাউলি পুত্রসহ দোকানে প্রবেশ করিয়া, তাহার চশমার ভিতর দিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বোতামটি হাতে লইল; এবং পাকা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তাহা পরীক্ষা করিতে লাগিল।"

বৃদ্ধ রাউলি বোতামটি পরীক্ষা করিয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, "হাঁ, এ বোতাম আমার কারখানারই বটে, কিন্তু বহুদিনের পুরাতন বোতাম ; পনের বৎসর পূর্ব্বে এই বোতাম ব্যবহৃত হইয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ঠিক পনের বৎসর পূর্ব্বে ইহা ব্যবহৃত হইয়াছিল, একথা আপনার কিরূপে স্মরণ হইল? দুই এক বৎসরের কথা, বিশেষতঃ, এরূপ সামান্য ঘটনার কথা প্রায়ই স্মরণ থাকে না।"

বৃদ্ধ বলিল, "হাঁ মহাশয়, দীর্ঘকালের কথা হইলেও ইহা স্মরণ থাকিবার কারণ আছে। আজ ঠিক পনের বৎসর আমি পরলোকগত সার মর্টন প্যারো-বির পারিবারিক পোষাক সরবরাহের কার্য্য ছাড়িয়া দিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তবে কি আপনি বলিতে চাহেন সার মর্টন প্যারোবির আদেশানুসারে তাঁহাকে যে পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতেই এই বোতাম ব্যবহৃত হইয়াছিল?"

বৃদ্ধ দোকানদার বলিল, "হাঁ মহাশয়, সার মর্টনের আর্দ্দালির কোটে এই বোতাম ব্যবহৃত হইয়াছিল। তাঁহার পরিবারস্থ পরিচারকগণের পরিচ্ছদের বর্ণ সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তাঁহার আদেশ ছিল, পরিচারকদের পরিচ্ছদ গাঢ় পীতবর্ণের কাপড়ে নির্ম্মিত হওয়া আবশ্যক, কিন্তু তাহার ধারে ধারে গাঢ় লাল সূক্ষ্ম ফিতা ব্যবহার করিতে হইত। আমার বেশ স্মরণ আছে—তাঁহার একটি আর্দ্দালি ছিল, তাহার নাম বার্ণেস্, তাহারই জন্য সেই পোষাকটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। সবুজবর্ণের বোতাম সর্ব্বদা পাওয়া যায় না ; কিন্তু পরিচ্ছদের বর্ণের সহিত বোতামের বর্ণের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য সার মর্টন জিদ্

করায় বোতামের কারখানায় অর্ডার দিয়া আমাকে এইরূপ বোতাম প্রস্তুত করাইতে হইয়াছিল।”

দোকানদারের কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক অর্থসূচক দৃষ্টিতে স্মিথের মুখের দিকে চাহিলেন; তাহার পর দোকানদারকে বলিলেন, “আপনি বলিতেছেন বার্ণেস্ নামক আর্দ্দালির জন্য এই পোষাক প্রস্তুত হইয়াছিল; সেই আর্দ্দালিটি এখনও কি সার মর্টনের পরিবারে চাকরী করে?”

দোকানদার বলিল, “না মহাশয়, দশবৎসর হইল তাহার মৃত্যু হইয়াছে; সার মর্টনের চাকরী করিতে করিতেই তাহার মৃত্যু হয়। সার মর্টন তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন; আর্দ্দালির মৃত্যুর পর তিনি বিস্তর ধূমধাম করিয়া তাঁহার প্রিয় ভৃত্যের গোর দিয়াছিলেন।”

মিঃ ব্লেক বৃদ্ধ রাউলিকে আরও দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া স্মিথের সহিত দোকান ত্যাগ করিলেন।

পথে আসিয়া স্মিথ বলিল, “এই বোতামটি যে কোন ভৃত্যের পরিচ্ছদের বোতাম, আপনার এই অনুমান যথার্থ বটে; কিন্তু পনের বৎসর পূর্ব্বে বার্ণেসের জন্য এই পোষাকটা প্রস্তুত হইয়াছিল। দশ বৎসর হইল বার্ণেস্ পটল তুলিয়াছে; এ অবস্থায় একযুগ পূর্ব্বের এই বোতামটার সাহায্যে কি রহস্যভেদ হইবে, তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “শীঘ্রই তাহা বুঝিতে পারিবে; তুমি বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছ যে, পোষাকের অপেক্ষা বোতাম দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকে। পোষাক দুই চারি বৎসরের মধ্যে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু সেই পোষাকের বোতাম সাবধানে রাখিলে বহুকাল থাকে। তুমি বোধ হয় জান না, প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বোতামের এক একটি থলি থাকে; সুতরাং সার মর্টনের গৃহেও বোতাম রাখিবার একটি থলি আছে। আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, যে ব্যক্তি সমারসেটের ইটের কারখানায় এই বোতামটি ফেলিয়া গিয়াছিল, সে নিশ্চয়ই ষ্টাফোর্ডসায়ারে সার মর্টনের গৃহস্থিত বোতামের থলিটা কোন-না-কোন উপায়ে হাতে পাইয়াছিল।”

স্মিথ বলিল, "কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার একথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সার মর্টনের কোন ভৃত্যের কোটের বোতাম ছিঁড়িয়া যাওয়ায় সে অল্প দিন পূর্ব্বে এই বোতামটি সংগ্রহ করিয়া তাহার কোটে লাগাইয়াছিল।"

স্মিথ বলিল "তবে কি আপনি বলিতে চান, সার মর্টনের মোটরচালক ফেরিস্ কিংবা তাঁহার পরিচারক ডিস্‌নে এই কাজ করিয়াছিল ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, উহাদেরই একজন তাহার কোটে এই পুরাতন বোতামটি নিশ্চয়ই সেলাই করিয়া লইয়াছিল। ব্যাপার যাহাই হউক, তাহাদের প্রতি আমাদিগকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমার বোধ হইতেছে তাহাদের সহিত আলাপ করিবারও সুযোগের অভাব হইবে না, সার মর্টনের বাসস্থান গ্রে-বর্ণ পার্ক এখান হইতে অধিক দূর নহে; বিশেষতঃ ব্যারিষ্টার মিঃ জেভিটের কার্য্যক্ষেত্র ষ্ট্যাগ্‌ফিল্ডও অদূরে অবস্থিত। আমি প্রথমে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, কতদূর কি সন্ধান পাইয়াছি তাহা তাঁহার গোচর করিব।"

সেই স্থান হইতে আর দুইটি মাত্র ষ্টেশন অতিক্রম করিলেই মিঃ জেভিটের গৃহে উপস্থিত হওয়া যায়। মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া মিঃ জেভিটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। যে সময় তিনি মিঃ জেভিটের আফিসে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার আফিসের কাজ প্রায় শেষ হইয়াছিল। মিঃ জেভিট ব্লেককে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলেন। মিঃ জেভিটের বাড়ীতেই তাঁহার আফিস; তিনি আফিসে বসিয়া মিঃ ব্লেকের সহিত দুই একটি কথা কহিবার পর চা পানের জন্য মিঃ ব্লেককে তাঁহার দ্বিতলস্থ ভোজন-কক্ষে লইয়া চলিলেন।

চা পান করিতে করিতে উভয়ের গল্প চলিতে লাগিল; কিন্তু মিঃ ব্লেক লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, বৃদ্ধ ব্যারিষ্টার তাঁহার সহিত কথা কহিতে কহিতে মধ্যে মধ্যে অন্যমনস্ক হইতেছেন; যেন তাঁহার মন কি উৎকণ্ঠায় আচ্ছন্ন হইয়া আছে।

মিঃ ব্লেক হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাকে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত বোধ হইতেছে না ?"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "হাঁ, আমার বড় দুশ্চিন্তা হইয়াছে ; আমি যে জন্য লণ্ডনে তোমার সহিত পরামর্শ করিতে গিয়াছিলাম, তাহাই আমার উৎকণ্ঠার প্রধান কারণ।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নূতন কোনও কাণ্ড ঘটিয়াছে না কি ?"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "হাঁ, আজই একটা কাণ্ড ঘটিয়াছে। আজ রাল্ফ রাইক্স অর্থাৎ সার মর্টনের ভাগিনেয় ও নূতন উইলঅনুসারে তাঁহার সমগ্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী—আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল। সে সার মর্টনের বাসগৃহ গ্রে-বর্ণ পার্কে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং তাহার মাতুলের শেষ উইল অনুসারে এই সুবিস্তীর্ণ অট্টালিকাটি তাহার নিজের সম্পত্তি বলিয়া মনে করিতেছে। কেবল তাহাই নহে, সে এক নোটীস্ জারী করিয়া আমাকে জানাইয়াছে, উইলসূত্রে প্রাপ্ত সমগ্র স্থাবর সম্পত্তির সে যথেচ্ছা ব্যবহার করিবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কি গ্রে-বর্ণপার্ক বিক্রয় করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে ?"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "না ! এই সুবৃহৎ অট্টালিকা ও ইহার সংলগ্ন জমি-জমা বাগান প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট সম্পত্তি। এ সম্পত্তি সে হস্তান্তর করিতে ইচ্ছুক নহে ; কিন্তু সার মর্টনের সুবৃহৎ লোহার কারখানা—যাহার কল্যাণে তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহা সে জলের দরে বিক্রয় করিয়া নগদ টাকা সংগ্রহ করিবে—এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে ; এমন কি, ইতিমধ্যেই সে একটি ধনাঢ্য কোম্পানির সহিত এই সম্পত্তির দর দাম স্থির করিতেছে।"

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, "বটে ! কিন্তু ইহা কি সে হঠাৎ বিক্রয় করিতে পারে ?"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "যদি আমি সার মর্টনের শেষ উইল রদ্ করাইতে না পারি, তাহা হইলে সে-ই ত এ সকলের মালিক ; তখন তাহার কার্য্যে কে বাধা দিবে ? সে অনায়াসেই এই সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারিবে। কিন্তু

সার মর্টন তাঁহার একমাত্র পুত্র সিসিল ও ভ্রাতুষ্পুত্রী নীনার অনুকূলে প্রথমে যে উইল করিয়াছিলেন, সেই উইলে তিনি আমাকেই একজিকিউটার নিযুক্ত করেন; অথচ তাঁহার শেষ উইলে কাহাকেও একজিকিউটার করা হয় নাই। সুতরাং শেষ উইল রদ্ না হইলে, সে সার মর্টনের সম্পত্তি লইয়া যাহা খুসী করিতে পারিবে; তাহার কার্য্যে বাধা দিই বা আপত্তি করি, এরূপ আমার কোন অধিকার নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যদি কোন একজিকিউটার নিযুক্ত না হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি উইলানুসারে সম্পত্তি পাইয়াছে, সে কি সম্পত্তি লইয়া যাহা খুসী করিতে পারে?"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "সার মর্টনের শেষ উইলখানি যেভাবে সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া প্রোবেট্ আদালত সম্ভবতঃ এই আদেশ দিবেন যে, রাল্‌ফ রাইক্সকে কোনরূপ সর্ত্তের অধীন না করিয়া এই সম্পত্তি তাহাকে দান করা হইয়াছে, সুতরাং উইলকর্ত্তার এইরূপই অভিপ্রায় ছিল যে, রাল্‌ফ রাইক্স স্বয়ং এই সম্পত্তির একজিকিউটার স্বরূপ কার্য্য করিবে। তখন সে যাহা খুসী, তাহাই করিবে। সে যে সর্ব্বনাশ করিবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু সে যাহাই করুক, আপনার সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কাজ করিতে সাহস করিবে কি? সার মর্টনের সম্পত্তি সম্বন্ধে আপনি যেরূপ ওয়াকিব হাল্ আছেন, অন্য কেহই সেরূপ নাই।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "সে কথা সত্য; কোথায় কি আছে না আছে, তাহার কিছুই সে জানে না। সুতরাং আমাকে অগ্রাহ্য করিয়া কোন কাজ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। এই জন্যই আমার মনে হইতেছে, আমি চেষ্টা করিলে কিছুকাল তাহার যথেচ্ছাচারে বাধা দিতে পারি। অন্ততঃ, এই বিপুল সম্পত্তি লইয়া সে যে ছেলেখেলা করিবে, আপাততঃ তাহার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, আমি দীর্ঘকাল তাহার কার্য্যে বাধা দিতে পারিব না। রাল্‌ফ রাইক্স আমাকে দু'চক্ষে দেখিতে পারে না, কোনদিনও আমার প্রতি

তাহার শ্রদ্ধা ছিল না; কারণ আমি কখনও তাহাকে প্রীতির চক্ষে দেখি নাই, বা তাহার কোন বদ্-খেয়ালের সমর্থন করি নাই। আমার বিশ্বাস, উইলের প্রোবেট্ লওয়া হইলেই সে কোন ছলে আমার সহিত বিবাদ করিয়া অন্য কাহাকেও আম্-মোক্তার নিযুক্ত করিবে, এবং কিছু দিনের মধ্যেই আমার সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সেইজন্যই আমার মনে হয় উইলের প্রোবেট্ গ্রহণে যতখানি বাধা দিতে পারা যায় তোমার তাহা চেষ্টা করা উচিত; অন্ততঃ, যে পর্য্যন্ত আমার তদন্ত শেষ না হয়, ততদিন বিলম্ব করিতেই হইবে।”

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, “তুমি কি আশা কর তদন্ত দ্বারা সার মর্টনের শেষ উইলের কোনও গলদ্ বাহির করিতে পারিবে? আমি যে সময় লণ্ডনে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করি, সেই সময় আমার বিশ্বাস হইয়াছিল উইল যাহাতে রদ্ হইতে পারে এরূপ কোন ব্যবস্থা তুমি করিতে পারিবে; বস্তুতঃ এই উদ্দেশ্যেই আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। কিন্তু তোমার সহিত সাক্ষাতের পর আমি এই উইল সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি যে, প্রোবেট্ আদালতে উহার রদের কোনও আশা নাই; কারণ উইলখানি সম্পূর্ণ বৈধভাবে সম্পাদিত হইয়াছে; তাহা যে অকৃত্রিম ইহা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে। আমি স্বীকার করি, এই শেষ উইলে সিসিল ও নীনার প্রতি ঘোর অবিচার করা হইয়াছে; কিন্তু প্রোবেট্ আদালত তাহা ত দেখিবেন না, উইল অকৃত্রিম কি না তাহাই বিচার করিবেন; সুতরাং উইল রদের কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না।”

মিঃ জেভিট্ এই কথা বলিয়া সবিষাদে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

জেভিট্‌কে এইরূপ ভগ্নোৎসাহ দেখিয়া মিঃ ব্লেক তাঁহাকে বলিলেন, “তুমি যখন প্রথমে আমার সহিত এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য লণ্ডনে গিয়াছিলে, সে সময় আমারও ধারণা হইয়াছিল সার মর্টনের শেষ উইল অকাট্য, তাহা রদ্ করিবার কোন উপায় নাই; আমি বুঝিয়াছিলাম, উইলখানি সম্পূর্ণ

বৈধভাবেই সম্পাদিত হইয়াছে; কিন্তু এখন আমার সেই ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।"

মিঃ জেভিট্‌ সোৎসাহে বলিলেন, "সত্য না কি? কি কারণে তোমার সেই ধারণা পরিবর্ত্তিত হইল?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেই কথাই তোমাকে বলিতে আসিয়াছি। তুমি আমার সকল কথা মন দিয়া শুনিলেই বুঝিতে পারিবে, আমার পূর্ব্ব-ধারণার পরিবর্ত্তনের যথেষ্ট কারণ আছে কি না।"

অনন্তর মিঃ ব্লেক আদ্যোপান্ত সকল কথা সবিস্তার মিঃ জেভিটের গোচর করিলেন; একটি কথাও গোপন করিলেন না, বা অতিরঞ্জিত করিয়া বলিলেন না।

মিঃ জেভিট্‌ সানন্দে অভিনিবেশ সহকারে সেই অদ্ভুত কাহিনী শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "বড়ই আশ্চর্য্য কথা বটে! হাঁ, অত্যন্ত আশ্চর্য্য কথা; কিন্তু আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে, আমি এই রহস্যের প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিলাম না। হোটেলের যে কক্ষে সার মর্টনের মৃত্যু হয়, সেই কক্ষের বাতায়নের নিম্নস্থিত কার্নিসের বালি কিয়দংশ খসিয়া গিয়াছিল, ও প্রাচীরের রং উঠিয়া গিয়াছিল বলিলে, এবং তোমার অনুমান, কেহ একটা বস্তা সেই বাতায়ন-পথে কক্ষের ভিতর টানিয়া তুলিয়াছিল; কিন্তু সার মর্টনের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে অন্যের অলক্ষ্যে সেই কক্ষে সেরূপ ভারী বস্তা টানিয়া তুলিবার কোনও কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না; তাহা কোন প্রকার ষড়যন্ত্রের ফল বলিয়াও সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না। অবশ্য সন্দেহের কারণ থাকিত—যদি ডাক্তার ফালিষ্টার সার মর্টনের মৃত্যু স্বাভাবিক বলিয়া দৃঢ়তার সহিত নির্দ্দেশ না করিত; বিশেষতঃ, ব্যারিষ্টার মিঃ হুইট্‌ল্‌ সার মর্টনের মৃত্যুর কয়েক মিনিট পূর্ব্বে তাঁহাকে রোগশয্যায় শায়িত দেখিয়াছিলেন, এবং তাঁহার আদেশেই উইলের খস্‌ড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এ অবস্থায় কাহাকে সন্দেহ করিব, কি সন্দেহই বা করিব?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই রহস্য যে অত্যন্ত দুর্বোধ্য, এ কথা স্বীকার করিতেই

হইবে; তথাপি কতকগুলি ব্যাপার দেখিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে, ভিতরে কোনরূপ ষড়যন্ত্র আছে। তুমি লক্ষ্য করিয়া থাকিবে, সার মর্টনের মৃত্যু-কালে ডিস্‌নে ও ফেরিস্ হোটেলের সকল লোককেই স্থানান্তরে প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছিল; সে সময় তাহারা দুইজন ব্যতীত অন্য কোন লোক হোটেলে ছিল না। তাহার পর আরও বিচিত্র ব্যাপার এই যে, সার মর্টনের মৃত্যুর পর পনের মিনিট যাইতে না যাইতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শক্ত হইয়া গেল; ইহা অত্যন্ত বিস্ময়কর কাণ্ড! এরূপ ঘটনা কদাচিৎ সম্ভব নহে; কোন মনুষ্যেরই মৃত্যুর পর পনের মিনিটের মধ্যে তাহার মাংসপেশী শক্ত হইতে দেখা যায় না।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "এ কথা সম্পূর্ণ সত্য; কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে কে কিরূপ ষড়যন্ত্রের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এবং কোন প্রকার কূট কৌশল কি প্রকারেই বা সম্ভব, তাহাও আমার কল্পনার অতীত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপাততঃ আমি এ সম্বন্ধে তোমাকে কিছুই বলিতে পারিতেছি না।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "তুমি ভাবিয়া দেখ; যদি সন্দেহের কোন কারণ আবিষ্কার করিতে পার, তাহা হইলে তাহা আমাকে বলিও; কিন্তু ডিস্‌নে ও ফেরিস্‌কে সন্দেহ করিবার বিশেষ কোন কারণ আছে কি? সার মর্টনের শেষ উইলখানি যেভাবে সম্পাদিত হইয়াছে, তাহাতে ফেরিস্ ও ডিস্‌নে লাভ-বান হওয়া দূরে থাক্, যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্তই হইয়াছে। প্রথম উইলে সার মর্টন তাহাদের যে বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, শেষ উইলে সেই বৃত্তির পরিমাণ হ্রাস করা হইয়াছে। যদি তাহাদের ষড়যন্ত্রে শেষ উইলখানি সম্পা-দিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, তাহারা নিজের ক্ষতির জন্যই ষড়যন্ত্র করিয়াছিল; ইহা কদাচ সম্ভবপর নহে। তাহারা কোনও গর্হিত কাজ করিয়া থাকিলে লাভের জন্যই তাহা করিয়াছে, ক্ষতির জন্য করে নাই; কথাটা এতই সহজ যে, ইহা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হইবে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার এই যুক্তি আমি অস্বীকার করি না, প্রথম দৃষ্টিতে এই যুক্তি অকাট্য বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে ; কিন্তু পারিপার্শ্বিক ঘটনা-চক্র দ্বারা বিচার করিলে তোমার যুক্তি অখণ্ডনীয় মনে হয় না। যদি ভিতরে কোন ষড়যন্ত্র না থাকিবে, তাহা হইলে আমি পথিমধ্যে হঠাৎ আক্রান্ত হইলাম কেন? আমাকে হত্যা করিবার জন্যই বা কি কারণে চেষ্টা হইয়াছিল? তাহার পর, বস্তাটির কথা চিন্তা কর; যে বস্তায় কোন ভারী জিনিস পুরিয়া রোবকের হোটেলের বাতায়ন-পথে সার মর্টনের শয়ন-কক্ষে টানিয়া তোলা হইয়াছিল বলিয়া আমার বিশ্বাস, সেই বস্তাতেই আমাকে পুরিয়া রেলপথের উপর রাখিয়া আসিবার কারণ কি?"

মিঃ জেভিট্ কয়েক মিনিট চিন্তা করিয়া বলিলেন,"আমাকে একথা জিজ্ঞাসা করিও না, আমি কোন কার্য্যের সহিত কোন কার্য্যের সামঞ্জস্য দেখিতে পাই-তেছি না ; যে সকল প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে,তাহা সকলই পরস্পরের বিরোধী। আমার দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় এরূপ অদ্ভুত ও জটিল ব্যাপার আর কখনও সংঘটিত হয় নাই। ইহা আমার ধারণার অতীত ; কিন্তু আমি আশা করি, এই জটিল রহস্যভেদ তোমার সাধ্যাতীত হইবে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি ত এইরূপই আশা করি। আমি যে সামান্য রহস্য-সূত্র আবিষ্কার করিয়াছি, তাহারই সাহায্যে এই দুর্ভেদ্য রহস্যভেদের চেষ্টা করিব ; কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে আগামী কল্যই যাহাতে সার মর্টনের গ্রে-বর্ণ পার্কস্থিত গৃহে উপস্থিত হইয়া বাড়ীটি ভাল করিয়া দেখিতে পারি, তুমি তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিবে কি?"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "এ আর কঠিন কথা কি? অনায়াসেই এই ব্যবস্থা হইতে পারে। সিসিল প্যারোবি যদিও আপাততঃ সেখানে নাই, কিন্তু সার মর্টনের ভ্রাতুষ্পুত্রী নীনা সেখানে আছে ; আমার বিশ্বাস নীনা আহ্লাদের সহিত তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "রাল্‌ফ রাইক্স কিম্বা ডিস্‌নে ও ফেরিস্ সে সময় সেখানে থাকিবে কি?"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন "তাহা ঠিক বলিতে পারি না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহারা সেখানে থাকিলে ক্ষতি নাই, তবে যাহাতে তাহারা আমাকে চিনিতে না পারে বা আমাকে সন্দেহ না করে,—তাহার ব্যবস্থা করিয়া সেখানে যাইতে হইবে। আমি মনে করিতেছি ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া তোমার সহিত সেখানে উপস্থিত হইব এবং ছদ্মনামে আত্মপরিচয় দিব; কাহাকেও কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ দিব না। আর এক কথা,—সার মর্টনের স্ত্রী লেডী প্যারোবি বোধ হয় জীবিতা নাই?"

মিঃ জেভিট বলিলেন, "না, বহুদিন পূর্ব্বেই লেডী প্যারোবির মৃত্যু হইয়াছে। সার মর্টন বিপত্নীক ছিলেন। লেডী প্যারোবীর মৃত্যুর পর মিসেস্ ওয়েল্স্ নাম্নী একটি রমণীর হস্তে সার মর্টনের গৃহস্থালীর ভার অর্পিত হইয়াছিল; মিসেস্ ওয়েল্স্ই গৃহস্থালীর শৃঙ্খলা সম্পাদন করিত। প্রকৃত প্রস্তাবে সে-ই এখন গৃহকর্ত্রী। মিসেস্ ওয়েল্স্ পাচিকারূপে প্রথমে এই সংসারে প্রবেশ করে; কিন্তু সে কিছুকাল মধ্যে এরূপ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করে যে, সার মর্টন তাঁহার পত্নীর মৃত্যুর পর তাহার হস্তেই সংসারের সকল ভার সমর্পণ করেন। মিসেস্ ওয়েল্স্ এখন প্রাচীন হইয়াছে। তাহার চরিত্র-গুণে পরিবারস্থ সকলেই তাহাকে মান্য করে, ও তাহার অনুগত হইয়া চলে। নীনাকে সে কন্যার ন্যায় স্নেহ করে। নীনা অল্পবয়সে মাতৃহীনা হইয়া এই বাড়ীতেই বাস করিতেছে। সার মর্টন মিসেস্ ওয়েল্সের হস্তেই তাহার প্রতিপালন-ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। নীনাও তাহাকে জননীর ন্যায় শ্রদ্ধা করে। সার মর্টনের পুত্র সিসিল গ্রে-বর্ণের বাড়ীতেই বাস করিত; কিন্তু সে তাহার পিতার লোহার কারখানার কার্য্যভার গ্রহণ করিলে, তাহাকে বাড়ী ছাড়িয়া শ্ল্যাগ্ফিল্ডের কারখানায় আসিয়া বাস করিতে হইতেছে; কিন্তু তাহার পিতার মৃত্যুর পর সে কার্য্যানুরোধে বাথে গিয়াছে, বোধ হয় শীঘ্রই গৃহে প্রত্যা-গমন করিবে।"

মিঃ জেভিটের কথা শেষ হইলে তাঁহার একটি পরিচারিকা সেই কক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিল, "মহাশয়! মিঃ সিসিল প্যারোবি আপনার সহিত

সাক্ষাতের জন্য নীচে অপেক্ষা করিতেছেন ; তিনি আপনাকে বলিতে বলিলেন, একটা জরুরী কাজের জন্য তিনি দেখা করিতে আসিয়াছেন।"

মিঃ জেভিট্ এই কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেককে নিম্নস্বরে কয়েকটি কথা বলিলেন ; তাহার পর পরিচারিকাকে বলিলেন, "সিসিলকে সঙ্গে করিয়া এখানে আন।"

এক মিনিট পরে সিসিল প্যারোবি সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন ; পরিচারিকা তাঁহাকে দ্বারপ্রান্তে রাখিয়া প্রস্থান করিয়াছিল। মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আগন্তুক যুবকের মুখের দিকে চাহিলেন। সিসিল শোকচিহ্নস্বরূপ কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে মণ্ডিত হইয়া আসিয়াছিলেন। মিঃ ব্লেক তাঁহার মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, যুবক পিতৃশোকে অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন ; কিন্তু এই কাতরতা ব্যতীত তিনি সিসিলের চক্ষুতে ও মুখমণ্ডলে উদ্বেগের চিহ্নও সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন।

মিঃ জেভিট্ও তাঁহার এই উদ্বেগবিচলিত ভাব লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু ব্যাপার কি তাহা অনুমান করিতে পারিলেন না ; তিনি চেয়ার হইতে উঠিয়া সাদরে সিসিলের করমর্দ্দন করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মিঃ জেভিট্ সিসিলের মুখের দিকে চাহিয়া সস্নেহে বলিলেন,"সিসিল, তোমাকে বড় উৎকণ্ঠিত বোধ হইতেছে; শোকের উপর তোমার মুখে উদ্বেগের ছায়া দেখিতেছি, ইহার কারণ কি ?"

সিসিল উত্তেজিতভাবে বলিলেন, "রাল্‌ফ রাইক্সই আমার এই মর্ম্মবেদনার কারণ। আপনি ত জানেন সে চিরদিনই আমার প্রতি বিরূপ; কিন্তু আজ তাহার সহিত আমার দেখা হইলে সে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তাহাতে মরা মানুষেরও রাগ হয়! আমি সেই কথা বলিতেই আপনার নিকট—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সিসিল সঙ্কুচিতভাবে মিঃ ব্লেকের দিকে চাহিয়া হঠাৎ নীরব হইলেন; মিঃ ব্লেক যে একপাশে বসিয়া আছেন, ইহা সিসিল প্রথমে দেখিতে পান নাই।

সিসিলকে কুণ্ঠিত দেখিয়া মিঃ জেভিট্ বলিলেন,"সিসিল! তোমার সঙ্কোচের আবশ্যক নাই; তুমি যাঁহাকে দেখিয়া সঙ্কোচ বোধ করিতেছ উঁহার নাম মিঃ ফ্রায়ার্স, উনি আমার বাল্যবন্ধু। তোমার যাহা কিছু বলিবার আছে তাহা উঁহার সাক্ষাতে অসঙ্কোচে বলিতে পার; উনি আমাদের ঘরের কথা সকলই জানেন।"

সিসিল মিঃ ব্লেককে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহার করমর্দ্দন করিলেন। জ্ঞান হইবার পর হইতেই সিসিল মিঃ জেভিট্‌কে তাঁহার পিতৃবন্ধু বলিয়াই জানিয়া আসিয়াছেন; তিনি তাঁহাকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি ও বিশ্বাস করিতেন, এবং তাঁহার কথা গুরুবাক্যের ন্যায় অবশ্যপালনীয় মনে করিতেন।

মিঃ জেভিটের কথা শুনিয়া সিসিল সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আপনাকে সকল কথা বলিব বলিয়াই আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি। আমি আজ অপরাহ্নে বাথ্ হইতে ফিরিয়া আফিসে উপস্থিত হইবার

অল্পক্ষণ পরেই রাল্‌ফ রাইক্স আমার সহিত দেখা করিতে যায়। আপনি বোধ হয় জানেন, আমার পিতা মৃত্যুশয্যায় তাঁহার শেষ উইলে সম্পত্তির যেরূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, সেকথা শুনিয়া আমি মুহূর্ত্তের জন্যও আক্ষেপ করি নাই, রাল্‌ফের সৌভাগ্যে তাহার ঈর্ষ্যাও করি নাই। আমার পিতা মৃত্যু-কালে তাঁহার বিপুল সম্পত্তি স্বেচ্ছায় রাল্‌ফকে দান করিয়া গিয়াছেন; তিনি যাহা ভাল বুঝিয়াছেন তাহাই করিয়াছেন,তৎসম্বন্ধে আমার কিছুই বলিবার নাই। আমি স্বয়ং কর্ম্মক্ষম, আমি নিজের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে পারিব, খাটিয়া খাইবার শক্তি আমার আছে; তবে নীনা আমার পিতার সম্পত্তির কিয়দংশ লাভ করিতে পারিবে,এইরূপই আশা ছিল; সুতরাং তাহার আশা ভঙ্গ হওয়ায় আমি একটু দুঃখিত হইয়াছি। আমার নিজের জন্য আমায় কোন দুঃখ নাই। আমার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা হইবেই; কিন্তু আজ আমি দরিদ্র, ও রাল্‌ফ পরের ধনে ধনবান বলিয়াই যে আমার প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিতে সাহসী হইল, ইহা অসহ্য!"

মিঃ জেভিট্‌ বলিলেন, "সে কি তোমার প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছে? তাহার এত সাহস!"

সিসিল বলিলেন, "হাঁ, তাহার ব্যবহার বিন্দুমাত্র ভদ্রোচিত নহে।"

মিঃ জেভিট্‌ বলিলেন, "সে তোমাকে কি বলিয়াছে?"

সিসিল বলিলেন, "সে আমাকে জানাইয়াছে, তাহার মাতুলের উইল অনু-সারে গ্রে-বর্ণ পার্ক এখন তাহার সম্পত্তি, সুতরাং অতঃপর আমার সেখানে বাস করিবার কোন অধিকার নাই; আমি যেন তাহা নিজের বাড়ী মনে না করি।—আমি স্বীকার করি, এই সম্পত্তি এখন তাহার; এই সম্পত্তিতে আমার অধিকার নাই, একথাও আমি জানি; এ অবস্থায় এরূপ অভদ্রভাবে কথাটা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিবার কি আবশ্যক ছিল? কিন্তু কেবল ইহাই নহে; সে বুঝিয়াছে, আমাকে ভবিষ্যতে খাটিয়া খাইতে হইবে; সে সেপথেও বাধা দানের চেষ্টা করিয়াছে! আমি আমার পিতার কারখানায় চাকরী করিয়া জীবিকা-র্জ্জন করি, ইহা তাহার ইচ্ছা নহে; এইজন্যই সে আমাকে একমাসের মধ্যে

কারখানার ম্যানেজারের পদে ইস্তফা দিতে আদেশ করিয়াছে; এবং বলিয়াছে, এক মাসের মধ্যে যদি আমি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করি, তাহা হইলে সে আমাকে পদচ্যুত করিতে বাধ্য হইবে।"

কথাটা শুনিলে সত্যই মরা মানুষেরও রাগ হয়। মিঃ জেভিট্ শান্ত প্রকৃতির লোক, বিশেষতঃ তিনি প্রাচীন; যে বয়সে মানুষ হঠাৎ উত্তেজিত হয়, তাঁহার সে বয়স উত্তীর্ণ হইয়াছিল। তথাপি তিনি রাল্‌ফের স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না; ক্রোধে ও উত্তেজনায় অধীর হইয়া আবেগভরে বলিলেন, "কি! সেই নরাধম তোমাকে এরূপ কথা বলিতে সাহস করিয়াছে?"

সিসিল বলিলেন, "আমি আপনাকে যাহা বলিলাম, তাহার বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে। আপনি বোধ হয় শুনিয়াছেন, রাল্‌ফ এই লোহার কারখানা এক বণিক কোম্পানির নিকট বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু যতদিন তাহা বিক্রয় না হয়, ততদিন একজন ম্যানেজার রাখা আবশ্যক; আমাকে পদচ্যুত করিয়া অন্য একজন ম্যানেজার নিযুক্ত করাই তাহার ইচ্ছা। আমার পিতা আমাকে তাঁহার কারবারের অংশীরূপে গ্রহণ না করিয়া বেতনভোগী কর্ম্মচারী রূপে রাখিয়াছিলেন; সুতরাং এই কারবারের সহিত আমার কোন স্বার্থ সম্বন্ধ নাই, আমি কর্ম্মচারী মাত্র। এইজন্য কারবারের বর্ত্তমান সত্ত্বাধিকারী রাল্‌ফ আমাকে বিতাড়িত করিয়া অনায়াসেই অন্য ম্যানেজার নিযুক্ত করিতে পারে; কিন্তু আমি কোন্ অপরাধে পদচ্যুত হইব, তাহা আমার জানিবার অধিকার আছে।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "হাঁ, তোমার পিতা তাঁহার সুবিস্তীর্ণ কারবারে তোমাকে অংশী না করিয়া কর্ম্মচারীরূপে রাখিয়াছিলেন; কারণ, তিনি জানিতেন, তাঁহার অভাবে তুমিই এই কারবারের মালিক হইবে।"

সিসিল বলিলেন, "কিন্তু তাঁহার শেষ উইলে তাঁহার এই সঙ্কল্প ব্যর্থ হইয়াছে; ফলে কারবারের সহিত আমার কোনও স্বার্থ সম্বন্ধ নাই। এখন আমাকে তাড়াইয়া দিলে আমি চাকরী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য; উইলের বলে রাল্‌ফ এখন সর্ব্বেসর্ব্বা।

মিঃ জেভিট্ উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "বৎস, এখনও তাহার বিলম্ব আছে। তোমার পিতার শেষ উইল যে অকৃত্রিম, ইহা প্রতিপন্ন হইবার পূর্ব্বে সে কিছুই করিতে পারে না। এখন সে কারবার সম্বন্ধে যথেচ্ছা ব্যবহারের অধিকার কোথায় পাইল? সে যাহা হউক, তোমার প্রতি তাহার ব্যবহার অত্যন্ত জঘন্য, অত্যন্ত আপত্তিজনক। রাল্‌ফ কি উদ্দেশ্যে তোমার প্রতি এরূপ ঘৃণিত ব্যবহার করিল, তাহা বুঝিতে পারিয়াছ কি?"

সিসিল বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, আমার প্রতি নীনার অশ্রদ্ধা উৎপাদনের জন্যই সে এই প্রকার চাল্ দিয়াছে। সে মনে করিয়াছে, আমি চাকরীটুকু হারাইলে, নীনা আমার পক্ষ ত্যাগ করিয়া তাহারই পক্ষপাতিনী হইবে।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "তাহার এ আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই।"

সিসিল বলিলেন, "না, তাহার সে আশা নাই; পরমেশ্বর নীনাকে সেরূপ অসার করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। নীনা তাহাকে গ্রাহ্যও করে না, এবং রাল্‌ফ কুবেরের ঐশ্বর্য্য লাভ করিলেও নীনার হৃদয় অধিকার করিতে পারিবে না।"—অনন্তর সিসিল লজ্জারক্তিম মুখে কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "নীনা আমাকেই ভালবাসে; আমি এখন দরিদ্র, একথা শুনিয়াও তাহার মন পরিবর্ত্তিত হয় নাই।"

মিঃ জেভিট্ মুহূর্ত্তকাল ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "নীনা যদি রাল্‌ফকে বিবাহ করে, তাহা হইলেই তোমার পিতার শেষ উইল অনুসারে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা পাইবে; নতুবা এই বিপুল অর্থে তাহাকে বঞ্চিত হইতে হইবে। একথা শুনিয়া নীনা কি অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে?"

সিসিল বলিলেন, "নীনা এই বিপুল অর্থের প্রলোভনেও রাল্‌ফকে বিবাহ করিতে সম্মত নহে; সে এই টাকার আশা পরিত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়াছে।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "সে কি তোমাকে একথা বলিয়াছে?"

সিসিল বলিলেন, "হাঁ, বলিয়াছে। আপনার নিকট নূতন উইলের মর্ম্ম অবগত হইয়া আমি নীনার সহিত সাক্ষাৎ করি; এবং তাহাকে জানাই, সে আমাকে বিবাহ করিবার জন্য যে সঙ্কল্প করিয়াছে, তাহা ত্যাগ করাই

তাহার কর্ত্তব্য; নতুবা পিতার উইল অনুসারে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে তাহাকে বঞ্চিত হইতে হইবে। আত্মসুখের জন্য তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিব আমি এরূপ ইতর নহি।—আমার কথা শুনিয়া নীনা অসঙ্কোচে বলিল, সে যাহাকে ভালবাসে, টাকার লোভে তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিবে না; যদি আমি তাহাকে বিবাহ না করি, তাহা হইলে সে অন্যকে বিবাহ করিবে না, চিরকুমারী থাকিবে। তাহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ও নির্লোভিতা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি। এরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে অত্যন্ত বিরল নহে কি?"

সিসিল আবেগভরে এই সকল কথা বলিতেছিলেন, বোধ হয় আরও কিছু বলিতেন; কিন্তু হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল সেই কক্ষে একজন অপরিচিত লোক উপস্থিত আছেন, সুতরাং তিনি অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "মিঃ ফ্রায়ার্স, আমি নিজের ব্যক্তিগত কথার আলোচনায় আপনার কর্ণপীড়া উৎপাদন করিতেছি, ইহা বোধ হয় সঙ্গত নহে; আপনি আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি অনর্থক সঙ্কুচিত হইতেছেন; আপনার কথায় আমার বিরক্তি বোধ হওয়া দূরে থাক্, উহা শুনিতে আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইতেছিল।"

সিসিল বলিলেন, "আপনি অতি মহাশয় ব্যক্তি, এইজন্যই এরূপ কথা বলিলেন; কিন্তু আমি রাল্‌ফের ব্যবহার সম্বন্ধে অভিযোগ করিতে আসি নাই, আমার পিতৃতুল্য হিতৈষী মিঃ জেভিটের নিকট উপদেশ লইতে আসিয়াছি। রাল্‌ফ রাইক্স আমার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তাহার পর আমার কি কর্ত্তব্য তাহাই জানিতে ইচ্ছা করি।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "তুমি যে ভাবে আফিসের কাজকর্ম্ম করিতেছ, সেই-রূপই কর; রাল্‌ফ তোমাকে যাহাই বলুক, তাহার কোন কথায় কর্ণপাত করিও না।"

অনন্তর আরও দুই চারিটি কথার পর সিসিল মিঃ জেভিটের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সিসিল সেই কক্ষ ত্যাগ করিলে মিঃ জেভিট্ মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "সিসিলকে দেখিয়া উহার সম্বন্ধে তোমার কিরূপ ধারণা হইল ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ছেলেটিকে দেখিয়া বেশ ভালই বোধ হইল ; খাঁটি ইংরাজের অনেক গুণ উহাতে আছে ; এরূপ পুত্রকে কোনও পিতা তাঁহার সম্পত্তিতে বঞ্চিত করিতে পারেন, ইহা সম্ভব মনে হয় না।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "রাল্ফ রাইক্স উহার সহিত যে ব্যবহার করিয়াছে, তাহা কি সঙ্গত হইয়াছে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে ; কোন ভদ্রলোক নিঃসম্পর্কীয় লোকের সহিত এরূপ জঘন্য ব্যবহার করিতেও লজ্জিত হইত। সিসিল অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছে ; কিন্তু তাহার কথা শুনিয়া আমি আদৌ দুঃখিত হই নাই।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "তুমি একথা কেন বলিতেছ তাহা বুঝিতে পারিলাম না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "রাল্ফ রাইক্স সিসিলের সহিত যেরূপ অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে তাহা শুনিয়া আমি বুঝিতে পারিয়াছি রাল্ফ শয়তান ভিন্ন আর কিছুই নহে ; কিন্তু শয়তান হইলেও সে বুদ্ধিমান নহে, বোকা শয়তান! তাহা না হইলে সে এত শীঘ্র তাহার বিষদাঁত বাহির করিত না ; অন্ততঃ কিছু-দিন তাহার দুরভিসন্ধি গোপন রাখিত। তাহার ভাবভঙ্গীতে আমার মনে অত্যন্ত সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "কিরূপ সন্দেহ ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই কথা পুনঃ পুনঃ আমার মনে হইতেছে যে, যে ব্যক্তি অকারণে সিসিল প্যারোবির ন্যায় ভদ্রলোকের সহিত এরূপ দুর্ব্যবহার করিতে পারে, বিপুল সম্পত্তি হস্তগত করিবার জন্য কোন প্রকার ষড়যন্ত্রের বা কৌশলের সহায়তা গ্রহণ তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "হাঁ, সে সেই চরিত্রের লোক বটে ; তবে ষড়যন্ত্র বা কৌশলের সাহায্যে সে যে তাহার অনুকূলে উইলখানি করাইয়া লইয়াছে,

ইহা সম্ভব বোধ হয় না। কি উপায়ে ইহাতে তাহার কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। সিসিল ও নীনা তাহাদের প্রাপ্য সম্পত্তি লাভ করিতে পারিলে আমার আনন্দের সীমা থাকিত না; কিন্তু তাহা ত হইবার নহে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি ব্যস্ত হইও না, ভবিষ্যতে কি হইবে না হইবে এখন তাহা বলা যায় না; আপাততঃ আমি রাল্‌ফ রাইক্সের সহিত আলাপ করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছি।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "আগামী কল্য তাহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইতে পারে; অন্ততঃ নীনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়া কিছুমাত্র কঠিন হইবে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আর সার মর্টনের গৃহকর্ত্রী মিসেস্ ওয়েল্‌সের সহিত দেখা হইবার সম্ভাবনা নাই কি?"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "তাহার সহিতও দেখা করা কি তুমি আবশ্যক মনে কর?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, অত্যন্ত আবশ্যক; বিশেষতঃ তাহার জিম্মায় বোতামের যে ব্যাগটি আছে, কোন কৌশলে তাহা আমাকে দেখিতেই হইবে।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "তোমার অভিপ্রায় বুঝিয়াছি; কিন্তু তুমি হঠাৎ কি বলিয়া বোতামের ব্যাগ্‌টি দেখিতে চাহিবে? ইহাতে তাহার মনে সন্দেহের উদ্রেক হইতে পারে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে জন্য তুমি চিন্তিত হইও না। গোয়েন্দাগিরি করিতে হইলে নানা প্রকার ফন্দী-ফিকিরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়; আমি এরূপ কৌশলে তাহাকে বোতামের ব্যাগটি বাহির করিতে বাধ্য করিব যে, সে সন্দেহের কিছুমাত্র অবকাশ পাইবে না।"

কথা শেষ হইলে মিঃ ব্লেক মিঃ জেভিটের নিকট বিদায় লইয়া হোটেল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। স্মিথ টাইগারকে সঙ্গে লইয়া পূর্ব্বেই সেই হোটেলে সেই রাত্রির জন্য ঘরভাড়া লইয়াছিল।

মিঃ জেভিটের বাসগৃহ হইতে হোটেলটির দূরত্ব অধিক নহে। মিঃ ব্লেক জেভিটের গৃহে উপস্থিত হইয়া যে সকল বিষয় জানিতে পারিয়াছিলেন, মনে

মনে তাহাই আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মন চিন্তাজালে এরূপ সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, পথে চলিবার সময় কোনও দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। সিসিলের প্রতি সহানুভূতিতে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, সিসিলের পৈতৃক সম্পত্তি তাহাকে প্রদানের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন।

হোটেলে প্রবেশ করিবার সময় মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "রাল্‌ফ রাইক্স আগামী কল্য গ্রে-বর্ণ পার্কে আসিবে কি না জেভিট্ তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিলেন না ; তবে তাহার সেখানে আসাই সম্ভব। তাহার সহিত আলাপ করিবার জন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছে। লোকটা কত বড় চালাক ও ধড়িবাজ, তাহা আমাকে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মিঃ ব্লেক ঝুটা দাড়ী গোঁফ ও পরচুলায় ছদ্মবেশ ধারণপূর্ব্বক পরদিন বেলা এগারটার সময় মিঃ জেভিটের সহিত গ্রে-বর্ণ পার্কে উপস্থিত হইলেন; এবং পশ্চিম দিকের দেউড়ী দিয়া সেই প্রাসাদতুল্য সুপ্রশস্ত অট্টালিকায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা বারান্দায় উঠিবামাত্র একটি সুবেশধারী ভৃত্য তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া লাইব্রেরী ঘরে পৌঁছাইয়া দিল।

মিঃ জেভিট্ ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিঃ রাইক্স কি বাড়ীতে আছেন?"

ভৃত্য বলিল, "না মহাশয়; গতকল্য তিনি বাড়ী ছিলেন, কিন্তু গতরাত্রে হঠাৎ সহরে চলিয়া গিয়াছেন।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "মিস্ নীনা বাড়ীতে আছেন?"

ভৃত্য বলিল, "হঁা, তিনি বাড়ীতেই আছেন; কিন্তু তাঁহার দাসীর নিকট শুনিয়াছি, তিনি হঠাৎ অসুস্থ হইয়াছেন। তিনি এখন পর্য্যন্ত তাঁহার শয়ন কক্ষের বাহিরে আসেন নাই।"

মিঃ জেভিট্ তাহাকে আরও কি জিজ্ঞাসা করিবেন মনে করিয়া হঠাৎ থামিলেন, তাহার পর বলিলেন "আচ্ছা, তাহা হইলে তুমি মিসেস্ ওয়েল্স্‌কে লাইব্রেরীতে আসিবার জন্য খবর দাও।"

ভৃত্য প্রস্থান করিলে, মিঃ জেভিট্ ব্লেককে বলিলেন, "নিশ্চয় কোন একটা গোলমাল ঘটিয়াছে; চাকরটা যে তাহা না জানে এরূপ বোধ হইল না, কিন্তু বুঝিলাম, সে কথাটা চাপিয়া গেল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু আশা করি মিসেস্ ওয়েল্সের নিকট সকল কথা জানিতে পারা যাইবে।"

মিসেস্ ওয়েল্স্ শোকচিহ্ন স্বরূপ কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। মিসেস্ ওয়েল্স্ বহুকাল হইতে সার মর্টনের গৃহে বাস

করিতেছিল ; তাহার সদয় ব্যবহারে দাসদাসীরা তাহার এতই বাধ্য ছিল যে, সকলেই তাহাকে মনিবের মত মান্য করিত ; এবং সার মর্টনের আত্মীয় বন্ধুগণ তাহার সহিত বন্ধুবৎ আচরণ করিতেন।

মিসেস্ ওয়েল্স্ সেই কক্ষে উপস্থিত হইলে মিঃ জেভিট্ সাদরে তাহার করকম্পন করিলেন, তাহার পর বলিলেন, "শুনিলাম মিঃ রাইক্স সহরে গিয়াছেন ; যাহা হউক, তোমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় সুখী হইলাম। আমার এই বন্ধুর সহিত তোমার আলাপ করিয়া দিই।—ইনি মিঃ ফ্রায়ার্স, আমার বাল্যবন্ধু ; অনেক কাল সাক্ষাৎ নাই, তাই আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন।"

মিঃ ব্লেকের সহিত পরিচয় হইলে, মিসেস্ ওয়েল্স্ মিঃ জেভিট্কে বলিল, "হাঁ মহাশয়, মিঃ রাইক্স গতকল্য রাত্রে নগরে গিয়াছেন।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "আরও শুনিলাম, মিস্ নীনা অসুস্থ হইয়াছেন! —কিরূপ অসুখ?"

মিসেস্ ওয়েল্স্ বলিল, "গতরাত্রে তিনি বড়ই জ্বালাতন হইয়াছেন।"

মিঃ জেভিট্ সবিস্ময়ে বলিলেন, "জ্বালাতন হইয়াছেন! কে তাঁহাকে জ্বালাতন করিল?"

মিসেস্ ওয়েল্স্ মুহূর্ত্তকাল ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "মহাশয় আপনি একথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই ভাল হয়। আপনি আসিয়াছেন দেখিয়া আমি বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। আপনি না আসিলে বোধ হয় আপনাকে সংবাদ পাঠাইতাম ; অন্ততঃ সকল কথা শুনিয়া আপনার একটা ব্যবস্থা করা উচিত। মিঃ রাইক্স যদি এ বাড়ীতে বাস করেন, তাহা হইলে আমার বোধ হয় মিস্ নীনা এখানে থাকিতে পারিবেন না।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "সত্য না কি? তাহা হইলে মিঃ রাইক্সই কি নীনাকে জ্বালাতন করিয়াছেন?"

মিসেস্ ওয়েল্স্ বলিল, "সেকথা আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন না, নীনার কাছেই সকল শুনিতে পাইবেন। নীনা তাঁহার শয়ন কক্ষেই আছেন,

আপনি সেখানে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলে ভাল হয়। আপনাকে দেখিলে তিনি অনেকটা সুস্থ হইবেন।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "সেই ভাল ; চল, নীনার সহিত দেখা করিয়া আসি।" অনন্তর তিনি ছদ্মবেশী মিঃ ব্লেকের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মিঃ ফ্রায়াস´, আপনি কয়েক মিনিট এখানে অপেক্ষা করুন, আমি শীঘ্রই আসিতেছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি স্বচ্ছন্দে যাইতে পারেন, আমার এখানে সময় কাটাইবার অসুবিধা হইবে না।"

মিঃ ব্লেক একখানি পুস্তক টানিয়া লইয়া তাহা খুলিয়া বসিলেন ; কিন্তু মিঃ জেভিট্ মিসেস্ ওয়েল্‌সের সহিত সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বাহির হইতে দ্বাররুদ্ধ করিবামাত্র, তিনি পুস্তকখানি টেবিলের উপর রাখিয়া, পকেট হইতে একখানি ছুরী বাহির করিলেন, এবং তদ্দ্বারা তাঁহার কোটের গলার বোতামটি বিচ্ছিন্ন করিয়া লুকাইয়া রাখিলেন, তাহার পর পুনর্ব্বার পুস্তকখানি খুলিলেন।

মিনিট-দুই পরে মিসেস্ ওয়েল্‌স্ দ্বার ঠেলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, এবং মিঃ ব্লেককে বলিল, "মিঃ ফ্রায়াস´, আমি আপনার পাঠের ব্যাঘাত জন্মাইলাম, ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। মিঃ জেভিট্ আমাকে বলিয়া দিলেন, আপনার বোধ হয় এক গ্লাস সুরার আবশ্যক হইতে পারে ; সেইজন্যই আমি আপনার নিকট আসিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ধন্যবাদ ; আমার সুরার আবশ্যক নাই।"

মিসেস্ ওয়েল্‌স্ বলিল, "আপনার যদি অন্য কোন জিনিসের আবশ্যক থাকে তবে দয়া করিয়া বলুন, আনিয়া দিই।"

মিঃ ব্লেক তাঁহার কোটটির দিকে ক্ষুণ্ণভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "না মিসেস্ ওয়েল্‌স্, আমার কোন দ্রব্যেরই আবশ্যক নাই, আমার অভ্যর্থনার জন্য আপনাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না ; তবে আপনি যদি দয়া করিয়া আমার একটু উপকার করেন, তাহা হইলে বড়ই বাধিত হই। আমি খানিকটা অসুবিধায় পড়িয়াছি। আমার কথা শুনিয়া আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন না—বিষয়টি তুচ্ছ, কিন্তু অগ্রাহ্য করিবার মত নহে ; আমার কোটের গলার বোতামটা ছিঁড়িয়া

কোথায় পড়িয়া গিয়াছে, আপনি দয়া করিয়া আমার কোটে একটি বোতাম আঁটিয়া দিলে অসুবিধা দূর হইত। আশা করি এই সামান্য বিষয়ের জন্য আপনাকে বিব্রত হইতে হইবে না।”

মিসেস্ ওয়েল্‌স্ হাসিয়া বলিল, “এই তুচ্ছ বিষয়ের জন্য আপনি এত কথা কেন বলিতেছেন? আপনার কোট্‌টি দেখি।”

মিঃ ব্লেক বোতামটি ওয়েষ্ট কোটের পকেটে লুকাইয়া রাখিয়া ভালই করিয়াছিলেন; তিনি মিসেস্ ওয়েল্‌সের কথা শুনিয়া কোট্‌টি তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। মিসেস্ ওয়েল্‌স্ কোটের অবশিষ্ট বোতামগুলি পরীক্ষা করিল, তাহার পর বলিল, “মহাশয়! আমাদের ঘরে যে সকল বোতাম আছে, আপনার এই বোতামগুলির সহিত তাহাদের কোনটির মিল হইবে বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, আমি বোতামের ব্যাগ্‌টি এখানে লইয়া আসিতেছি; বোতামগুলি ঢালিয়া দেখিলে কোন্‌টি ঠিক খাটে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।”

মিসেস্ ওয়েল্‌স্ সেই কক্ষ ত্যাগ করিল, এবং দুই মিনিটের মধ্যে বোতামপূর্ণ একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ্ লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। সে কোন কথা না বলিয়া ব্যাগের সমস্ত বোতাম টেবিলের উপর ঢালিয়া ফেলিল।

মিঃ ব্লেক কৌতূহলপ্রদীপ্ত নেত্রে সেই বোতামরাশির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, “মিসেস্ ওয়েল্‌স্, আপনার আশ্চর্য্য সংগ্রহ বটে! কত বর্ণের, কত আকারের বোতাম এই ব্যাগের মধ্যে জুটাইয়া রাখিয়াছেন।—এইগুলি সংগ্রহ করিতে বোধ হয় বহু বৎসর লাগিয়াছে।”

মিসেস্ ওয়েলস্ মিঃ ব্লেকের এই প্রশংসায় গর্ব্ব অনুভব করিয়া সহাস্যে বলিল, “হাঁ মহাশয়, এই বোতামগুলি সংগ্রহ করিতে বহু বৎসর লাগিয়াছে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি এই সংসারে চাকরীতে বাহাল হই, তাহার পর হইতেই বোতামের ভার আমার উপর পড়িয়াছে। সামান্য বিষয়েও আমার অবহেলা নাই; মনিবের কাজ চিরদিনই প্রাণপণে করিয়া আসিয়াছি, তাহা না করিলে আজ আমি এই সংসারের কর্ত্রী হইতে পারিতাম না। আমি বুড়া হইয়াছি, কথা একটু বেশী বলি; আমার বাচালতা মার্জ্জনা করিবেন।—এতগুলি

বোতামের মধ্যে আপনার কোটে লাগাইবার মত বোতাম একবারেই কি পাওয়া যাইবে না ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি কতক্ষণ খুঁজিবেন, আমিও আপনার সাহায্য করি।"

মিঃ ব্লেক মিসেস্ ওয়েল্‌সের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া সেই বোতাম-স্তূপে হস্তার্পণ করিলেন, এবং তাড়াতাড়ি বোতামগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তাঁহার কোটে কোন্ বোতামটি লাগিতে পারে, সেদিকে তাঁহার আদৌ লক্ষ্য ছিল না ; তাঁহার লক্ষ্য অন্যরূপ, পাঠক তাহা অবগত আছেন।

মিঃ ব্লেক বোতামগুলি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে একটি সবুজ বোতাম দেখিতে পাইলেন, তাহার উপরে 'রাউলি এণ্ড সন্' এই নামটি খোদিত ছিল। তিনি সমারসেটের ইট্‌খোলায় যে কর্দ্দমাক্ত বোতামটি পাইয়াছিলেন, এই বোতামটি তাহারই অনুরূপ !—তাঁহার হৃদয় আনন্দে ও উৎসাহে পূর্ণ হইল।

মিঃ ব্লেক সেই বোতামটি হাতে লইয়া বলিলেন, "বড় মজার বোতাম ত ! এরকম বোতাম আজ কাল দেখিতে পাওয়া যায় না।"

মিসেস্ ওয়েল্‌স্ বোতামটির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সহাস্যে বলিল, "আপনি সত্যই বলিয়াছেন, আজকাল উহা দুর্লভ ; কিন্তু এই বোতামটি আপনার কোটে মানাইবে না, আপনার কোটের বোতামগুলি অপেক্ষা এটি কিছু ছোট। উহা আমাদের একটি চাকরের কোটের বোতাম ; অনেকদিন পূর্ব্বে, চাকরটির পোষাক জীর্ণ ও অব্যবহার্য্য হইবার পর তাহার বোতামগুলি কাটিয়া রাখা হইয়াছিল। ওরূপ বোতাম ইহার মধ্যে অনেকগুলি আছে। এই বোতামগুলি সেকেলে ফ্যাসানের বোতাম ; এখন উহা অচল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা হইলে বোধ হয় আপনাদের চাকরদের কোটে আজকাল আর এরকম বোতাম ব্যবহার করা হয় না।"

মিসেস্ ওয়েল্‌স্ হাসিয়া বলিল, "বোতামটি সাবেক ফ্যাসানের না হইলে আপনি বোধ হয় একথা বলিতেন না ; দেখিতেছি বোতামটি আপনার কৌতূহল উদ্রেক করিয়াছে !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার কথা সত্য, এ রকম বোতাম আজকাল কাহাকেও ব্যবহার করিতে দেখি না।"

মিসেস্ ওয়েল্‌স্ বলিল, "হঁা, আজকাল ইহার চলন নাই, তবে অভাব হইলে ইহাও যে অচল হয় একথা বলিতে পারি না; কারণ গত সপ্তাহে আমাদের মোটরচালক ফেরিসের স্ত্রী ফেরিসের কোটে লাগাইবার জন্য ঠিক এইরূপ একটি বোতাম এখান হইতে লইয়া গিয়াছিল। তাহার কোটের অন্যান্য বোতামের সহিত মিল হইবে কি না সেদিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না।"

মিঃ ব্লেক অতিকষ্টে কৌতূহল দমন করিয়া বলিলেন, "ফেরিসের স্ত্রী বোতাম লইয়া গিয়াছিল ?"

মিসেস্ ওয়েল্‌স্ বলিল, "হঁা মহাশয়, ফেরিসের স্ত্রী। সে আমাদের বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে বেড়াইতে আসে; প্রয়োজন হইলে সংসারের দুই একটা কাজও করে। আমাদের আরও কয়েকজন মোটরচালক আছে; কিন্তু কর্ত্তা ফেরিস্‌কেই অধিক ভাল বাসিতেন। সে-ই হেড্ সাফার; তাহার স্ত্রীও আমাদের বড় অনুগত। যাহা হউক, বাজে কথায় অনর্থক সময় নষ্ট করিব না; একটি বোতাম পাইয়াছি, এটি আপনার কোটের অন্যান্য বোতামের প্রায় সমান। এইটিই আপনার কোটে আঁটিয়া দিই।"

বোতামটি আঁটিয়া দিয়া মিসেস্ ওয়েল্‌স্, মিঃ ব্লেকের হস্তে কোট্‌টি প্রদান করিল; তাহার পর সে মিঃ ব্লেকের নিকট বিদায় লইয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

প্রায় দুই মিনিট পরে মিঃ জেভিট্ মিঃ ব্লেকের নিকট উপস্থিত হইলেন। মিঃ ব্লেক তাঁহাকে দেখিবামাত্র সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "মিঃ জেভিট্ আমি আশার অতিরিক্ত ফললাভ করিয়াছি। ইহা সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। সমারসেটের ইট্‌খোলার কাদার মধ্যে যাহার কোটের বোতাম আমরা কুড়াইয়া পাইয়াছি, সে বোতামটি কাহার কোটের অনুমান করিতে পার কি ?"

মিঃ জেভিট্ মিঃ ব্লেকের প্রশ্নটি হঠাৎ বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না;

তিনি বলিলেন, "আমি তাহা কিরূপে বলিব? আমাকে হঠাৎ একথা জিজ্ঞাসা করিবারই বা উদ্দেশ্য কি?"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "উদ্দেশ্য অতি সরল, তোমার বুঝিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব হইবে না। এই বোতামটি তোমাদের মোটরচালক ফেরিসের কোট হইতে সেখানে ছিঁড়িয়া পড়িয়াছিল। এই বোতামটি যে ফেরিসের কোটেই অল্পদিন পূর্ব্বে আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাইয়াছি; মিসেস্ ওয়েল্‌স্ তাহার সাক্ষী।"

মিঃ জেভিট্ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন, বিস্ফারিত নেত্রে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! যে দুর্ব্বৃত্তেরা তোমাকে হত্যা করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে তবে ত ফেরিস্ও ছিল!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেইরূপই ত প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আমার অনুমান, এবং এ অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত নহে যে, আমার আততায়ীদ্বয়ের অন্য লোকটি সার মর্টনের মোটর পরিচালক ডিস্‌নে।—তাহারা কি এখন এখানে আছে?"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন "না তাহারা এখানে নাই। নীনার নিকট শুনিলাম, রাল্‌ফ সার মর্টনের উইলানুযায়ী বৃত্তি প্রদান করিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিয়াছে। তাহারা চাকরীতে ইস্তফা দিয়া লণ্ডনে গিয়াছে। শুনিলাম, তাহারা উভয়ে একযোগে লণ্ডনে একটা হোটেল খুলিবে। নীনার নিকট আরও শুনিলাম—সে বড় ভয়ানক কথা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নীনাকে কে জ্বালাতন করিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন কি?"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "আর কে জ্বালাতন করিবে? সেই রাস্কেল রাইক্রেরই কাজ। নীনার নিকট শুনিলাম, কাল সন্ধ্যাকালে সেই হতভাগা তাহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিল; কিন্তু নীনা ঘৃণার সহিত সেই প্রস্তাবের প্রত্যাখ্যান করিয়াছে; বলিয়াছে, তাহাকে বিবাহ করিতে পারিবে না। একথা শুনিয়া রাল্‌ফ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলে, সে তাহাকে বিবাহ করিবেই।

তারপর সে শিষ্টাচার সংযম সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া বলপূর্ব্বক নীনার মুখচুম্বনে উদ্যত হয়! নীনা বহুকষ্টে পলায়ন করিয়া তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক দরজা বন্ধ করে।"

মিঃ ব্লেক সক্রোধে বলিলেন, "এই রাল্‌ফ রাইক্সটা কুকুরেরও অধম।"

মিঃ জেভিট্‌ বলিলেন, "কুকুর অনেক ভাল। যাহা হউক, আমার কথা এখনও শেষ হয় নাই; নীনা তাহাকে বিবাহ করিতে অসম্মত হইলে রাল্‌ফ ক্রোধান্ধ হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে থাকে। নীনার মুখে শুনিলাম, সে তখন মদে চুর! মাতাল হইয়া সে নীনাকে যে সকল অকথ্য কথা বলিয়াছে তাহা অবশ্য নীনা আমাকে বলিতে পারে নাই; তবে সে সিসিলের উদ্দেশ্যে যে সকল দুর্ব্বাক্য বলিয়াছিল তাহা শুনিলে হতভাগাকে খুন করিতে ইচ্ছা হয়। সে বলিয়াছে, সিসিল এখন ভিক্ষুক ভিন্ন আর কিছুই নহে; যদি নীনা তাহাকে বিবাহ করে, তাহা হইলে তাহাকেও গাছতলায় বসিতে হইবে।—হতভাগার স্পর্দ্ধা দেখ, তাহাকে নরপশু ভিন্ন আর কি বলিব?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বড়ই দুঃখের বিষয় বটে, মেয়েটির অবস্থা ভাবিয়া কষ্ট হয়; তাহাকে কিরূপ দেখিলে?"

মিঃ জেভিট্‌ বলিলেন, "এখন সে অনেকটা স্থির হইয়াছে। আমি তাহাকে সান্ত্বনা দানের জন্য বলিয়া আসিয়াছি, আমি রাল্‌ফ রাইক্সকে পত্র লিখিয়া জানাইব, সার মর্টনের শেষ উইলখানি অকৃত্রিম কি না, তাহা প্রতিপন্ন হইবার পূর্ব্বে তাঁহার বৈষয়িক কোন কার্য্যে তাহার হস্তক্ষেপণের অধিকার নাই; এখন আমিই তাঁহার সম্পত্তির রক্ষক, আমার বিনা অভিপ্রায়ে সে যেন এই গৃহে প্রবেশ না করে।—আমার কথা শুনিয়া নীনা অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছে। আমি নীনাকে তোমার কথা বলিয়াছি; সে এখনই তোমার সহিত দেখা করিতে আসিবে।"

অল্পক্ষণ পরে নীনা সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। নীনা পরমাসুন্দরী যুবতী, তাঁহার বয়স উনিশ বৎসরের অধিক নহে; কৃষ্ণবর্ণ শোক-পরিচ্ছদে যুবতীর সৌন্দর্য্য যেন শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। পিতৃব্যের আকস্মিক মৃত্যুতে

নীনা প্রকৃতই শোকাতুরা হইয়াছিলেন; সেই শোকের ছায়ায় তাঁহার বদন-শশধর অভ্রের ন্যায় শুভ্র-মেঘাচ্ছাদিত শরতের পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল।—এই যুবতীকে দেখিয়া মিঃ ব্লেকের উদার হৃদয় তাঁহার প্রতি সমবেদনায় পূর্ণ হইল।

মিঃ জেভিট্ মিঃ ব্লেকের সহিত নীনার পরিচয় করাইয়া দিলেন; ফ্রায়ার্স এই ছদ্ম নামেই তিনি পরিচিত হইলেন। অনন্তর কয়েক মিনিট তাঁহারা নানা কথার আলোচনা করিলেন। নীনার কথাবার্ত্তা শুনিয়া মিঃ ব্লেক সেই অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। এবং সিসিলের প্রতি তাঁহার হৃদয় যেরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিল, নীনার প্রতিও সেইরূপ আকৃষ্ট হইল। নীনার স্বার্থরক্ষার জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন, এই সঙ্কল্প তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল।

তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শেষ হইবার পূর্ব্বেই গৃহদ্বারে শকট-চক্রের শব্দ হইল; এবং অনেকগুলি বাক্স ও ট্রাঙ্ক-বোঝাই একখানি গাড়ী সেই অট্টালিকার দ্বারদেশে আসিয়া থামিল।

মিঃ জেভিট্ গাড়ীখানি দেখিয়া নীনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই গাড়ীতে কি আসিল?"

নীনা বলিলেন, "একজন সহিস গাড়ী লইয়া ষ্টেশনে গিয়াছিল; জ্যাঠা-মহাশয় যে সকল জিনিসপত্র সঙ্গে লইয়া বায়ু পরিবর্ত্তনে গিয়াছিলেন, সেই সকল জিনিস ফিরিয়া আসিল।—আমি মিসেস্ ওয়েল্স্কে একথা বলিয়া আসি।"

নীনা সেই কক্ষ ত্যাগ করিলে মিঃ ব্লেক মিঃ জেভিট্কে বলিলেন, "এই সকল বাক্স তোরঙ্গে সার মর্টনের নিত্যব্যবহার্য্য জিনিসপত্র আছে না কি?"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "সেইরূপই ত শুনিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সার মর্টন যে পোষাক পরিয়া মারা গিয়াছিলেন, সে পোষাকও কি উহার মধ্যে আছে?"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "থাকাই সম্ভব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মৃত্যুকালে তাঁহার পরিধানে কিরূপ পরিচ্ছদ ছিল, তুমি তাহা জান কি ?"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "হাঁ ; সিসিলের নিকট শুনিয়াছি সে সময় তাঁহার পরিধানে ধূসরবর্ণের টুইলের সুট্ ছিল, এবং একটি নরফোক্ জ্যাকেট্ ছিল ; সেই সুট্‌টি আমি তাঁহাকে অনেকবার ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। এই সুট্‌টি তিনি বড় পছন্দ করিতেন। তুমি একথা কিজন্য জিজ্ঞাসা করিতেছ ?"

মিঃ ব্লেক নিম্নস্বরে বলিলেন, "এই সুট্‌টি অন্য কাহারও হাতে পড়িবার পূর্ব্বে আমি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই। তুমি তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিবে ?"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "অনায়াসেই পারিব। তুমি এখানে একটু অপেক্ষা কর, আমি মিসেস্ ওয়েল্‌স্‌কে কথাটা বলিয়া আসি।"

মিঃ জেভিট্ সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন, এবং প্রায় তিন মিনিট পরে একগোছা চাবি লইয়া মিঃ ব্লেকের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন, তাঁহাকে বলিলেন, "আমার সঙ্গে এস ; বাক্সগুলির চাবি লইয়া আসিয়াছি। তুমি ইচ্ছামত সকল পরিচ্ছদই পরীক্ষা করিতে পারিবে।"

মিঃ জেভিট্ ব্লেককে সঙ্গে লইয়া প্রকাণ্ড হলঘর অতিক্রম পূর্ব্বক একটি ক্ষুদ্র কক্ষে উপস্থিত হইলেন। দুই তিনজন ভৃত্য বাক্স ও তোরঙ্গগুলি বহন করিয়া সেই কক্ষে লইয়া আসিতেছিল। জিনিসগুলি সেই কক্ষে আনীত হইলে, মিঃ জেভিট্ পরিচারকদের সেই কক্ষ ত্যাগ করিতে আদেশ করিয়া কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিলেন ; তাহার পর মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "তুমি জিনিসগুলি একে একে পরীক্ষা কর।"

মিঃ জেভিট্ এক একটি বাক্স খুলিতে লাগিলেন, এবং মিঃ ব্লেক বাক্সের জিনিসগুলি তুলিয়া তুলিয়া দেখিতে লাগিলেন। এক একটি বাক্সে রকম রকম পরিচ্ছদ ! পরিচ্ছদগুলির বৈচিত্র্য ও বাহুল্য দেখিয়া মিঃ ব্লেক বিস্মিত হইলেন ; কিন্তু তিনি প্রথম তিনটি বাক্স পরীক্ষা করিয়া অভীষ্ট দ্রব্য পাইলেন না,

অবশেষে চতুর্থ বাক্সটি খুলিবামাত্র মিঃ জেভিট্ অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "এই যে! তুমি যাহা খুঁজিতেছ, তাহা এই বাক্সে আছে।"

মিঃ ব্লেক জেভিট্-নির্দ্দিষ্ট পরিচ্ছদটি হাতে লইয়া সাবধানে তাহার ভাঁজ খুলিলেন, এবং তাহা টেবিলের উপর প্রসারিত করিয়া হাত দিয়া ধীরে ধীরে ঝাড়িতে লাগিলেন; তাঁহার হাতে একপ্রকার সাদা গুঁড়া লাগিয়া গেল।

মিঃ ব্লেক জেভিট্‌কে তাহা দেখাইয়া বলিলেন, "আমার হাতে কি লাগিয়াছে বল দেখি?"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "সাদা গুঁড়া দেখিতেছি! চা খড়ির গুঁড়া না কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, ময়দা।"

মিঃ জেভিট্ সবিস্ময়ে বলিলেন, "ময়দা! তুমি কি করিয়া বুঝিলে ইহা ময়দা ভিন্ন অন্য কিছু নহে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ইহা যে ময়দা, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তুমি হাত দিয়া দেখ, ইহা ময়দার মতই মোলায়েম; ইচ্ছা হইলে জিহ্বায় স্পর্শ করিয়া দেখিতে পার, তাহা হইলে আর কোন সন্দেহ থাকিবে না। কিন্তু পোষাকের পিঠের দিকে এই জিনিসটি কি লাগিয়া আছে বলিতে পার?"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "ইহা ত ময়দা নয়, মাটীর মত দেখাইতেছে।"

মিঃ ব্লেক শুষ্ক কর্দ্দমবৎ জিনিসটি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "ইহা প্ল্যাষ্টার—পরীক্ষা করিয়া দেখ।"

মিঃ জেভিট্ তাহা পরীক্ষা করিলেন, শেষে বলিলেন, "তোমার কথাই সত্য; কিন্তু সার মর্টনের পোষাকে প্ল্যাষ্টার কোথা হইতে আসিল? তুমি ইহার কোন কারণ অনুমান করিতে পার?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি তোমাকে বস্তাঘটিত সকল কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেই বস্তাটি যখন হোটেলের বাতায়ন-পথে টানিয়া তোলা হয়,—সেই সময় প্রাচীরের ঘর্ষণে বস্তার ছিদ্রপথে খানিকটা প্ল্যাষ্টার কোটে লাগিয়া গিয়াছিল; বোধ হয় বস্তাটায় ছিদ্র ছিল।"

মিঃ জেভিট্ অত্যন্ত বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "তুমি কি বলিতে চাও মৃতদেহ সেই বস্তায় পুরিয়া টানিয়া তোলা হইয়াছিল ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "জীবিত মানুষকে বস্তায় পুরিয়া দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া তোলা হইবে, ইহা কদাচ সম্ভব নহে।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "কিন্তু সার মর্টন মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার শয্যায় শায়িত ছিলেন; মিঃ হুইট্ল্ তাঁহাকে সেই অবস্থায় দেখিয়াছিলেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মিঃ হুইট্লের সহিত পুনর্ব্বার আমাদিগকে দেখা করিতে হইবে; সম্ভবতঃ তিনি প্রতারিত হইয়াছিলেন।"

মিঃ জেভিট্ অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "মিঃ হুইট্ল্ প্রতারিত হইয়াছিলেন ? তবে কি তুমি বলিতে চাও সার মর্টন—"

মিঃ ব্লেক তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, সার মর্টন হোটেলে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! ইহা কি সম্ভব ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সম্ভব কি অসম্ভব, সে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না। আমি এখন নিশ্চয় করিয়া তোমাকে কিছুই বলিতে পারিব না; তবে একটা কথা ঠিক,—আমার ধারণা, সার মর্টনের মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু নহে।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "কিন্তু ডাক্তার ফালিষ্টার—"

মিঃ ব্লেক অধীর ভাবে বলিলেন, "আমার ধারণা, ডাক্তার ফালিষ্টারও প্রতারিত হইয়াছিলেন।"

মিঃ জেভিট্ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "অসম্ভব! সার মর্টনের নাড়ী-নক্ষত্র তিনি জানিতেন, প্রথম হইতেই তাঁহার চিকিৎসা করিয়া আসিয়াছেন, তিনিও প্রতারিত হইয়াছেন—ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা? সার মর্টনের মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবে না হইয়া থাকিলে কি ভাবে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, বলিতে পার ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে আমার বিশ্বাস তাঁহাকে হত্যাকরা হইয়াছে।”

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া মিঃ জেভিট্ বজ্রাহতের ন্যায় সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন; তাঁহার আর বাঙ্‌নিষ্পত্তিরও শক্তি রহিল না!

মিঃ ব্লেক পোষাকটি ভাঁজ করিয়া বাক্সে বন্ধ করিলেন; তাহার পর মিঃ জেভিট্কে বলিলেন, “আমি এই বাক্সটি তোমার জিম্বায় রাখিলাম, তুমি ইহা কোন একটা সিন্দুকের ভিতর বন্ধ করিয়া রাখ। সে চাবি যেন অন্যের হাতে না যায়। এই পরিচ্ছদ তুমি কোন কারণে কাহাকেও দেখিতে দিবে না; বিচারালয়ে জজ্ ও জুরীরা ইহা দেখিবেন, তৎপূর্ব্বে এ বাক্স খোলা হইবে না।”

নবম পরিচ্ছেদ

মিঃ ব্লেকের অদ্ভুত কথা শুনিয়া মিঃ জেভিট্ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিলেন। এই অসম্ভব কথা বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না; কিন্তু ব্লেকের ন্যায় বহুদর্শী ও বিবেচক ব্যক্তি বিশেষ বিবেচনা না করিয়া এরূপ অবিশ্বাস্য কথা জিহ্বাগ্রে আনিতে পারেন, ইহাও তাঁহার বিশ্বাস হইল না; তিনি উৎকট সমস্যায় পড়িলেন।

মিঃ জেভিট্ সার মর্টনের শেষ উইলখানির মর্ম্ম অবগত হইয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন; এবং সার মর্টন মৃত্যুকালে বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রীর প্রতি এইরূপ অবিচার করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার ধারণা হইয়াছিল। উইলে যে কোন প্রকার কৃত্রিমতা আছে, এ সন্দেহ মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার মনে স্থান পায় নাই; উইল সম্পাদনের পূর্ব্বেই সার মর্টন নিহত হইয়াছিলেন, এরূপ ধারণা তাঁহার কল্পনার অতীত। সমস্ত ব্যাপার বিচিত্র প্রহেলিকা বলিয়াই তাঁহার প্রতীয়মান হইল।

মিঃ জেভিট্ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন, এবং মনে মনে নানা প্রকার তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, কালেব্ ডিস্‌নে ও ফেরিস্ সার মর্টনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে পারে, কিন্তু তাহারা ফালিষ্টারের ন্যায় চিকিৎসা-বিদ্যা বিশারদ ডাক্তারকে এবং মিঃ হুইট্‌লের ন্যায় বুদ্ধিমান ও বহুদর্শী ব্যারিষ্টারকে প্রতারিত করিল, ইহা কি সম্ভব?—তাঁহারা কিরূপেই বা প্রতারিত হইলেন?

মিঃ জেভিট্ বিস্তর চিন্তা করিয়াও কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে না পারিয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে আমার বাড়ী চল, সেখানে এই গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে তোমার সহিত আলোচনা করা আবশ্যক। ব্যাপারটা এরূপ বিচিত্র যে, দীর্ঘকাল তর্কবিতর্ক ভিন্ন ইহার কোন মীমাংসা

হইবে না। তুমি আমার গৃহেই আহার করিবে; তাহার পর এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।"

মিঃ ব্লেক জানিতেন, হোটেলে স্মিথের কোন কষ্ট হইবে না, এবং কয়েক ঘণ্টা হোটেলে তাঁহার প্রত্যাগমনে বিলম্ব হইলেও কাজের কোন ক্ষতি হইবে না; সুতরাং তিনি মিঃ জেভিটের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন।

মিঃ ব্লেক সেই রাত্রে মিঃ জেভিটের সুসজ্জিত ভোজন-কক্ষে বসিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "ব্লেক, তোমার বুদ্ধি বিবেচনার উপর আমার অগাধ বিশ্বাস; কিন্তু তথাপি আমার মনে হইতেছে কোন বিষয়ে তুমি ভ্রমে পড়িয়াছ। আমি স্বীকার করি, ডিস্‌নে ও ফেরিস্ সরল প্রকৃতির লোক নহে, কপটতা তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ হইতে পারে; কিন্তু তাহারা কি উদ্দেশ্যে প্রভুহত্যা-পাপে লিপ্ত হইবে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যে উদ্দেশ্যে সাধারণতঃ লোকে দুষ্কর্ম্ম করিয়া থাকে, সেই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াই তাহারা এই কর্ম্ম করিয়াছে।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "সার মর্টনের মৃত্যুতে যদি তাহাদের অর্থ লাভের সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে তাহারা এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত ছিলাম; কিন্তু সার মর্টনের মৃত্যুতে তাহারা যে লাভবান হইয়াছে, ইহার প্রমাণ কোথায়? লাভবান হওয়া দূরে থাক, সার মর্টনের শেষ উইলের সর্ত্তানুসারে তাহারা ক্ষতিগ্রস্তই হইয়াছে। সার মর্টন প্রথমে যে উইল করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় উইল দ্বারা তিনি সেই উইল রদ্ না করিলে ডিস্‌নে ও ফেরিস্ প্রত্যেকে তিন হাজার টাকা হিসাবে প্রাপ্ত হইত; কিন্তু শেষ উইলের সর্ত্তানুসারে প্রত্যেকে দেড় হাজার টাকার অধিক পায় নাই। এ অবস্থায় স্বার্থলোভে তাহারা সার মর্টনকে হত্যা করিয়াছে, এরূপ অনুমান করিবার কারণ কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা তোমার এই যুক্তি খণ্ডন

করিব।—মনে কর, কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির একখণ্ড বহুমূল্য হীরক হারাইয়া গিয়াছে; তিনি ঘোষণা করিলেন, যে ব্যক্তি তাঁহাকে উহা আনিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে তিনি একহাজার টাকা পুরস্কার দিবেন। কোন এক জন লোক সেই হীরকখণ্ড পড়িয়া পাইল; এই পুরস্কার ঘোষণার কথা শুনিয়া সে সেই হীরকখণ্ড উক্ত ধনাঢ্য ব্যক্তিকে প্রদান করিবে, ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি অসাধু হয়, এবং অন্য কোন ব্যক্তি সেই হীরক খণ্ডের বিনিময়ে তাহাকে পাঁচহাজার টাকা প্রদান করিতে সম্মত থাকে, তাহা হইলে যে ব্যক্তি হীরকখানি পড়িয়া পাইয়াছে, সে কি সেই পাঁচহাজার টাকার লোভ সংবরণ করিয়া হাজার টাকা পুরস্কারের জন্য তাহা হীরকস্বামীকে ফিরাইয়া দিবে?”

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, “তোমার এই দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ডিস্‌নে ও ফেরিস্ সার মর্টনের প্রথম উইলানুসারে যে টাকা পাইবে স্থির ছিল, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক টাকা পাইয়া কাহারও ইঙ্গিতে প্রভুহত্যা-পাপে লিপ্ত হইয়াছে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “এইরূপই আমার ধারণা।”

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, “কিন্তু কে তাহাদিগকে এই দুষ্কর্ম্ম করিবার জন্য প্রলুব্ধ করিয়াছিল?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “যাহার অনুকূলে সার মর্টনের শেষ উইলখানি সম্পাদিত হইয়াছে, সে ভিন্ন এ কার্য্য অন্য কেহ করিবে এরূপ বোধ হয় না। এই উইলে যাহার স্বার্থসিদ্ধি হইয়াছে, একার্য্য সে ই করাইয়াছে।”

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, “রাল্‌ফ্ রাইক্স এই উইলে লাভবান হইয়াছে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তাহা হইলে সে ভিন্ন অন্য কেহ একাজ করে নাই। সার মর্টনের বিপুল সম্পত্তির লোভে সে ডিস্‌নে ও ফেরিস্‌কে হস্তগত করিবার জন্য দশ-বিশ হাজার টাকা উৎকোচ দান করিবে, ইহা কি তুমি অসম্ভব মনে কর?”

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, “কিন্তু সার মর্টনের [illegible] উইলে ডিস্‌নে ও ফেরিস্

উভয়েই দেড় হাজার টাকা হিসাবে পাইয়াছে; তাহাদিগকে ত একবারে বঞ্চিত করা হয় নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা জানি, ইহাও ষড়যন্ত্রকারীদের একটি চাল্ মাত্র; অনেক চিন্তার পর আত্মদোষ-ক্ষালনের উদ্দেশ্যে তাহারা এই চাল্ চালিয়াছে। কারণ, উইলের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে যদি কাহারও সন্দেহ উপস্থিত হয় ও এসম্বন্ধে আন্দোলন আলোচনা আরম্ভ হয়, তাহা হইলে তাহারা অনায়াসেই বলিতে পারিবে 'তোমরা বলিতেছ, সার মর্টনকে হত্যা করিবার জন্য আমরা ষড়যন্ত্র করিয়াছি; কিন্তু সার মর্টনের শেষ উইলে আমাদিগকে যে টাকা দান করা হইয়াছে, সে টাকা তাঁহার প্রথম উইল-নির্দ্দিষ্ট টাকা অপেক্ষা অল্প। এ অবস্থায় আমরা কি ক্ষতিগ্রস্ত হইবার লোভে তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়-যন্ত্র করিব?'—তাহাদের এই যুক্তি, তাহাদের প্রতি সন্দেহ দূর করিবার একটি ফন্দী ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রথম দৃষ্টিতে এই প্রকার যুক্তি অনেকেরই অব্যর্থ মনে হইবে।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "অন্য কাহারও অব্যর্থ মনে হউক না হউক, অন্ততঃ আমি ইহা সঙ্গত মনে করিয়াছিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই মামলা যদি আদালত পর্য্যন্ত গড়ায়, তাহা হইলে জজ্ ও জুরীরা এই যুক্তিই গ্রহণ করিবেন। সুতরাং আমাদিগকে সপ্রমাণ করিতে হইবে, এরূপ যুক্তির কোন মূল্য নাই; রাল্ফ তাহাদিগকে প্রচুর অর্থ উৎকোচ দিয়া তাহাদের ক্ষতিপূরণ করিয়াছে, এবং তাহাদের দ্বারা সার মর্টনকে হত্যা করাইয়াছে।—এইজন্যই রাল্ফ রাইক্সের গতি-বিধির প্রতি আমাদিগকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "কিন্তু রাল্ফ রাইক্সকে এই ষড়যন্ত্রে জড়িত করা অত্যন্ত কঠিন হইবে। সে সার মর্টনের মৃত্যুকালে বা তাহার পূর্ব্বে পাইন্-কম্বিতে উপস্থিত ছিল না। আরও একটা কথা, তাহাদের প্রবঞ্চনার অভিসন্ধি থাকিলে, তাহারা মিঃ হুইট্লের ন্যায় বিজ্ঞ ব্যারিষ্টারকে সার মর্টনের

মৃত্যুকালে উইল করিবার জন্য ডাকিয়া লইয়া যাইবে কেন ? তাঁহার সাহায্য গ্রহণ না করিয়াও এই উইলের লেখাপড়া শেষ করিতে পারিত।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সেকথা সত্য ; কিন্তু মিঃ হুইট্‌লের ন্যায় একজন আইনজ্ঞ লোককে সেখানে লইয়া গিয়া উইলখানি যথারীতি সম্পাদিত করিলে তাহাদের সমস্ত গলদ্ ঢাকা পড়িবে, ইহা তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল। তাহাদের প্রতি বিন্দুমাত্র সন্দেহপাত না হয়, এই উদ্দেশ্যেই তাহারা এই চাল্ চালিয়াছিল। —তাহাদের এই কার্য্যে সকলেরই ধারণা হইবে, ইহাদের কার্য্যে কোনও গলদ্ নাই।”

অতঃপর আরও কয়েক ঘণ্টা উভয়ের যুক্তি-পরামর্শ চলিল, কিন্তু মিঃ ব্লেক যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও মিঃ জেভিটের সংশয় দূর করিতে পারিলেন না ; তাহার মনের ধাঁধা কাটিল না। ক্রমে রাত্রি দশটা বাজিল। মিঃ জেভিট্ অবশেষে বলিলেন, “তুমি যাহাই বল এই ব্যাপারে আমি রাল্‌ফ রাইক্সকে জড়াইতে পারিতেছি না ; এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত এসম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ না পাওয়া যাইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি রাল্‌ফকে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত বলিয়াই মনে করিব।”

সহসা মিঃ জেভিটের বহির্দ্বারে ঘণ্টাধ্বনি হইল ; তাহা শুনিয়া মিঃ জেভিট্ বলিলেন, “এত রাত্রে কে দেখা করিতে আসিল ?”

অল্পক্ষণ পরে মিঃ জেভিটের পরিচারিকা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে বলিল, “মহাশয়! গ্রে-বর্ণ পার্ক হইতে মিসেস্ ওয়েল্‌স্ আপনার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন।”

মিঃ জেভিট্ সবিস্ময়ে বলিলেন, “মিসেস্ ওয়েল্‌স্ এত রাত্রে আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে! ব্যাপার কি ? বিশেষ কোনও কারণ ভিন্ন এত রাত্রে সে আমার কাছে আসিত না ; শীঘ্র তাহাকে এখানে পাঠাইয়া দাও।”

প্রায় একমিনিট পরে মিসেস্ ওয়েল্‌স্ মিঃ জেভিটের সম্মুখে উপস্থিত হইল ; তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়াই মিঃ জেভিট্ বুঝিলেন, বিশেষ কোনও গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়াছে।

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "মিসেস্ ওয়েল্স্, এত রাত্রে তুমি এখানে ?"

মিসেস্ ওয়েল্স্ রুদ্ধশ্বাসে বলিল, "বড়ই দুঃসংবাদ মহাশয়! নীনার কি হইল ?"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "নীনার কি হইয়াছে! তাহার কি কোন অসুখ হইয়াছে ?"

মিসেস্ ওয়েল্স্ বলিল, "নীনাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না! সে কি বাড়ীতে নাই ?"

মিসেস্ ওয়েল্স্ বলিল, "না মহাশয়, কোথাও নাই।"

এই কথা বলিয়াই মিসেস্ ওয়েল্স্ কাঁদিয়া উঠিল। মিঃ জেভিট্ ব্যাকুল-ভাবে বলিলেন, "তোমার কথা বুঝিতে পারিলাম না, সকল কথা খুলিয়া বল।"

মিসেস্ ওয়েল্স্ বলিল, "আজ বৈকালে চারিটার পর নীনা তাহার ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল; সে একাকী গিয়াছিল। আমরা ভাবিয়া-ছিলাম, অন্যান্য দিনের মত সে বাগানের আশে-পাশে ঘুরিয়া ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই ফিরিয়া আসিবে; কিন্তু সে এখন পর্য্যন্ত ফিরিল না।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "তোমরা তাহার খোঁজে লোক পাঠাইয়াছিলে ?"

মিসেস্ ওয়েল্স্ বলিল, "হাঁ মহাশয়; তাহাকে খুঁজিবার জন্য চারিজন লোক গিয়াছিল, কিন্তু কোথাও তাহাকে পাওয়া যায় নাই। খালের ধারে একটা গাছে তাহার ঘোড়াটা বাঁধা ছিল, কিন্তু নীনার সন্ধান নাই!—আমার আশঙ্কা হইতেছে—"

এই কথা বলিয়া মিসেস্ ওয়েল্স্ হঠাৎ চুপ করিল।

মিঃ জেভিট্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি আশঙ্কা হইতেছে ?"

মিসেস্ ওয়েল্স্ কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "আমার আশঙ্কা হইতেছে, সে জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে! আজ সমস্ত দিন তাহাকে অত্যন্ত বিমর্ষ ও চিন্তাকুল দেখিয়াছিলাম; বিশেষতঃ, খালের ধারে ঘোড়াটিকে বাঁধা দেখিয়া আমার মনে এই আশঙ্কাই প্রবল হইয়াছে। আমি চাকরদের ও কয়েকজন প্রজাকে

ডাকাইয়া খালে জাল নামাইয়া দিয়াছি। তাহারা জাল ফেলিয়া দেখিতেছে, খালের জলে মৃতদেহ পাওয়া যায় কি না।"

মিঃ জেভিট্ সবেগে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "মিসেস্ ওয়েল্‌স্, তুমি ব্যস্ত হইও না। নীনা যে হঠাৎ এরূপ কার্য্য করিবে ইহা বোধ হয় না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমারও তাহাই বিশ্বাস। আমি মিস্ নীনাকে একবার মাত্র দেখিয়াছি; কিন্তু তাহাতেই আমার ধারণা হইয়াছে কোন কারণে আত্মহত্যা করিতে পারে, সে এরূপ প্রকৃতির রমণী নহে; আপনার আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক।"

মিসেস্ ওয়েল্‌স্ ব্যগ্রভাবে বলিল, "কোন দুর্ঘটনা না ঘটিলে তাহাকে পাওয়া যাইতেছে না কেন? অনুসন্ধানের ত কোন ত্রুটি হয় নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার বিশ্বাস নীনাকে পাওয়া যাইবে।—আপনি এখানে কিরূপে আসিলেন।"

মিসেস্ ওয়েল্‌স্ বলিল, "আমাদের নীল মোটর গাড়ীতে আসিয়াছি; একজন মোটরচালক গাড়ীখানি লইয়া আসিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মিঃ জেভিট্‌কে সঙ্গে লইয়া আপনার গাড়ীতে আমরা গ্রে-বর্ণে যাইব।—আসুন মিঃ জেভিট্, আর বিলম্বের আবশ্যক নাই।"

মিঃ জেভিট্ তাড়াতাড়ি পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া মিঃ ব্লেক ও মিসেস্ ওয়েল্‌সের সঙ্গে দ্বার-প্রান্তস্থিত মোটর গাড়ীতে উঠিলেন।—মিঃ জেভিট্ মোটরচালককে বলিলেন, "গ্রে-বর্ণ পার্কে চল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু তৎপূর্ব্বে কুইন্স হোটেলের দরজায় গাড়ীখানা একবার থামাইবে।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "আপনি কি অভিপ্রায়ে এ কথা বলিলেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি সেখান হইতে আমার অনুচর স্মিথকে ও আমার কুকুর টাইগারকে সঙ্গে লইব। টাইগারকে সঙ্গে লইতেই হইবে।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "তাহার সাহায্যে অনুসন্ধানের কোনও সুবিধা হইবে কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি ত এইরূপই আশা করি ; সে অনেকবার কৃতকার্য্য হইয়াছে।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "তাহা হইলে নীনা আত্মহত্যা করে নাই, ইহাই আপনার বিশ্বাস ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, এইরূপই আমার বিশ্বাস ; আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহার ন্যায় রমণী আত্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইবে না, তাহাকে দেখিয়াই আমার এই ধারণা হইয়াছিল ; তাহার সহিত দুই চারিটা কথা কহিয়াই আমি তাহার চরিত্রের দৃঢ়তার পরিচয় পাইয়াছি।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "নীনা বাড়ী ছাড়িয়া কখনও কোথাও যায় নাই, আজ হঠাৎ তাহার অন্তর্দ্ধানের কারণ কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কেহ হয় ত তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, এবং কোথাও লুকাইয়া রাখিয়াছে।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "এরূপ কার্য্যে কাহার সাহস হইবে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, ইহাও রাল্‌ফ রাইক্লেরই কীর্ত্তি। নীনা রাল্‌ফ্‌কে বিবাহ করিতে অসম্মত হওয়ায় রাল্‌ফ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, যেরূপে হউক তাহাকে বিবাহ করিবেই ; একথা পূর্ব্বে না শুনিলে আমার এরূপ সন্দেহ হইত না। রাল্‌ফ নিশ্চয়ই নীনাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে ; কোন্ পথে কোথায় গিয়াছে, টাইগার তাহার সন্ধান করিবে।"

দশম পরিচ্ছেদ

আমরা যে খালের কথা বলিয়াছি, তাহা অতি বৃহৎ খাল। কতকগুলি লোক নৌকা ও জাল লইয়া সেই রাত্রিকালে এই খালের জলে নীনার মৃতদেহের অনুসন্ধান করিতেছিল। নৌকার লণ্ঠনগুলি হইতে উজ্জ্বল দীপরশ্মি খালের জলে প্রতিফলিত হইতেছিল।—মিঃ ব্লেক তাঁহার সঙ্গীগণের সহিত গ্রে-বর্ণ পার্কের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া খালের ধারে গাড়ী হইতে নামিলেন।

তৎপূর্ব্বেই জলে অনেকবার জাল নামাইয়া মৃতদেহের অনুসন্ধান হইয়াছিল, কিন্তু কোন ফল পাওয়া যায় নাই। মিঃ ব্লেক মিঃ জেভিট্‌কে বলিলেন, "ইহারা অনর্থক পরিশ্রম করিতেছে, খালের জলে মৃতদেহ নাই; নীনা জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে একথা বিশ্বাসের অযোগ্য। রাল্‌ফ রাইক্সের অনুচরেরা নিশ্চয়ই তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে; তাহারা তাহাকে কোথায় লইয়া গিয়াছে, তাহাই খুঁজিয়া দেখিতে হইবে। নীনার ঘোড়াটা যেখানে বাঁধা ছিল, আমরা প্রথমে সেইস্থানে যাইব। টাইগার সেখান হইতে গন্ধের অনুসরণ করিবার সুবিধা পাইবে।"

মিঃ জেভিটের আদেশানুসারে একজন ভৃত্য তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া অদূরবর্ত্তী একটি বৃক্ষতলে উপস্থিত হইল। সেই বৃক্ষের শাখায় ঘোড়াটি বাঁধা ছিল; কিন্তু সেই স্থানে এত অধিক লোক নীনার সন্ধানে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিয়াছিল যে,টাইগারের পক্ষে নীনা ও তাহার আততায়ীগণের পদচিহ্নের অনুসরণ করিবার কোন উপায় ছিল না। তথাপি মিঃ ব্লেক একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলেন, কিন্তু টাইগার ক্রমাগত সেইস্থানেই ঘুরিতে লাগিল; সে অন্য কোন দিকে যাইবার চেষ্টা করিল না। তাহার চেষ্টা নিস্ফল, ইহা বুঝাইবার জন্য সে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া দুই একবার নিরাশাসূচক শব্দ করিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া মিঃ ব্লেক বলিলেন. "না, কোন ফল পাওয়া

যাইবে না ; যদি আমরা অন্ততঃ একঘণ্টা পূর্ব্বেও এখানে আসিতে পারিতাম, এবং বহু লোকের সমাগমে পদচিহ্নগুলি নষ্ট না হইত, তাহা হইলে বোধহয় আমাদের চেষ্টা সফল হইত ; টাইগার তাহার অক্ষমতা জানাইতেছে।”

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, “যাহারা খালে জাল নামাইয়াছিল, তাহারা বিফল-প্রযত্ন হইয়া ঐ দেখ নৌকাগুলি তীরে লইয়া আসিতেছে। নীনার কি হইল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছে !”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “চঞ্চল হইবারই কথা বটে ! কিন্তু আমরা এখানে দাঁড়াইয়া হা-হুতাশ করিলে তাহার সন্ধান পাইব, এরূপ আশা নাই ; এস্থানে অনুসন্ধান করিয়াও কোন ফল নাই। আমাদিগকে স্থানান্তরে অনুসন্ধান করিতে হইবে।”

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, “স্থানান্তরে কোথায় যাওয়া যাইবে ? অন্ধকারে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া কি লাভ ?”

মিঃ ব্লেক এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না ; তিনি গম্ভীর ভাবে পুনর্ব্বার গাড়ীতে উঠিয়া মিঃ জেভিটের গৃহাভিমুখে গাড়ী চালাইতে বলিলেন।

মিঃ জেভিটের গৃহে উপস্থিত হইয়া মিঃ ব্লেক তাঁহাকে বলিলেন, “আমাকে অবিলম্বে লণ্ডনে যাইতে হইবে, আজ রাত্রে কোন্ সময় ট্রেণ পাইব ?”

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, “রাত্রের শেষ ট্রেণ ত চলিয়া গেল, রাত্রে আর ট্রেণ নাই ; প্রত্যূষে পাঁচটার সময় ট্রেণ পাইবে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তাহা হইলে অগত্যা সেই ট্রেণেই যাইতে হইবে। আমি একাকী যাইব, স্মিথ এখানে থাক ; আবশ্যক হইলে, সে তোমাকে সাহায্য করিতে পারিবে।”

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, “তুমি যদি প্রত্যূষেই লণ্ডনে যাও, তাহা হইলে রাত্রিটা আমার বাড়ীতেই থাক ; হোটেল অপেক্ষা এখান হইতে ষ্টেশন নিকট।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ধন্যবাদ ! তোমার প্রস্তাবে আমার আপত্তির কোন কারণ নাই। তোমার ন্যায় বন্ধুর অতিথি হওয়া আমি সৌভাগ্য মনে করি ; বিশেষতঃ তোমার সঙ্গে আমার আরও দুই চারিটি কথা আছে।”

স্মিথ ও টাইগার মিঃ ব্লেকের নিকটেই ছিল ; তিনি স্মিথকে টাইগার সহ হোটেলে যাইতে আদেশ করিলেন।—স্মিথ তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "আমাকে তুমি আর কি কথা বলিবে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি আজ সমস্ত দিন এই অদ্ভুত ব্যাপার সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহাই তোমাকে বলিব মনে করিয়াছি। আধঘণ্টা পূর্ব্বেও আমি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই ; একটা বিষয় সম্বন্ধে আমার মনে কিছু খট্‌কা ছিল, কিন্তু হঠাৎ সেই খট্‌কাটা দূর হইয়াছে।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "তুমি কি সার মর্টনের উইল সম্বন্ধে কোন নূতন সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছ ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, আমি এখন পর্য্যন্ত এই দুর্ভেদ্য রহস্য-ভেদে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। এই উইলঘটিত একটা কথা সম্বন্ধে আমার যে সন্দেহ ছিল, তাহা আর নাই ; কথাটা তোমাকে বলি। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, সার মর্টনের শেষ উইলখানি কৃত্রিম।"

মিঃ জেভিট্ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "কৃত্রিম ? তোমার কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি। আমার বিশ্বাস, এই উইল লেখাপড়া হইবার পূর্ব্বেই সার মর্টনের মৃত্যু হইয়াছিল।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "আজ প্রভাতে সার মর্টনের পরিচ্ছদ পরীক্ষা করিয়াও তুমি ঠিক এই ধরণের কথা বলিয়াছিলে ; তখন তোমার কথা শুনিয়া আমি তাহা বিশ্বাস করিতে পারি নাই। কিন্তু তোমার মত লোকের মুখে সে কথা শুনিয়া আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। এখন তুমি সেই কথাটি অধিকতর দৃঢ়তার সহিত বলায় আমাকে হতবুদ্ধি হইতে হইয়াছে ; আমি জাগিয়া আছি, কি ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছি, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি কোন্ প্রমাণে বা কোন্ যুক্তিতে এই সিদ্ধান্তে

উপনীত হইয়াছ তাহা খুলিয়া বল। সকল কথা না শুনিলে আমার মন স্থির হইবে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কোনও একটি বিশেষ যুক্তি বা প্রমাণে নির্ভর করিয়া আমি একথা বলিতেছি না; অনেকগুলি ঘটনা মিলাইয়া আমি যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছি, তাহা যে অখণ্ডনীয় ইহা তোমাকে স্বীকার করিতেই হইবে।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "উইল করিবার পূর্ব্বে সার মর্টনের মৃত্যু হইয়া থাকিলে, তিনি কিরূপে এই উইল করিলেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অন্য কোনও লোক তাঁহার ছদ্মবেশ ধরিয়া এই উইল করিয়াছে।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "তুমি বলিতেছ কি! অন্য কেহ সার মর্টনের ছদ্মবেশ ধরিয়া উইল করিলে তাহা কি ধরা পড়িত না?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কে ধরিবে?"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "ডিস্‌নে ও ফেরিস্, এতদ্ভিন্ন—"

মিঃ ব্লেক বাধা দিয়া বলিলেন, "ডিস্‌নে ও ফেরিস্ এই ষড়যন্ত্রের নায়ক, একথা তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ? তাহাদের জ্ঞাতসারে এবং সম্মতিক্রমে যে কার্য্য হইয়াছে, তাহারা কি সেই কার্য্যের সমর্থন করিবে না?"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "কিন্তু ঐ দুইজন ব্যতীত সেখানে অন্য লোকও উপস্থিত ছিলেন; মিঃ হুইট্‌ল্ কি এত সহজে প্রতারিত হইবেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মিঃ হুইট্‌ল্ যদি পূর্ব্বে সার মর্টনকে দেখিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রতারিত করা সহজ হইত না; কিন্তু মিঃ হুইট্‌ল্ তৎপূর্ব্বে সার মর্টনকে দেখেন নাই। সুতরাং যাহার আদেশে তিনি উইলের খস্‌ড়া করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি প্রকৃত সার মর্টন কি না, তাহা তাঁহার বুঝিবার উপায় ছিল না।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "কথাটা ঠিক বটে! আমি পূর্ব্বে একথা ভাবি নাই; এখন বুঝিতেছি, তোমার এই সিদ্ধান্ত নিতান্ত অমূলক নহে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এখন বোধ হয় তুমি বুঝিয়াছ, কেবল মিঃ হুইট্‌ল্

নহেন, যাহারা উইলের সাক্ষী হইয়াছিল, তাহারাও এইরূপে প্রতারিত হইয়াছে ; তাহাদের কেহই সার মর্টনকে চিনিত না।”

মিঃ জেভিট্ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, “তোমার কথা সত্য, তবে একটা কথা আমি বুঝিতে পারিতেছি না ; মিঃ হুইট্‌ল্ উইলের লেখাপড়া শেষ করিয়া হোটেল হইতে বিদায় লইবার প্রায় পনের মিনিট পরে ডাক্তার ফালিষ্টার হোটেলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং সিসিল তাহার মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে সার মর্টনকে দেখিয়াছিল, ইতিমধ্যে হঠাৎ একজন ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া উইলখানি শেষ করিয়া গেল, ইহা কি সম্ভব ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমি স্বীকার করি, সিসিল তাহার পিতার মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখিয়াছিল ; এবং ডাক্তার ফালিষ্টারও যে হোটেলে উপস্থিত হইয়া সার মর্টনেরই মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়াছিলেন, একথা অস্বীকার করি না। তথাপি একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, হোটেলে সার মর্টনের মৃত্যু হয় নাই।”

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, “তুমি কি বলিতে চাও সার মর্টনের মৃত্যুর পর অন্য কোন লোক তাঁহার ছদ্মবেশে হোটেলে আসিয়া উইল করিয়া গিয়াছিল ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, তাহাই হইয়াছিল ; মিঃ হুইট্‌ল্ হোটেল ত্যাগ করিবার পর ও ডাক্তার ফালিষ্টারের হোটেলে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে ছদ্মবেশধারীকে সরাইয়া সার মর্টনের মৃতদেহ হোটেলে লইয়া আসা হইয়াছিল ; সুতরাং ডাক্তার ফালিষ্টারকে প্রতারিত করিবার আবশ্যক হয় নাই।”

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, “ব্যাপারটা অসম্ভব মনে হইতেছে ; ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু যাহা সহজে বিশ্বাস করিতে পারা না যায়, তাহাও অনেক সময় সত্য হইয়া থাকে। আমি স্বীকার করি, ষড়যন্ত্রকারীরা অত্যন্ত সাফাই-হাতে সঙ্কল্পসিদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু তুমি সেই সময়ের সকল ঘটনা ধীরভাবে আলোচনা করিয়া দেখ ; ঠিক

যে সময় সার মর্টনের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ, সে সময় হোটেলে ডিস্‌নে ও ফেরিস্‌ ভিন্ন অন্য কেহই ছিল না। তাহারা তাড়াতাড়ি মিঃ হুইট্‌ল্‌কে হোটেল হইতে বিদায় করিয়াছিল; এমন কি, বাতগ্রস্ত বৃদ্ধ হোটেল-ওয়ালাকে ডাক্তার ডাকিতে স্থানান্তরে পাঠাইয়াছিল, এবং লেড্‌উইক্‌কেও মোটর গাড়ী লইয়া মিঃ হুইট্‌লের সঙ্গে পাঠাইয়াছিল। এই সুযোগে তাহারা সার মর্টনের মৃতদেহ কোন গুপ্তস্থান হইতে বাহির করিয়া হোটেলের দ্বিতলে টানিয়া তুলিয়াছিল।”

মিঃ জেভিট্‌ বলিলেন, “কিন্তু মনে কর, যদি ডাক্তার ফালিষ্টার মিঃ হুইট্‌লের বিদায় গ্রহণের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরেই হোটেলে উপস্থিত হইতেন, তাহা হইলে ষড়যন্ত্রকারীরা কিরূপে শেষরক্ষা করিত?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তাহারা সে পথ বন্ধ করিয়াছিল; নতুবা পথিমধ্যে ডাক্তার ফালিষ্টারের মোটরের কল বিগ্‌ড়াইবে কেন? ইহাও ত তাহাদের ষড়যন্ত্রের ফল।”

মিঃ জেভিট্‌ বলিলেন, “এই ব্যাপারে তাহাদের কোন হাত ছিল, এরূপ ত বিশ্বাস হয় না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তাহাদের সহিত এই ব্যাপারের সংস্রব ছিল না বটে, কিন্তু ডাক্তার ফালিষ্টারের মোটরচালককে তাহারা যে হস্তগত করিয়াছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ডাক্তার ফালিষ্টার সার মর্টনের নিকট উপস্থিত হইবার জন্য অত্যন্ত তাড়াতাড়ি করিলেও তাঁহার মোটরচালক গাড়ী আনিতে অন্যায় বিলম্ব করিয়াছিল; তাহার পর পথিমধ্যে মোটরের কল বিগ্‌ড়াইয়া যাওয়ায় তাঁহার হোটেলে উপস্থিত হইতে যে বিলম্ব হইয়াছিল, ষড়যন্ত্রকারীদের কার্য্যোদ্ধারের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। তাহারা ডাক্তার ফালিষ্টারের মোটরচালককে হাত না করিলে তাঁহার হোটেলে উপস্থিত হইতে এরূপ বিলম্ব হইত না। যাহা হউক, ডাক্তার ফালিষ্টার হোটেলে পদার্পণ করিয়া সার মর্টনের মৃত-দেহ পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখিলেন, তাঁহার দেহের মাংসপেশীসমূহ শক্ত হইয়া গিয়াছে; অথচ ডিস্‌নের কথা বিশ্বাস করিতে হইলে তাহার অতি অল্প

পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, ইহা স্বীকার করিতে হয়। ডাক্তারের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যই সে এ কথা বলিয়াছিল ; কিন্তু মিঃ হুইট্‌ল্ হোটেল ত্যাগকালে যাঁহাকে জীবিত দেখিয়াছিলেন, ডাক্তার ফালিষ্টার হোটেলে উপস্থিত হইয়া যদি তাঁহারই মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ডাক্তারী শাস্ত্র মিথ্যা হয় ; কারণ এরূপ অল্প সময়ের মধ্যে মৃত ব্যক্তির মাংসপেশী শক্ত হইতে পারে না।"

মিঃ জেভিট্ রুদ্ধ নিশ্বাসে মিঃ ব্লেকের কথাগুলি শ্রবণ করিতেছিলেন ; সকল কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "ব্লেক, তোমার যুক্তি অখণ্ডনীয় ; কেহই ইহা খণ্ডন করিতে পারিবে না। তুমি নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিয়াছ, মিঃ হুইট্‌ল্ যাঁহাকে জীবিত দেখিয়াছিলেন, এবং ডাক্তার ফালিষ্টার যাঁহার মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিভিন্ন ব্যক্তি ; তথাপি তোমার সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত কি না, এ সম্বন্ধে সন্দেহের দুই একটি কারণ আছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কি কারণ বল।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "প্রথম কারণ এই ;—ডাক্তার ফালিষ্টার মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, স্বাভাবিক ভাবেই সার মর্টনের মৃত্যু হইয়াছে, হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ ; ইহাতে যে কোনও মুহূর্ত্তে তাঁহার মৃত্যু হইতে পারিত। যদি তর্কের অনুরোধে স্বীকার করা যায়, কেহ তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া উইলের লেখাপড়া শেষ করিয়াছে, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, সেই ব্যক্তি তাঁহার মৃত্যুর প্রতীক্ষায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "সে দিবারাত্রি ছদ্মবেশ ধারণের সাজ-সরঞ্জাম লইয়া বসিয়াছিল? সার মর্টন কোন্ সময় প্রাণত্যাগ করিবেন তাহার নিশ্চয়তা ছিল না, সুতরাং সেই ব্যক্তি ছদ্মবেশ ধারণের আশায় মাসের পর মাস তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়াছে, ইহা কি সম্ভব? মানুষে কি ইহা পারে? সার মর্টন হোটেলে না মরিয়া যদি কোন প্রকাশ্য স্থানে বা রাজপথে

মারা পড়িতেন, তাহা হইলে সে কিরূপে মৃতদেহ গোপন করিয়া সার মর্টনের ছদ্মবেশ ধারণ করিত ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন,"ইহা চিন্তার বিষয় বটে, আমিও যে একথা না ভাবিয়াছি এরূপ মনে করিও না ; কিন্তু অনেক চিন্তার পর সমস্যা পূরণ করিয়াছি।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "কিরূপে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার প্রশ্নের একমাত্র উত্তর, সার মর্টনকে দুর্ব্বৃত্তেরা হত্যা করিয়াছিল ; তাহারা সকল আয়োজন শেষ করিয়া অবসর বুঝিয়াই তাঁহাকে হত্যা করে, সুতরাং তাহাদের সঙ্কল্পসিদ্ধির অসুবিধা হয় নাই।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "তোমার অনুমান সত্য হইলে আর কিছুই বলিবার থাকে না ; কিন্তু তোমার এই অনুমান যে সত্য, তাহা প্রমাণসাপেক্ষ। তোমার পক্ষে ইহা প্রমাণ করাও কঠিন হইবে ; কারণ ডাক্তার ফালিষ্টার সার মর্টনের মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়, অস্বাভাবিক ভাবে সার মর্টনের মৃত্যু হয় নাই ; তাঁহার মৃত্যু সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ডাক্তার ফালিষ্টারের এই বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত কেবল অনুমানের সাহায্যে খণ্ডন করা অসম্ভব।—সার মর্টন নিহত হইয়াছেন ইহার কোন প্রমাণ আছে কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "দুর্ভাগ্যক্রমে এখন পর্য্যন্ত আমি এই প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কিন্তু আমি হতাশ হই নাই ; এই রহস্যপূর্ণ ব্যাপারের অধিকাংশ রহস্যই আমি নখ-দর্পণে দেখিতে পাইতেছি, কেবল রহস্যের এই অংশটুকুই এখন পর্য্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন রহিয়াছে ; কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমি শীঘ্রই এই জটিল রহস্যভেদে কৃতকার্য্য হইব। তুমি আর দুই চারিদিন অপেক্ষা কর। এই রহস্যভেদের চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে নীনাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে ; তাহাই সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি ? তুমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই কঠিন কার্য্যে অগ্রসর হইতেছ, এজন্য তুমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র।—ভগবান নীনাকে নিরাপদে রক্ষা করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

মিঃ ব্লেক রাল্‌ফ রাইক্সকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন। তিনি স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন রাল্‌ফই এই ষড়যন্ত্রের নেতা, সকল অনিষ্টের মূল; সার মর্টনকে হত্যা করা, কৃত্রিম উইলের সাহায্যে সার মর্টনের সমগ্র সম্পত্তি অধিকার করিয়া সিসিল ও নীনাকে পথে বসাইবার চেষ্টা করা, নীনাকে বশীভূত করিবার জন্য তাহাকে অপহরণ করা—এ সমস্তই রাল্‌ফের কার্য্য; সুতরাং এই অদ্ভুত জীবটিকে দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করা মিঃ ব্লেকের পক্ষে অসঙ্গত নহে।

মিঃ ব্লেক রাল্‌ফ রাইক্সের লণ্ডনস্থ ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিলেন; এবং কিরূপে তাহার তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

রাল্‌ফ রাইক্স লণ্ডনস্থ হাইড্‌ পার্কের সন্নিকটে একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকায় অত্যন্ত ধূমধামের সহিত বাস করিতেছিল। মিঃ ব্লেক যে দিন লণ্ডনে পদার্পণ করিলেন, তাহার পরদিন প্রভাতেই রাইক্সের সন্ধানে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ছদ্মবেশে ও অত্যন্ত সাবধানে রাল্‌ফ রাইক্সের অনুসরণ করা আবশ্যক। সুতরাং তিনি ছদ্মবেশে সজ্জিত হইয়াই রাল্‌ফ রাইক্সের সন্ধানে বাহির হইলেন, এবং তাহার সন্ধান পাইয়া ক্রমাগত দুই দিন নানা স্থানে তাহার অনুসরণ করিলেন। তিনি দেখিলেন, রাল্‌ফ রাইক্স লণ্ডনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হোটেলগুলিতে ও বড় বড় ক্লাবে যাতায়াত করে; আবার যে সকল ক্লাবের অত্যন্ত দুর্নাম আছে, সেখানেও সে অসঙ্কোচে গমন করিয়া ধর্ম্মজ্ঞানরহিত ইতর লোকের সঙ্গে হাস্যামোদ করে, এবং জুয়ার আড্ডায় উপস্থিত হইয়া জুয়ায় টাকা হারে। তিনি ইহাও দেখিলেন যে, ভদ্রলোক অপেক্ষা ইতর লোকের সহিতই তাহার অধিক ঘনিষ্ঠতা।

মিঃ ব্লেক দুই দিন ধরিয়া বিভিন্ন স্থানে রাল্‌ফ রাইক্সের অনুসরণ করিয়া তাহার প্রকৃত স্বভাবের পরিচয় পাইলেও তিনি যে উদ্দেশ্যে তাহার অনুসরণ করিতেছিলেন, তৎসম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারিলেন না; এবং তিন দিনের চেষ্টাতেও তিনি সন্ধান পাইলেন না—নীনা কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়াছে; এমন কি, উইলের রহস্য ভেদেও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তথাপি তিনি হতাশ না হইয়া তাঁহার পন্থার অনুসরণ করিলেন, প্রত্যহই ছদ্মবেশে রাল্‌ফের অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ দিন মিঃ ব্লেক রাল্‌ফের অট্টালিকার বহির্ভাগে প্রচ্ছন্নভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাহার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাকে দীর্ঘ-কাল আপক্ষা করিতে হইল না; অল্পক্ষণ পরেই রাল্‌ফ বাহিরে আসিল।

মিঃ ব্লেক রাল্‌ফ রাইক্সের আকার-প্রকার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

রাল্‌ফ রাইক্স দীর্ঘদেহ যুবক, কিন্তু অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ; তাহার বয়স ত্রিশ বৎসরের অধিক নহে। কিন্তু অতিরিক্ত পরিমাণে মদ্যপান করায় ও চরিত্রহীন হওয়ায় তাহাকে অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক বলিয়াই বোধ হইত। তাহার চক্ষু-তারকা কৃষ্ণবর্ণ; ক্ষুদ্র চক্ষু দু'টি বসিয়া গিয়াছিল; দৃষ্টি অত্যন্ত চঞ্চল, যেন সর্ব্বক্ষণ উদ্বেগ ও আশঙ্কায় আচ্ছন্ন; তাহার পাণ্ডুর মুখমণ্ডল দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইত—কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরিয়াছে! সেই বয়সেই তাহার গালের হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছিল।

রাল্‌ফ রাইক্সকে তদবস্থায় দেখিয়া মিঃ ব্লেকের বোধ হইল, পূর্ব্ব রাত্রে তাহার সুনিদ্রা হয় নাই, এবং তখন পর্য্যন্ত তাহার অবসাদ দূর হয় নাই। রাল্‌ফ মন্থর গতিতে পিকাডিলি অভিমুখে অগ্রসর হইলে, মিঃ ব্লেক দূরে থাকিয়া তাহার অনুসরণ করিলেন। রাল্‌ফ পিকাডিলিতে উপস্থিত হইয়া পথিপ্রান্তস্থ একখানি মোটর গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল; গাড়ীখানি তৎক্ষণাৎ বায়ুবেগে ধাবিত হইল।

নিকটেই মোটর গাড়ীর আড্ডা; মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ আর একখানি মোটর গাড়ীতে উঠিয়া রাল্‌ফের মোটরের অনুসরণ করিলেন।

রাল্‌ফের মোটরখানি প্রশস্ত ও সঙ্কীর্ণ নানা পথ ও গলি অতিক্রম করিয়া বেজ্‌ওয়াটার অভিমুখে ধাবিত হইল, এবং বাম দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া বারিকের মত একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকার সম্মুখে থামিল।

মিঃ ব্লেকও কিছু দূরে থাকিয়া তাঁহার গাড়ী থামাইলেন। তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, রাল্‌ফ তাড়াতাড়ি সেই অট্টালিকার সদর দেউড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল; এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হইল।

মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "দেখিতেছি রাল্‌ফের গাড়ীখানা দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, সুতরাং সে নিশ্চয়ই শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে; ফিরিয়া আসিয়া আবার কোথায় যায় তাহা দেখিতে হইবে; আমার গাড়ীখানি ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না।"

মিঃ ব্লেকের অনুমান মিথ্যা হইল না। রাল্‌ফ পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সেই অট্টালিকার বাহিরে আসিল, কিন্তু একাকী আসিল না; মিঃ ব্লেক তাহার সঙ্গে একটি বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন! লোকটা প্রকাণ্ড জোয়ান, অনেকটা এদেশী পালোয়ানের মত শরীর; তাহার মাংসপেশীগুলি যে লৌহবৎ কঠিন, তাহা তাহার দেহ দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। তাহার মস্তক ক্ষুদ্র; চক্ষু দুটি মিট্‌মিটে, দৃষ্টি ক্রূরতাপূর্ণ; মুখে পৈশাচিকতা অঙ্কিত।

রাল্‌ফ রাইক্সের এই সঙ্গীটিরই নাম কালেব্‌ ডিস্‌নে। তাহাকে রাল্‌ফের সঙ্গে দেখিয়া মিঃ ব্লেক হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন। তিনি তাহার সাজসজ্জা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলেন; কারণ তখন ডিস্‌নে ভৃত্যের পরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাল্‌ফের ন্যায় অতি উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়াছিল; বিশেষতঃ, প্রভুর নিকট ভৃত্যের যে স্বাভাবিক সঙ্কোচ দেখা যায়, তাহার সে সঙ্কোচ ছিল না; সে রাল্‌ফের সমকক্ষের ন্যায় তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল! তাহার মুখ দেখিয়া মিঃ ব্লেকের মনে হইল, সে যেন মনে মনে বলিতেছে, "আমি এখন একজন প্রকাণ্ড ভদ্রলোক! আমার সঙ্গে যিনি যাইতেছেন তাঁহার

অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহি ; লণ্ডনে এরূপ লোক কেহই নাই, যে আমাকে ভদ্রলোক মনে না করিয়া চাকর মনে করিতে পারে।"

মিঃ ব্লেক তাহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনে মনে বলিলেন, "ডিস্‌নের সহিত রাল্‌ফের ষড়যন্ত্র ছিল, ইহা অনুমান করিয়াছিলাম ; কিন্তু ইহাদিগকে একত্র দেখিয়া আমার সেই সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হইল। যে কোন কারণেই হউক, ডিস্‌নে রাল্‌ফকে মুঠার ভিতর পুরিয়াছে, ইহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। ঐ যে, উহারা মোটর গাড়ীতে আবার উঠিল ; অনুসরণ করিয়া দেখি, উহারা কোথায় যায়।"

রাল্‌ফ ও ডিস্‌নে গাড়ীতে উঠিয়া পাশাপাশি বসিল ; মোটরচালক তৎক্ষণাৎ সোহো পল্লীর অভিমুখে শকট পরিচালিত করিল।—মিঃ ব্লেকও মোটর গাড়ীতে তাহাদের অনুসরণ করিলেন।

লণ্ডনের সোহো পল্লী বিলাসী যুবক যুবতীগণের বিলাস-লালসা পরিতৃপ্তির কেন্দ্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই পল্লীতে উপস্থিত হইয়া রাল্‌ফ ও ডিস্‌নে একটি প্রথম শ্রেণীর ভোজনাগারে প্রবেশ করিল। মিঃ ব্লেক সেই ভোজনাগারে উপস্থিত হইয়া তাহাদের অদূরে আর একখানি টেবিলে ভোজন করিতে বসিলেন। তিনি দেখিলেন, তাহাদের আদেশে নানা প্রকার ভোজ্য-দ্রব্য আনীত হইল ; সঙ্গে সঙ্গে শ্যাম্‌পেনের বোতল আসিল। মিঃ ব্লেক ভোজন উপলক্ষে তাহাদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলেন, এবং তাহারা কি পরামর্শ করে, তাহা শুনিবার জন্য উদ্যত কর্ণে বসিয়া রহিলেন।

ভোজন করিতে করিতে রাল্‌ফ ডিস্‌নের সহিত গল্প করিতে লাগিল ; বোধ হয় তাহারা সে সময় কোনও গোপনীয় প্রসঙ্গের আলোচনা করিতেছিল। তাহারা এরূপ নিম্নস্বরে আলাপ করিতে লাগিল যে, মিঃ ব্লেক বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাহাদের কোন কথা শুনিতে পাইলেন না। যাহা হউক, রাল্‌ফ গল্প করিতে করিতে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া মিঃ ব্লেকের শ্রুতিগম্য স্বরে একটি কথা দুই তিন বার বলিয়াছিল ; সেই কথাটি মিঃ ব্লেকের শ্রবণগোচর

হইল। রাল্‌ফ বলিয়াছিল "ফালিষ্টার নেহাৎ বোকা!"—ডিস্‌নেও এই উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়াছিল।

এই একটি মাত্র কথা ভিন্ন অন্য কোন কথা মিঃ ব্লেকের কর্ণগোচর হইল না। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের আলাপ চলিল; কিন্তু তাহা এতই মৃদুস্বরে যে, তাহা তাঁহার কর্ণগোচর হইল না। মিঃ ব্লেক আরও লক্ষ্য করিলেন যে, রাল্‌ফ ডাক্তার ফালিষ্টারের নাম উচ্চারণ করিয়াই সন্দিগ্ধ ভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিল, এবং ডিস্‌নের মুখের দিকে চাহিয়া এরূপ ভাব প্রকাশ করিল, যেন কথাটা বলিয়া সে বড়ই অন্যায় করিয়াছে।

মিঃ ব্লেক ভাবিতে লাগিলেন, "ইহারা ডাক্তার ফালিষ্টারকে নির্ব্বোধ মনে করিয়াছে কেন? ডাক্তার ফালিষ্টার বিচক্ষণ চিকিৎসক; তাঁহাকে ইহারা নির্ব্বোধ মনে করিবার কি কারণ পাইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না; তবে একথা নিশ্চয় যে, ইহারা তাঁহাকে কোনরূপে প্রতারিত করিতে না পারিলে, তাঁহাকে নির্ব্বোধ মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিত না।

যাহা হউক, অনেক চিন্তার পর মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল, সার মর্টনের মৃত্যু সম্বন্ধেই তাহারা আলোচনা করিতেছে, এবং ডাক্তার ফালিষ্টারকে সেই সূত্রে প্রতারিত করিয়াছে বলিয়া উহাদের এরূপ স্ফূর্ত্তি হইয়াছে; কিন্তু ইহা মিঃ ব্লেকের অনুমান মাত্র। তিনি যতটুকু শুনিতে পাইলেন তাহাতে কোন ফল লাভের আশা নাই বুঝিয়া দুঃখিত হইলেন, এবং তাহাদের উভয়ের গতিবিধির প্রতি আরও কিছুকাল দৃষ্টি রাখিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

ভোজন শেষ হইলে রাল্‌ফ ও ডিস্‌নে ভোজনাগার হইতে বহির্গত হইল। ডিস্‌নে পথে আসিয়া একখানি চলন্ত মোটর গাড়ী দেখিবামাত্র লাঠি তুলিয়া থামিতে ইঙ্গিত করিল; গাড়ীখানি থামিলে সে তাহাতে উঠিয়া বসিল, এবং মোটরচালককে ষ্টান্‌বরো ম্যান্সন্‌স্‌ নামক স্থানে যাইতে আদেশ করিল।

মিঃ ব্লেকও ঠিক সেই সময় পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, ডিস্‌নে মোটরচালককে তাহার যে ঠিকানা বলিল, মিঃ ব্লেক তাহা শুনিতে পাইলেন। গাড়ীখানি প্রস্থান করিলে তিনি মনে মনে বলিলেন, "রাইক্স সকালে

যে অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া ডিস্‌নেকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল, সেই অট্টালিকারই ত নাম ষ্টান্‌বরো ম্যান্সন্‌স্‌; ইহাতেই বোধ হইতেছে সেই স্থানেই ডিস্‌নের বাসা। এরূপ সুবৃহৎ ও সুসজ্জিত হর্ম্ম্যে বাস করা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ, সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে তাহা সাধ্যাতীত ব্যাপার। যে চিরদিন খান্‌সামাগিরি করিয়া আসিয়াছে, সে এরূপ স্থানে কিরূপে বাস করিতেছে? প্রচুর অর্থ হাতে না থাকিলে এভাবে নবাবী করিতে কাহারও সাহস হয় না। —ডিস্‌নে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সন্ধান না লইয়া বাড়ী ফিরিব না।”

মিঃ ব্লেক এই সঙ্কল্প করিয়া সটান ষ্টান্‌বরো ম্যান্সনে উপস্থিত হইলেন। এই প্রাসাদোপম সুবিস্তীর্ণ অট্টালিকায় অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি বিভিন্ন কক্ষ ভাড়া লইয়া বাস করেন। মিঃ ব্লেক সেই সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দুই একটি পরিচারকের নিকট সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলেন, ডিস্‌নে সেই অট্টালিকার দ্বিতলে একটি কুঠুরী ভাড়া লইয়া বাস করিতেছে; কিন্তু সে নাম ভাঁড়াইয়া কুঠুরীটি ভাড়া লইয়াছে। এখন তাহার নাম হইয়াছে ওয়েলিংটন ব্রেসি! খান্‌সামা যদি ভদ্রলোক সাজে, তাহা হইলে তাহাকে অত্যন্ত জমকালো নাম গ্রহণ করিতে হয়। এ দেশেও খাঁটি সাহেব অপেক্ষা মেকির আড়ম্বর বেশী!

এই সুবৃহৎ অট্টালিকায় খালি কুঠুরীর অভাব ছিল না; মিঃ ব্লেক একটি কুঠুরী ভাড়া লইলেন, এবং ডিস্‌নের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। কে কখন কি উপলক্ষে এই ছদ্মনামধারী খান্‌সামার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়, তিনি তাহার সন্ধান লইতে লাগিলেন; এবং তিন দিনের মধ্যে যে সকল লোক মিঃ ওয়েলিংটন ব্রেসির সহিত দেখা করিতে আসিল, মিঃ ব্লেক তাহাদের আগমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলেন, তাহারা সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তি; যে ষড়যন্ত্রে ডিস্‌নের সংস্রব আছে বলিয়া তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল, সেই ষড়যন্ত্রে তাহারা লিপ্ত ছিল বলিয়া বোধ হইল না।

যাহা হউক, আরও দুই দিন পরে মিঃ ব্লেকের সহিষ্ণুতা সফল হইল। সেই দিন সন্ধ্যাকালে আকাশ গাঢ় মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছিল; বাহিরে ভয়ানক অন্ধকার। মিঃ ব্লেক তাঁহার বৈদ্যুতিক দীপালোকিত কক্ষটিতে বসিয়া এক-

খানি সংবাদপত্র সম্মুখে খুলিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি বাহিরের বারান্দার দিকে; বারান্দা দিয়া কেহ ভিতরে আসিতেছে কি না তাহাই তিনি দেখিতেছিলেন।

এই স্থানে একটি কথার উল্লেখ আবশ্যক।—ডিস্‌নে সেই অট্টালিকার দ্বিতলে যে কুঠুরী ভাড়া লইয়াছিল, একতালায় ঠিক তাহার নীচের কুঠুরীটিই মিঃ ব্লেক নিজের বাসের জন্য ভাড়া লইয়াছিলেন। মিঃ ব্লেক বসিয়া থাকিতে থাকিতে শুনিতে পাইলেন, তাঁহার মাথার উপর বৈদ্যুতিক ঘণ্টার শব্দ হইল; ঐ শব্দ যে ডিস্‌নের কুঠুরী হইতে নির্গত হইয়াছিল তাহা তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন। সুতরাং তাঁহার ধারণা হইল, বাহিরের কোন লোক ডিস্‌নের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে; লোকটি কে, তাহা জানিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত কৌতূহল হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার কুঠুরী হইতে বাহির হইয়া বারান্দা দিয়া দ্বিতলের সিঁড়ীর দিকে চলিলেন।—এই সিঁড়ী তাঁহার বাসকক্ষের অব্যবহিত পরেই অবস্থিত ছিল।

মিঃ ব্লেক দ্বিতলে পদার্পণ করিবামাত্র দেখিতে পাইলেন একটি লোক ডিস্‌নের কক্ষে প্রবেশ করিল; কিন্তু তিনি তাহার পশ্চাদ্ভাগ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি ডিস্‌নের কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই আগন্তুক সেই কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিল; কিন্তু মিঃ ব্লেক তাহার পশ্চাদ্ভাগের যতটুকু দেখিয়াছিলেন তাহাতেই বুঝিতে পারিলেন, লোকটি বেশ জোয়ান; তাহার মস্তকটি ক্ষুদ্র, টুপীটি অতি বৃহৎ; এবং তাহার কলারটি অসাধারণ উচ্চ।

মিঃ ব্লেক আগন্তুকের পশ্চাদ্ভাগমাত্র দেখিতে পাইলেও তাঁহার মনে হইল, এই লোকটিকে তিনি পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছেন; কিন্তু কবে কোথায় দেখিয়াছেন, তাহা স্মরণ হইল না। তিনি মনে মনে বলিলেন, "ইহাকে পূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছি তাহা স্মরণ হইতেছে না; কিন্তু লোকটি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত নহে, উহার মুখখানি দেখিতে পাইলে চিনিতে পারাই সম্ভব।"

মিঃ ব্লেক আর সেখানে না দাঁড়াইয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার কুঠুরীতে ফিরিয়া

আসিলেন, এবং তাঁহার ডেস্কের দেরাজ খুলিয়া একটি কাগজের বাক্স বাহির করিলেন; এই বাক্সের ভিতর শণের রজ্জু নির্ম্মিত একটি সিঁড়ী ছিল, তাহার এক প্রান্তে দুইটি লোহার হুক্‌-আঁটা। তিনি সেই রজ্জু-সোপান লইয়া তাঁহার কুঠুরীর পশ্চাদ্বর্ত্তী বাতায়ন-পথে অট্টালিকার বাহিরে আসিলেন। এই দিকে লোকজনের সমাগম ছিল না, কারণ সেখানে খানিকটা খালি জমি পতিত পড়িয়াছিল; ভবিষ্যতে এই অট্টালিকার সহিত আরও কয়েকটি কুঠুরী সংযুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে অট্টালিকার অধিকারী এই জমিটুকু কিনিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিল।—সেখানে দিবাভাগেও লোকজন যাতায়াত করিত না, অন্ধকার রাত্রের ত কথাই নাই।

মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া একটি জনপ্রাণীও দেখিতে পাইলেন না; তখন তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে যে কার্য্য করিলেন, তাহা অত্যন্ত অদ্ভুত! তিনি তাঁহার কুঠুরীর পশ্চাদ্বর্ত্তী বাতায়নের ঊর্দ্ধস্থ কানিসের উপর উঠিয়া সেই রজ্জু-সোপানের প্রান্তস্থিত হুক্‌দুইটি এরূপ কৌশলে ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিলেন যে, তাহা ডিস্‌নের অধিকৃত কুঠুরীর বাতায়নের কানিসে আট্‌কাইয়া গেল। তখন তিনি সেই রজ্জু-সোপানের অপর প্রান্ত সবলে আকর্ষণ করিলেন; কিন্তু হুক্‌ দুইটি কানিসে এরূপভাবে আট্‌কাইয়া গিয়াছিল যে, তাহা খুলিয়া পড়িল না।

অনন্তর মিঃ ব্লেক সেই রজ্জু-সোপানের সাহায্যে অতি সাবধানে কানিসের উপর উঠিলেন, এবং যে স্থানে দণ্ডায়মান হইলেন, সেখান হইতে ডিস্‌নের বাতায়ন-পথে কক্ষের অভ্যন্তরভাগ সুস্পষ্টরূপে দেখা যায়; কিন্তু সেই সময় উক্ত বাতায়নের শার্সি খোলা থাকিলেও খড়খড়ি বন্ধ ছিল। তবে খড়খড়ির কোন কোন পাখী ঈষৎ উত্তোলিত থাকায় সেই কক্ষের কিয়দংশ তাঁহার দৃষ্টি-গোচর হইল। তিনি দেখিলেন, কক্ষটি উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত, এবং তাহা উৎকৃষ্টরূপে সজ্জিত।

মিঃ ব্লেক আরও দেখিতে পাইলেন,সেই কক্ষের মধ্যস্থলে একখানি টেবিলের দুই দিকে দুইজন লোক বসিয়া আছে। টেবিলের উপর হুইস্কির বোতল ও

গ্লাস রহিয়াছে। মিঃ ব্লেক ডিস্‌নের মুখখানি দেখিতে পাইলেও আগন্তুকের মুখ দেখিতে পাইলেন না; কারণ, সে বাতায়নের দিকে পৃষ্ঠস্থাপন করিয়া বসিয়াছিল। যাহা হউক, মিঃ ব্লেক আশা করিলেন, আগন্তুক কোন কারণে একবার মুখ ফিরাইলেই তাহার মুখ দেখিতে পাইবেন।

মিঃ ব্লেক আগন্তুকের মুখ দেখিতে না পাইলেও তাহার কথাগুলি সুস্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। সে ডিস্‌নের সহিত অসঙ্কোচে আলাপ করিতেছিল; কারণ তাহাদের আলাপ-পরামর্শ অন্যের কর্ণগোচর হইতে পারে, ইহা তাহারা কল্পনাও করে নাই।

আগন্তুক হাতমুখ নাড়িয়া বলিতে লাগিল, "শোন ছোক্‌রা, আমি এক কথার মানুষ। আমি কোন রকম ভাঁড়াভাঁড়ির ধার ধারি না, তোমাকে সোজা কথা বলিতেছি; অবিলম্বে আমাকে আর কিছু টাকা দিতে হইবে। কাজ লইবার সময় আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়া হইবে, এইরূপ কথা ছিল না?—এখন এত ভাঁড়াভাঁড়ি করিলে চলিবে কেন?"

ডিস্‌নে নরম হইয়া বলিল, "আরে ভাই! টাকা কি পলাইয়া গেল? কিছু দিন সবুর না করিলে টাকাগুলি পাইবার সুবিধা হইবে না। আমিও ত অনেক টাকা পাইব, ফেরিস্‌ও কম টাকা পাইবে না; কিন্তু টাকা পাইতে বিলম্ব হইতেছে। পরের হাতের টাকা, ঠিক সময়ে না পাইলে কি লাঠালাঠি করিব? তোমাকে হাজার টাকা পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে; আপাততঃ উহাতেই তোমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং রাইক্সও তোমাকে জানাইয়াছে, উইলের-প্রোবেট লওয়া না হইলে সম্পত্তি তাহার হাতে আসিবে না। আদালতের কাজ, তোমার আমার হুকুমে তাড়াতাড়ি তাহা শেষ হইবে না। উইলের প্রোবেট গ্রহণ করিতে আরও কিছু সময় লাগিবে; সুতরাং তোমাকে ততদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেই হইবে।"

আগন্তুক বলিল, "তোমার কথা স্বতন্ত্র; তুমি তোমার প্রাপ্য টাকার জন্য দশ বৎসর অপেক্ষা করিতে পার। আমি কার্য্যোদ্ধার করিয়া দিয়াছি, তোমাদের সঙ্গে আমার আর কোন সম্বন্ধ নাই; আমি আমার প্রাপ্য টাকার জন্য অনি-

র্দিষ্ট কাল অপেক্ষা করিব কেন? বিশেষতঃ, আমি দেনায় ডুবিয়া আছি; পাওনাদারেরা টাকার জন্য আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, তাহাদের আর থামাইয়া রাখিতে পারিতেছি না। আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা পাইব; তাহার মধ্যে হাজার-খানিক টাকা মাত্র দিয়াছ, এখনও প্রায় সমস্ত টাকাই বাকী; অথচ ক্রমাগত বলিতেছ, সবুর কর! আমি যে কাজ করিয়াছি, ইংলণ্ডের অন্য কোন লোককে দিয়া যদি সে কাজ হইত, তাহা হইলে তোমরা আমাকে কি পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে রাজী হইতে?—আর কোন্ বেটা ইংরাজ আমার মত ছদ্মবেশ ধারণ করিতে পারে?"

ডিস্‌নে বলিল, "এ বিষয়ে তোমার মত ওস্তাদ্ যে আর একটিও নাই, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। তুমি মরোবারির সেই ব্যারিষ্টারটার পর্য্যন্ত চোখে ধূলা দিয়াছিলে, অন্য কেহ নিশ্চয়ই তাহা পারিত না! ছদ্মবেশে তোমাকে ঠিক আসল মানুষ বলিয়াই মনে হইয়াছিল; এরূপ সাদৃশ্য আমি আর কোথাও দেখি নাই।—আমি ভিতরের কথা না জানিলে কখনই বুঝিতে পারিতাম না যে, তুমি আসল মানুষ নও।"

ডিস্‌নের এই প্রশংসাবাদে আগন্তুক অনেকটা নরম হইল; সে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া ডিস্‌নে তাহার হাত ধরিয়া বসাইল, এবং বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিল, "তুমি এত তাড়াতাড়ি উঠিতেছ কেন? এখনও রাত্রি অধিক হয় নাই; তুই এক গ্লাস টানিয়া একটু গল্পগুজব কর। টাকার কথা অনেক হইয়াছে, সে কথা ছাড়িয়া দাও; আমি যখন বলিয়াছি, তখন অনায়াসে নিশ্চিন্ত থাকিতে পার, ঠিক সময়েই টাকা পাইবে। আর যদি একটু কায়দা খাটাইতে পার, তাহা হইলে উহা অপেক্ষা অনেক অধিক টাকা অনায়াসে আদায় হইতে পারে।"

আগন্তুক একগ্লাস সোডা ও হুইস্কি গলাধঃকরণ করিয়া বলিল, "কিরূপ কায়দা?"

ডিস্‌নে বলিল, "তোমার মত খেলোয়াড় লোককেও সে কথা কি বলিয়া দিতে হইবে? আমরা রাইক্সের জন্য যাহা করিয়াছি, তাহার পরিবর্ত্তে সে

আমাদিগকে যে টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে, তাহা কি খুব বেশী মনে কর? সে আমাদের অনুগ্রহে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছে, আর আমরা তাহার নিকট যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কার পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিব? ইহা কখনই সম্ভব নহে। তুমি মনে করিও না, সে অগণ্য অর্থ লইয়া নবাবী করিবে, আর আমরা দূরে দাঁড়াইয়া কুকুরের মত লোলুপ দৃষ্টিতে তাহা দেখিব; ইহা কখনই হইবে না।"

এই কথা বলিয়া ডিস্‌নে একগ্ল্যাস সোডামিশ্রিত হুইস্কি এক নিশ্বাসে উদরস্থ করিল; তাহার পর তাহার সঙ্গীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি আমার কথা বুঝিয়াছ ত? তোমার মত কি বল।"

আগন্তুক বলিল, "তোমার কথাটা ঠিক বুঝিতে পারি নাই; তবে এই টুকু বুঝিয়াছি যে, তাহাকে কায়দায় ফেলিয়া তুমি আরও কিছু আদায় করিতে চাও।"

ডিস্‌নে বলিল, "হাঁ, তুমি ঠিকই বুঝিয়াছ। রাইক্রের মত লোককে কায়দায় না ফেলিলে টাকা আদায় করা কঠিন। আমি কায়দা করিয়াই টাকা আদায় করিব; সে অস্বীকার করিতে পারিবে না। অস্বীকার করিলে তাহারই বিপদ অধিক,—প্রাণ লইয়া টানাটানি!"

আগন্তুক বলিল, "তোমার আশা অত্যন্ত অধিক; কিন্তু সে যে তোমার আশা পূর্ণ করিতে সম্মত হইবে, এরূপ বোধ হয় না। সে জানে আমরা তাহাকে ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা করিলে সেই ফাঁদে আমাদিগকেও পড়িতে হইবে, কারণ অপরাধ আমাদের সকলেরই সমান।"

ডিস্‌নে উত্তেজিত ভাবে বলিল, "অপরাধ আমাদের সকলেরই সমান! তুমি বলিতেছ কি? তাহাকে সাহায্য করিয়াছি, এইটুকু মাত্র আমাদের অপরাধ; কিন্তু রাইক্র যে স্বহস্তে বুড়াকে সাবাড় করিয়াছে! ধরা পড়িলে তাহারই ফাঁসী হইবে, আর আমাদের বড় জোর জেল হইতে পারে। সে বুড়াকে মারিবার জন্য কি করিয়াছিল, তাহা কি তোমার স্মরণ হয় না? আয়োক-মাখান রুমালখানি বুড়ার নাকে মুখে চাপা দিয়া তাহার দম বন্ধ করিয়া

তাহাকে কি আমরা হত্যা করিয়াছি? একথা ভুলিলে চলিবে কেন? বুড়া কিছু দিনের মধ্যে রোগেই মরিত; আমরা সেই সুযোগের অপেক্ষা করিবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু রাইক্সের বিলম্ব সহ্য হইল না, সে পথের মধ্যে বুড়ার দম বন্ধ করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিল! এ অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর, প্রমাণ হইলে রাইক্সের ফাঁসী হইতে পারে। সে ফালিষ্টারের মোটর-চালকের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া ও তোমাকে বুড়া সাজাইয়া যে ভাবে কাজ শেষ করিয়াছে, তাহাতে বাহাদুরী আছে বটে; কিন্তু দায়িত্ব বড় সামান্য নহে। সেই জন্যই বলিতেছি, রাইক্স আমাদের মুঠার মধ্যেই আছে, তাহার কীর্ত্তির কথা প্রকাশ করিয়া দিব, এইরূপ ভয় দেখাইলেই যখন তখন টাকা আদায় হইবে! আমাদের উপার্জ্জনের পথ বেশ পরিষ্কার আছে।”

ডিস্‌নের কথা শুনিয়া আগন্তুকের অত্যন্ত স্ফূর্ত্তি হইল, সে পুনর্ব্বার সোৎসাহে আর এক গ্লাস মদ্য উদরস্থ করিল; বোতলটা প্রায় খালি হইয়া আসিল।

পুনঃ পুনঃ মদ্যপান করিয়া আগন্তুকের নেশা বেশ জমিয়া আসিল; সুতরাং অতঃপর তাহার মনের ভাব গোপন রাখা সহজ হইল না! সে ডিস্‌নেকে বলিল, “ভায়া, তুমি টাকা আদায়ের যে ফন্দীর কথা বলিলে, তাহা মন্দ নহে; কিন্তু সত্য কথা বলিতে বাধা নাই, আমি আশায় আশায় থাকিয়া একরকম হতাশ হইয়া পড়িয়াছি। বিশেষতঃ তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, রাইক্সকে বড় লোক করিবার জন্য আমাকে কতদূর বেগ পাইতে হইয়াছে; মনে করিয়া দেখ, বাথ্‌ রোডের ধারে একটি নির্জ্জন নোংরা কুটীরে ক্রমাগত তিন সপ্তাহ কাল সুযোগের প্রতীক্ষায় ছদ্মবেশ ধরিয়া বসিয়া থাকা কি কষ্টকর? কখন বুড়া মরিবে, কখন আমাকে তাহার বেশ ধরিয়া রাইক্সের কার্য্যোদ্ধার করিতে হইবে,—এই চিন্তায় আমাকে অস্থির হইতে হইয়াছিল; আমি হাঁপাইয়া উঠিয়াছিলাম! এক একবার আমার ইচ্ছা হইত, টাকার লোভে এ ফাসাদের ভিতর যাইব না, সরিয়া পড়ি; কিন্তু দাঁও মারিবার লোভ সংবরণ করিতে পারি নাই। বুড়া মরিল,

রাইক্স সম্পত্তির অধিকারী হইল ; কিন্তু আমার প্রাপ্য টাকা আজও আদায় হইল না ! যাহা হউক, অনেক দিন হইতে একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব মনে করিতেছিলাম, কিন্তু সুযোগ হয় নাই। রাইক্স বুড়াটাকে হত্যা করিয়াছে, অথচ ডাক্তার ফালিষ্টার স্বাভাবিক মৃত্যু বলিয়া রিপোর্ট দিয়াছে ; ইহার কারণ কি ? ডাক্তার ফালিষ্টার হাতুড়ে ডাক্তার নহে, এতবড় কাণ্ডটা সে ধরিতে পারিল না ?”

ডিস্‌নে এই প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া প্রথমে হো-হো করিয়া খানিক হাসিয়া লইল ; তাহার পর উঠিয়া টলিতে টলিতে একটা আল্‌মারীর নিকট উপস্থিত হইল। তখন তাহার অবস্থা অত্যন্ত তরল! সে কম্পিত হস্তে আল্‌মারীর ভিতর হইতে একটি ক্ষুদ্র শিশি বাহির করিল ; শিশির ভিতর মটরাকৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাচের গোলক ছিল ; সেই সকল গোলক হরিদ্রাভ তরল পদার্থে পূর্ণ।—ডিস্‌নে শিশি খুলিয়া সেই গোলকগুলি হাতে ঢালিবামাত্র উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে তাহা টল্‌-টল্‌ করিয়া উঠিল।

ডিস্‌নে আগন্তুককে সেই গোলক দেখাইয়া জড়িত স্বরে বলিল, “ইহারই একটিতে কাজ সাবাড় হইয়াছে ; ডাক্তারটা এই কৌশল বুঝিতে পারে নাই।”

আগন্তুক বলিল, “কৌশলটা আমিও যে বুঝিতে পারিলাম না ! উহা কি বিষ ? যদি বিষই হয়, তাহা হইলে মৃত ব্যক্তির শরীরে নিশ্চয়ই বিষের ক্রিয়া হইয়াছিল ; ডাক্তার ফালিষ্টার তাহা বুঝিতে পারিল না কেন ? বুঝিতে পারা দূরের কথা, বিষ-প্রয়োগে যে বৃদ্ধের মৃত্যু হইয়াছে, এ সন্দেহও ত ডাক্তারের মনে স্থান পায় নাই।”

ডিস্‌নে বলিল, “ডাক্তারের মনে কিরূপে সন্দেহ হইবে ? ডাক্তার ফালিষ্টারই যে রোগীর জন্য এই ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছিল।”

আগন্তুক বলিল, “ডিস্‌নে, তোমার নেশা জমিয়া আসিয়াছে ; নেশার ঘোরে তুমি আবল-তাবল বকিতেছ ! নতুবা তুমি বলিবে কেন ডাক্তার রোগীর জন্য এই বিষের ব্যবস্থা করিয়াছিল ? যে ঔষধে রোগীর মৃত্যু হইতে পারে,

এরূপ আনাড়ী ডাক্তার কে আছে, যে রোগীর জন্য সেইরূপ উৎকট ঔষধের ব্যবস্থা করিবে?—ইচ্ছা করিয়া বিষ দিবে?"

ডিস্‌নে রাগ করিয়া বলিল, "তুমি কি আমাকে পাতি মাতাল মনে কর, যে আধ বোতল হুইস্কি টানিয়াই আমি আবল-তাবল বকিব? বুড়াকে বিষ-প্রয়োগে সাবাড় করা হইয়াছে, একথা তোমাকে কে বলিয়াছে? এরূপ কথা ত আমি একবারও বলি নাই! আমি বলিতেছি, এই ঔষধ দিয়া বৃদ্ধকে হত্যা করা হয় নাই, তবে এই ঔষধের সাহায্যে বুড়া পটোল তুলিয়াছে বটে!"

আগন্তুক বলিল, "তবু তুমি বলিতেছ তোমার নেশা হয় নাই! আমি তোমার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না। একবার বলিতেছ, এই ঔষধ দিয়া বুড়াকে হত্যা করা হয় নাই; আবার বলিতেছ, এই ঔষধের সাহায্যেই বুড়া পটোল তুলিয়াছে! তোমার কোন্ কথাটা ঠিক? আর ঐ কাচের মটর-গুলির মধ্যে যে আরোক টল্-টল্ করিতেছে, উহাই বা কি জিনিস?"

ডিস্‌নে এই প্রশ্নের উত্তরে অস্ফুট স্বরে তাহার সঙ্গীর কানে কানে কি বলিল, মিঃ ব্লেক বাতায়নের অপর প্রান্তে দাঁড়াইয়া তাহা শুনিতে পাঁইলেন না; কিন্তু আগন্তুক তাহার কথা শুনিয়া উল্লাস ভরে বলিল, "ফন্দীটা খুব চমৎকার বটে, শুনিয়া আমার তাক্ লাগিয়া গিয়াছে!—এ ফন্দী কাহার মাথায় গজাইয়াছিল।"

ডিস্‌নে সোৎসাহে বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়া বলিল, "আমার! আমি ভিন্ন এরূপ ফন্দী আর কে বাহির করিতে পারে? আমি ফন্দীটা বলিয়া দিয়াছিলাম, রাইক্স তাহা কাজে লাগাইয়াছিল। আমি রাইক্সকে সৎপরামর্শ না দিলে সে কি এত সহজে কাজ হাঁসিল করিতে পারিত? আমি এতদূর পরিশ্রম করিয়া ও বুদ্ধি খাটাইয়া সম্পত্তিটা তাহার হাতে তুলিয়া দিয়াছি; এখন সে তাহা একা ভোগ করিবে! আমাকে ফাঁকি দিবে? তাহা কিছুতেই হইতে দিব না।"

আগন্তুক বলিল, "কিন্তু তুমি এসকল কথা আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না; গুপ্তকথা ব্যক্ত হইলে হাতে দড়ি পড়িবে, জেল খাটিয়া মরিবে।

আমরা এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ, কেহ আমাদিগকে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করে নাই ; কিন্তু বৃদ্ধের পুত্র বর্ত্তমান, এই বিপুল সম্পত্তির আশা সে সহজে ত্যাগ করিবে, এরূপ বোধ হয় না। নিশ্চয়ই সে উইল-রদের মামলা করিবে। যদি আসল কথা কোনরূপে প্রকাশ হয়, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! নেশার ঝোঁকে পাছে তোমার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইয়া পড়ে, এই জন্য তোমাকে সাবধান করিয়া দিলাম। সাবধানের বিনাশ নাই। যাহা হউক, রাত্রি ন'টা বাজিয়া গিয়াছে, আমি এখন বিদায় লইব। টাকার আশাতেই তোমার কাছে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে বুড়া আঙ্গুল দেখাইয়া বিদায় করিলে! ভয়ানক টানা-টানিতে পড়িয়াছি ; দেখি, যদি অন্য কোথাও কিছু জোগাড় করিতে পারি।"

ডিস্‌নে বলিল, "তুমি এক মিনিট অপেক্ষা কর,আমিও তোমার সঙ্গে যাইব ; বাহিরে একটু কাজ আছে। করিন্থিয়ামে গিয়া আহারটাও শেষ করিয়া আসিব ; হয় ত সেখানে রাইক্সের সহিত দেখা হইতেও পারে।"

অনন্তর ডিস্‌নে দীপ নির্ব্বাপিত করিয়া তাহার সঙ্গীর সহিত বাহির হইয়া পড়িল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মিঃ ব্লেক ডিস্‌নের বাস-কক্ষস্থ বাতায়নের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া স্তম্ভিত-হৃদয়ে এই সকল কথা শ্রবণ করিলেন। তাঁহার অনুমান অনেকটা সত্য, ইহার প্রমাণ পাইয়া তাঁহার আনন্দ ও উৎসাহের সীমা রহিল না।

ডিস্‌নের সঙ্গী যে সময় উঠিয়া যায়, সেই সময় মিঃ ব্লেক তাহার মুখখানি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। যদিও পরমুহূর্ত্তে ডিস্‌নে তাহার কক্ষের দীপ নির্ব্বাপিত করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিল, তথাপি সেই অল্প সময়ের মধ্যেই আগন্তুকের মুখ দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, তাহাকে তিনি পূর্ব্বে দেখিয়াছেন। লোকটি ডিস্‌নের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবার সময় ছদ্মবেশ ধারণ করে নাই; সুতরাং পূর্ব্বপরিচিত মুখ দেখিয়া, লোকটি কে তাহাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন। কিছুকাল চিন্তার পর তাঁহার স্মরণ হইল, একটি ফৌজদারী মামলায় সাক্ষ্যদান কালে সেই মামলার যে আসামীটিকে দেখিয়াছিলেন, এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই সেই লোক।

লোকটির নাম হিথ্‌কোট কাইল। এই ব্যক্তি পূর্ব্বে থিয়েটারে অভিনয় করিত; রঙ্গরসের অভিনয়ে তাহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল, এবং অন্যের চেহারার ও কণ্ঠস্বরের অনুকরণে কেহই তাহার সমকক্ষ ছিল না। সে যখন কানা খোঁড়া বা তোৎলা সাজিয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিত, তখন তাহার অভিনয়-কৌশল-মুগ্ধ দর্শকগণ উচ্চ হাস্যে রঙ্গালয় মুখরিত করিত।

হিথ্‌কোট কাইল রঙ্গালয়ে অভিনয় করিতে করিতে একজন অভিনেত্রীর অনুগ্রহভাজন হইল; কিন্তু সেই পাপিষ্ঠার বিলাসলালসা পরিতৃপ্ত করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল! সে যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহা তাহার প্রণয়িনীর মনোরঞ্জনের জন্য ব্যয় করিয়াও সে প্রিয়তমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিত না; সুতরাং তাহার আরও অধিক অর্থের আবশ্যক হইত। তখন সে

উপায়ান্তর না দেখিয়া পরের দ্রব্য না বলিয়া গ্রহণ করিতে লাগিল। সে ভো'ল্ বদল করিয়া এরূপ কৌশলে চুরি করিত যে, তাহার প্রকৃত মূর্ত্তি কিরূপ তাহা কেহই বুঝিতে পারিত না; কিছুদিনেই চুরি-বিদ্যায় সে বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়া উঠিল, এবং পুলিসের চক্ষে ক্রমাগত ধূলি নিক্ষেপ করিয়া তাহার সাহস বাড়িয়া গেল; কিন্তু চোরকে একদিন ধরা পড়িতেই হয়, তাহাকেও ধরা পড়িতে হইল। সেই মামলায় মিঃ ব্লেককে সাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল; বিচারে হিথ্‌কোটের সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, সার মর্টন এই সকল দস্যু কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেও তাঁহার এই প্রকার সিদ্ধান্ত পারিপার্শ্বিক ঘটনা-লব্ধ অনুমানের ফলমাত্র বলিয়া তাহার বিশেষ কোন মূল্য ছিল না; এতদিন পরে তাহা প্রমাণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। রাল্‌ফ রাইক্স সম্পত্তির লোভে তাহার মাতুল সার মর্টনকে হত্যা করিয়াছিল, এ কথা তিনি ডিস্‌নের মুখে শ্রবণ করিলেন; কিন্তু আবশ্যক কালে তিনি আদালতে ইহা কিরূপে প্রতিপন্ন করিবেন? ডিস্‌নেকে আদালতে টানিয়া আনিলেও সে নিশ্চয়ই হলফ্‌ করিয়া সত্য কথা বলিবে না।—মিঃ ব্লেক দড়ির সিঁড়ীর উপর দাঁড়াইয়া প্রমাণ সংগ্রহের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তিনি স্থির করিলেন, শিশির ভিতর রক্ষিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাচ-গোলকগুলিতে যে তরল পদার্থ আছে, তাহা কি, সর্ব্বাগ্রে জানিতে হইবে। ডিস্‌নে হিথ্‌-কোটের নিকট এই আরকটির যে পরিচয় দিয়াছিল তাহা শুনিয়া কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। ডিস্‌নে তাহার বন্ধুকে নিম্ন স্বরে কি বলিয়াছিল তাহা শুনিতে পাইলেও মিঃ ব্লেক হয় ত আরকটি সম্বন্ধে কোন একটি ধারণা করিতে পারিতেন; কিন্তু সে সুবিধাও হয় নাই।

ডিস্‌নে কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রস্থান করিবার পর তিনি সেই কক্ষে প্রবেশ করিবার সঙ্কল্প করিলেন; এবং খড়খড়ির ভিতর হাত প্রবেশ করাইয়া তাহার ছিট্‌কিনি খুলিয়া ফেলিলেন। অনন্তর শার্সিখানি ধাক্কা দিয়া উপরে

তুলিয়া তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ডিস্‌নে দীপ নির্ব্বাপিত করিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক অন্ধকারপূর্ণ কক্ষে এক মিনিটকাল নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া অতঃপর কি কর্ত্তব্য তাহা স্থির করিয়া লইলেন; তাহার পর পকেট হইতে বৈদ্যুতিক দীপ বাহির করিয়া মুহূর্ত্তে তাহা প্রজ্বলিত করিলেন।

ডিস্‌নে শিশিটি আলমারিতে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা মিঃ ব্লেক দেখিয়াছিলেন; তিনি অন্য পকেট হইতে একগোছা চাবি বাহির করিয়া একটি নূতন রকমের চাবি দিয়া আলমারি খুলিয়া ফেলিলেন। এই "হাড়-চাবি" দ্বারা নানাপ্রকার তালা খুলিতে পারা যায়।

মিঃ ব্লেক আলমারি হইতে শিশিটি বাহির করিয়া সাবধানে পকেটে রাখিলেন; তাহার পর আলমারির ভিতর আর কোনও সন্দেহজনক দ্রব্য আছে কি না তাহা পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখিলেন, এক কোণে কাগজ-মোড়া কি একটা জিনিস আছে! তিনি তাহা টানিয়া বাহির করিলেন, এবং খুলিবামাত্র যাহা দেখিতে পাইলেন, তাহা অদ্ভুত!—তাঁহার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল।

মিঃ ব্লেক দেখিলেন, সেই জিনিসটি ঝুটা দাড়ী গোঁফ ও একটি পরচুলা!

মিঃ ব্লেক তাহা পকেটে পুরিয়া পুনর্ব্বার অনুসন্ধান আরম্ভ করিতেই তিনখানি ফটোগ্রাফ পাইলেন। তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, ফটোগুলি সার মর্টন প্যারোবির বিভিন্ন অবস্থানে গৃহীত হইয়াছিল; একখানিতে তিনি দণ্ডায়মান, একখানিতে চেয়ারে সমাসীন, আর একখানিতে তিনি শায়িত।—প্রত্যেক ফটোর পৃষ্ঠদেশে পেন্সিল দিয়া কতকগুলি মন্তব্য লেখা ছিল; তাহা সার মর্টনের আকৃতিগত বিশেষত্বের বর্ণনায় পূর্ণ।

মিঃ ব্লেক সেই বর্ণনাগুলি কৌতূহল-প্রদীপ্ত হৃদয়ে পাঠ করিলেন; তাহার পর ফটোগুলি পকেটে রাখিলেন।

হিথ্‌কোট কাইল রোবকের হোটেলে সার মর্টনের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া উইলে স্বাক্ষর করিয়াছিল, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইলেন।

মিঃ ব্লেক স্পন্দিত বক্ষে পুনর্ব্বার আলমারির ভিতর হাত দিলেন; এবার একতাড়া চিঠি বাহির হইল। তিনি চিঠিগুলি একবার দেখিয়াই পকেটে ফেলিলেন। আনন্দে তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; উৎসাহে তিনি চঞ্চল হইলেন।

তিনি তাড়াতাড়ি আলমারি বন্ধ করিয়া তাঁহার বৈদ্যুতিক দীপ নির্ব্বাপিত করিলেন, এবং যে পথে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই পথেই নিস্ক্রান্ত হইলেন; ডিস্‌নের গৃহে যে তাঁহার পদধূলি পড়িয়াছিল, তাহার কোন নিদর্শন রহিল না। তিনি বুঝিলেন, ডিস্‌নে আলমারি খুলিবার পূর্ব্বে কিছুই জানিতে পারিবে না।

মিঃ ব্লেক সতর্কতার সহিত রজ্জুর সিঁড়ী দিয়া নামিয়া তাহা খুলিয়া লইলেন, এবং তাঁহার কুঠুরীতে প্রবেশ করিয়া দ্বার-জানালা বন্ধ করিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁহার বেকার ষ্ট্রীটস্থ ভবনে যাত্রা করিলেন। পথে আসিয়া একখানি ভাড়াটে গাড়ী পাওয়ায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি গৃহে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইলেন।

মিঃ ব্লেক বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন না করিয়াই তাঁহার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে প্রবেশ করিলেন, এবং 'টেষ্টটিউব' ও অন্যান্য রাসায়নিক যন্ত্রের সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত কাচ-গোলকগুলির অভ্যন্তরস্থ আরক বিশ্লেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি একটি গোলক ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন; তৎক্ষণাৎ একপ্রকার অদ্ভুত গন্ধ তাঁহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল! গন্ধটি দুঃসহ হইলেও তাহার সহিত সুমিষ্ট ফলের গন্ধের একটু আভাষ ছিল।—আরকটি কি?

দীর্ঘকাল ধরিয়া পরীক্ষার পর তিনি ললাটের ঘর্ম্ম অপসারিত করিয়া সোৎসাহে বলিলেন, "আরকটি 'নাইট্রিট অফ্ এমিল্'!—এতক্ষণ পরে প্রকৃত ব্যাপার বুঝিলাম।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন সন্ধ্যাকালে তিনজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের আশায় বসিয়াছিলেন। তাঁহাদের একজন ডাক্তার ফালিষ্টার, দ্বিতীয় ব্যারিষ্টার মিঃ হুইট্‌ল্, এবং তৃতীয় ব্যক্তি—সার মর্টনের সম্পত্তিরক্ষক মিঃ জেভিট্।

সেইদিন প্রভাতে ইঁহারা তিনজনেই মিঃ ব্লেকের টেলিগ্রাম পাইয়াছিলেন, মিঃ ব্লেক টেলিগ্রামযোগে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, সন্ধ্যাকালে তাঁহাদিগের লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা আবশ্যক। জরুরী টেলিগ্রাম পাইয়াই তাঁহারা সকল কাজ ফেলিয়া লণ্ডনে মিঃ ব্লেকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহারা মিঃ ব্লেকের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেন না। মিঃ ব্লেকের পরিচারিকা মিসেস্ বার্ডেল তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষে বসাইয়াছিল।—স্মিথ ও টাইগার তখন পর্য্যন্ত ষ্টাফোর্ড সায়ার হইতে প্রত্যাগমন করে নাই।

অগত্যা তাঁহারা তিনজনে গল্প করিতে আরম্ভ করিলেন; মিঃ ব্লেক কি উদ্দেশ্যে তাঁহাদের নিকট টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহারা আলোচনা করিতে লাগিলেন। এইভাবে প্রায় দশ মিনিট কাটিয়া গেল, তথাপি মিঃ ব্লেকের দেখা নাই! ইহাতে সকলেই কিঞ্চিৎ অধীর হইয়া উঠিলেন, এবং মিঃ জেভিট্ ঘণ্টা বাজাইয়া মিসেস্ বার্ডেলকে ডাকিলেন।

মিসেস্ বার্ডেল সেই কক্ষে প্রবেশ করিলে মিঃ জেভিট্ তাহাকে বলিলেন, "আমরা এখানে উপস্থিত হইলে তুমি বলিয়াছিলে মিঃ ব্লেক বাড়ীতেই আছেন; কথাটা কি সত্য?"

মিসেস্ বার্ডেল বলিল, "হাঁ মহাশয়, তিনি ঐ পাশের কুঠুরীটার ভিতর

আছেন। আপনারা আসিয়াছেন, একথা তাঁহাকে জানাইলে তিনি বলিয়াছিলেন, তিনি একটু কাজে ব্যস্ত আছেন; কাজ শেষ হইলেই আসিয়া আপনাদের সঙ্গে দেখা করিবেন। বোধ হয় আর অধিক বিলম্ব নাই, আপনারা দয়া করিয়া আর কয়েক মিনিট অপেক্ষা করুন।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "উত্তম, তিনি না আসা পর্য্যন্ত আমরা উঠিব না; তুমি তোমার কাজে যাইতে পার।"

মিসেস্ বার্ডেল প্রস্থান করিলে তিনজনে আবার গল্প আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের গল্প চলিতেছে, এমন সময় পার্শ্বস্থ একটি কক্ষের দ্বার খুলিয়া একজন লোক তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। লোকটি বৃদ্ধ; দেহ দীর্ঘ, কিন্তু বার্দ্ধক্যভরে ঈষৎ অবনত; মুখে সাদা দাড়ী গোঁফ, এবং মস্তকে দীর্ঘ শুভ্রকেশ।

আগন্তুককে দেখিবামাত্র তিনজনেই এক সঙ্গে চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিলেন! বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহারা এরূপ স্তম্ভিত হইলেন যে, কয়েক মুহূর্ত্ত কাহারও মুখে কথা ফুটিল না।

অবশেষে মিঃ হুইট্‌ল্ সবিস্ময়ে বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! সার মর্টন প্যারোবি জীবিত আছেন! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি?"

মিঃ জেভিট্ নির্ব্বাকভাবে দণ্ডায়মান হইয়া বিস্ময় বিস্ফারিত-নেত্রে আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; কিন্তু ডাক্তার ফালিষ্টার বলিলেন, "না, ইনি সার মর্টন নহেন; তবে হঠাৎ দেখিয়া সার মর্টন বলিয়াই ভ্রম হয় বটে! সার মর্টনের মৃত্যু না হইলে আমিও বিশ্বাস করিতাম এই ব্যক্তিই সার মর্টন। বোধ হইতেছে লোকটা ছদ্মবেশী প্রবঞ্চক!—কে হে তুমি? তোমার মৎলব কি বল?"

আগন্তুক সহজ স্বরে বলিলেন, "আমি রবার্ট ব্লেক।"—সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঝুটা দাড়ী গোঁফ ও পরচুলা খুলিয়া ফেলিলেন।

ডাক্তার ফালিষ্টার বলিলেন, "অদ্ভুত ব্যাপার বটে! কিন্তু আপনার উদ্দেশ্য কি? আপনি আমাকেও প্রায় ঠকাইয়াছিলেন!"

মিঃ জেভিট্ এতক্ষণ পরে বলিলেন, "আমারও সেই কথা।—আমি উঁহার ছদ্মবেশ দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়াছিলাম!"

মিঃ হুইট্‌ল্ বলিলেন, "উনি যে সার মর্টন ভিন্ন আর কেহ, একথা আদৌ আমার মনে হয় নাই।"

ডাক্তার ফালিষ্টার পুনর্ব্বার বলিলেন, "মহাশয়, আপনার এরূপ ছদ্মবেশ ধারণের উদ্দেশ্য কি খুলিয়া বলুন; আমরা আপনার অভিপ্রায় বুঝিতে পারি নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ইতিপূর্ব্বে একবার যে অভিনয় হইয়াছে, তাহার পুনরবতারণা যে সম্পূর্ণ সম্ভব, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই আমার এই ছদ্মবেশ ধারণ। পাইন্‌কম্বির রোবক্ হোটেলে উপস্থিত হইয়া মিঃ হুইট্‌ল্ কি ভাবে প্রতারিত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে বুঝাইবার জন্যও আমার এই ছদ্মবেশ ধারণের আবশ্যক হইয়াছিল।"

মিঃ হুইট্‌ল্ বলিলেন, "আমাকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, আপনার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছে। কারণ আমি হলফ্ করিয়া বলিতে পারি, যাঁহার আদেশক্রমে আমি উইলের খস্‌ড়া লিখিয়াছিলাম, তাঁহার আকার-প্রকারের সহিত আপনার এই ছদ্মবেশের এরূপ সাদৃশ্য ছিল যে, উভয়কেই এক লোক বলিয়া স্বীকার করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ হয় না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কথাটা ঠিক, কারণ যাহার আদেশে আপনি উইলের খস্‌ড়া লিখিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি সার মর্টন নহেন; আপনি প্রতারিত হইয়াছেন।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া ডাক্তার ফালিষ্টার বলিলেন, "কিন্তু আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি, আমি প্রতারিত হই নাই। আমি হোটেলে যে মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়াছিলাম, তাহা সার মর্টনের ভিন্ন অন্য কাহারও মৃতদেহ নহে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার কথাও সম্পূর্ণ সত্য; আমি স্বীকার করিতেছি আপনি প্রতারিত হন নাই, এবং আপনাকে প্রতারিত করিবার জন্য কোন চেষ্টাও হয় নাই। আপনি হোটেলে উপস্থিত হইয়া সার মর্টনেরই মৃতদেহ

দেখিতে পাইয়াছিলেন ; কিন্তু মিঃ হুইট্‌ল্‌ যাহাকে দেখিয়াছিলেন, ও যে ব্যক্তি তাঁহাকে দিয়া উইল করাইয়াছিল, সে সার মর্টন নহে ; সে একটা ছদ্মবেশী জালিয়াৎ।—যে সময় সার মর্টনের শেষ উইল লেখা হয়, তাহার অন্ততঃ দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

মিঃ জেভিট্‌ বলিলেন, "এই ধরণের কথা তুমি পূর্ব্বেও আমাকে বলিয়াছিলে, কিন্তু তখন কথাটি এরূপ দৃঢ়তার সহিত বলিতে পার নাই ; এখন তোমার কথা শুনিয়া মনে হইতেছে তোমার এই উক্তির সমর্থনের কোনও অব্যর্থ প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছ।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, আমি অব্যর্থ প্রমাণ পাইয়াছি ; এ সম্বন্ধে কোন কোন কথা ষড়যন্ত্রকারীদের কাহারও কাহারও মুখে শুনিয়াছি, কতক প্রমাণ তাহাদের লিখিত পত্র হইতে সংগ্রহ করিয়াছি।"

অনন্তর মিঃ ব্লেক ডাক্তার ফালিষ্টারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ডাক্তার ফালিষ্টার, আপনি ইতিপূর্ব্বে রিপোর্ট দিয়াছিলেন, সার মর্টন স্বাভাবিক ভাবেই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, অর্থাৎ রোগেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। এখন যদি আমি বলি আপনার এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, তাহা হইলে আপনি বোধ হয় আমার ধৃষ্টতা অমার্জ্জনীয় মনে করিবেন ; তথাপি আমাকে সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে আপনি ভ্রান্ত হইয়াছিলেন।"

ডাক্তার ফালিষ্টার উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, "আমি ভ্রান্ত হইয়াছিলাম ! আমার পরীক্ষায় ভ্রম হইয়াছিল ? আপনি কোন্‌ প্রমাণে একথা বলিতেছেন ?"

মিঃ ব্লেক ধীরভাবে বলিলেন, "হাঁ, আপনার ভ্রম হইয়াছিল ; সার মর্টন স্বাভাবিক ভাবে প্রাণত্যাগ করেন নাই, রোগে তাঁহার মৃত্যু হয় নাই ; তাঁহার ভাগিনেয় রাল্‌ফ রাইক্স তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে।"

ডাক্তার সবিস্ময়ে বলিলেন,"কিন্তু ইহা কি সম্ভব ? আমি মৃতদেহে আঘাতের কোনও চিহ্ন দেখিতে পাই নাই ; কেহ কাহাকেও হত্যা করিলে আক্রমণের কোন-না-কোন চিহ্ন হত ব্যক্তির দেহে লক্ষিত হইবেই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনাকে প্রতারিত করিবার জন্যই যে কৌশল অব-

লম্বিত হইয়াছিল, মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না ; এই জন্যই আপনি প্রতারিত হইয়াছেন।"

ডাক্তার বলিলেন, "আপনার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি আপনাকে বুঝাইয়া দিতেছি।—সার মর্টন যে রোগে ভুগিতেছিলেন, তাহা উপশমের জন্য আপনি কি নাইট্রিট্ অফ্ এমিল্এর ব্যবস্থা করেন নাই?"

ডাক্তার বলিলেন, "হাঁ, করিয়াছিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই ঔষধটি কি হৃদ্রোগের পক্ষে অতি তেজস্কর প্রতিষেধক নহে?"

ডাক্তার বলিলেন, "হাঁ, ইহা অত্যন্ত তেজস্কর প্রতিষেধক।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই ঔষধ তরল বলিয়া তাহা কি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাচ-নির্ম্মিত গোলকে রক্ষিত হয় না? বোধ হয় এক একটি গোলকে দুই হইতে পাঁচ ফোঁটা ঔষধ থাকে।"

ডাক্তার বলিলেন, "একথা সত্য।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই ঔষধ ব্যবহার করিবার সময় একটি কাচ-গোলক ভাঙ্গিয়া ঔষধটুকু প্রথমে রুমালে ঢালিয়া লওয়া হয়, তাহার পর সেই রুমাল রোগীর নাকের কাছে ধরিয়া ঔষধের বাষ্প রোগীকে শ্বাসনালী দ্বারা গ্রহণ করাইতে হয় ; ইহাই কি এই ঔষধ ব্যবহারের নিয়ম নহে?"

ডাক্তার বলিলেন, "হাঁ, এই নিয়মেই এ ঔষধ ব্যবহার করাইতে হয়!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হঠাৎ রোগের আক্রমণ প্রবল হইলে ডিস্নে কি এই ভাবে ঔষধ ব্যবহার করিয়া সার মর্টনকে সুস্থ করিত না?"

ডাক্তার বলিলেন, "হাঁ করিত ; রোগের শেষ আক্রমণের সময়, অর্থাৎ যে আক্রমণে সার মর্টনের মৃত্যু হয়, ডিস্নে এই উপায়েই তাঁহার রোগ-যন্ত্রণা প্রশমনের চেষ্টা করিয়াছিল ; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাতে কোন ফল হয় নাই, সার মর্টনের মৃত্যু হয়। আমি এ কথা ডিস্নের মুখেই শুনিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সার মর্টনের মৃত্যুর পর ডিস্নে এ কথা বলিয়াছিল?"

ডাক্তার বলিলেন, "হাঁ, বলিয়াছিল; নতুবা আমি ইহা জানিতে পারিতাম না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে আপনাকে এ কথা বলিয়াছিল বটে, কিন্তু আসল কথাটাই বলে নাই। সার মর্টন তাঁহার মোটর গাড়ীতে বসিয়া নিদারুণ রোগ-যন্ত্রণায় যে সময় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলেন, সেই সময় রাল্‌ফ রাইক্স গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল; একথা ডিস্‌নে আপনার নিকট প্রকাশ করে নাই।"

ডাক্তার ফালিষ্টার বলিলেন, "না, একথা তাহার নিকট শুনি নাই; এই প্রথম শুনিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কেবল ইহাই নহে; রাল্‌ফ রাইক্স সার মর্টনের সম্মুখে আসিয়া নাইট্রিট্‌অফ্‌ এমিল্‌-সিক্ত রুমালখানি স্বহস্তে তাঁহার নাকের ও মুখের উপর এভাবে চাপিয়া ধরিয়াছিল যে, তাহাতেই সার মর্টনের শ্বাসরুদ্ধ হইয়াছিল।

ডাক্তার ফালিষ্টার বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! এ যে অতি ভয়ানক কথা! আপনার একথা কি সত্য?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সম্পূর্ণ সত্য। সার মর্টনকে রাল্‌ফ রাইক্সই শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করিয়াছে। সার মর্টনের দেহে কোন আঘাতের চিহ্ন ছিল না; কারণ শ্বাসরুদ্ধ করিয়া যাহাকে হত্যা করা হয়, তাহার দেহে আঘাত করিবার আবশ্যক হয় না। তবে যদি সে সময় সার মর্টনের বাধাদানের শক্তি থাকিত, তাহা হইলে খানিক ধ্বস্তাধ্বস্তি চলিত, এবং তাহার ফলে সার মর্টন আহত হইতেও পারিতেন। কিন্তু তিনি তখন অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার আত্মরক্ষার শক্তি ছিল না; সুতরাং তাঁহাকে আঘাত করিবার আবশ্যক হয় নাই। এই জন্যই ডাক্তার, সার মর্টনের মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া আপনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, স্বাভাবিক ভাবেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে; আপনি প্রতারণা বুঝিতে পারেন নাই, হৃদ্‌রোগই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন।"

ডাক্তার ফালিষ্টার মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া

বলিলেন, "এখন আমি ব্যাপারখানা বুঝিতে পারিলাম! ব্যাপার যাহাই হউক, রাল্‌ফ রাইক্স ও সার মর্টনের চাকর দু'টি কি ভয়ঙ্কর লোক! তাহারা কি মানুষ? তাঁহার অন্নেই তাহাদের জীবন, তাহারা অনায়াসে তাঁহাকে হত্যা করিল? কি নিষ্ঠুরতা! আমার বোধ হয় তাহারা পূর্ব্ব হইতেই ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। আকস্মিক উত্তেজনায় কেহই এরূপ দুষ্কর্ম্ম করিতে পারে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, এই হত্যাকাণ্ড যে ভীষণ ষড়যন্ত্রের ফল, এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই ষড়যন্ত্রে রাল্‌ফ, ডিস্‌নে, ফেরিস্ ভিন্ন অন্য লোকও লিপ্ত ছিল; এবং কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের গুপ্ত পরামর্শ চলিতেছিল। আপনারা সেই ষড়যন্ত্রের আমূল বৃত্তান্ত শ্রবণের জন্য নিশ্চয় উৎসুক হইয়াছেন; আমার নিকট তাহা শ্রবণ করুন।"

অনন্তর মিঃ ব্লেক যথাসাধ্য চেষ্টায় যে সকল কথা জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহা ডাক্তার ফালিষ্টার ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয়ের গোচর করিলেন। তিনি যে সকল কথা বলিলেন তাহার মর্ম্ম এই যে, "রাল্‌ফ রাইক্স কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে তাহার মাতুলের বিপুল সম্পত্তি হস্তগত করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছিল; কিন্তু কি উপায়ে তাহার অভীষ্টসিদ্ধ হইতে পারে, তাহা সে স্থির করিতে পারিল না; কারণ সে বুঝিয়াছিল,সার মর্টন প্রাণাধিক পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া তাঁহার সম্পত্তি তাহাকে প্রদান করিবেন, তাহার আদৌ কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং এই সম্পত্তি হস্তগত করিবার জন্য কোন কৌশল অবলম্বন করা আবশ্যক, ইহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল। রাল্‌ফ জানিত, যে দুশ্চিকিৎস্য রোগে সার মর্টন আক্রান্ত হইয়াছেন, সে বড় কঠিন রোগ; তাহাতে যে কোন মুহূর্ত্তে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হইতে পারে। ইহা বুঝিয়া রাল্‌ফ সার মর্টনের বিশ্বাসী ভৃত্য ডিস্‌নে ও ফেরিস্‌কে অর্থলোভে বশীভূত করিয়া তাহাদের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল, এবং হিথ্‌কোট কাইল নামক একটা লোকের সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য্য মনে করিল। এই লোকটা ভয়ঙ্কর শয়তান, চৌর্য্যাপরাধে কয়েক বৎসর জেল খাটিয়া অল্পদিন পূর্ব্বে সে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। ছদ্মবেশ ধারণে তাহার অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল; কেবল তাহাই নহে, সে অন্যের চাল-চলন, কথাবার্ত্তা ও ভাব-

ভঙ্গীর অবিকল অনুকরণ করিতে পারিত।—সে পঞ্চাশ হাজার টাকা উৎকোচের লোভে রাল্‌ফ রাইক্সের সাহায্যে সম্মত হইল।

"আপনারা বোধ হয় অবগত আছেন—সার মর্টন পরিষ্কার রাত্রে মোটরে চড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে ভালবাসিতেন, তিনি সুযোগ পাইলেই রাত্রিকালে বাথের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেন; ইহাতে ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্কল্পসিদ্ধির সুযোগ ঘটিল। ঘটনার দিন রাত্রিকালে সার মর্টন মোটরে চড়িয়া ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন; ফেরিস্‌ ও ডিস্‌নে তাঁহার সঙ্গেই ছিল। সার মর্টন ফেরিস্‌কে ধীরে ধীরে মোটর চালাইতে আদেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু ফেরিস্‌ দুরভিসন্ধিপ্রযুক্ত তাঁহার সেই আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া বায়ুবেগে মোটর চালাইয়া দিল! সেই বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া সার মর্টনের হৃদ্‌রোগ হঠাৎ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। ফেরিস্‌ ও ডিস্‌নে জানিত, এভাবে মোটর চালাইলে তাঁহাকে নিশ্চয়ই অত্যন্ত অসুস্থ হইতে হইবে।

"যাহা হউক, সার মর্টনকে এইরূপ অসুস্থ দেখিয়া ফেরিস্‌ একটি নির্জ্জন স্থানে মোটর থামাইল। তাহার পর ডিস্‌নে তাঁহাকে সুস্থ করিবার ছলে রুমালে ঔষধ ঢালিয়া সেই রুমাল সার মর্টনের নাকের কাছে ধরিল; ঠিক সেই মুহূর্ত্তে রাল্‌ফ রাইক্স হঠাৎ গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া রুমালখানি ডিস্‌নের হাত হইতে টানিয়া লইয়া তদ্দ্বারা সার মর্টনের নাক ও মুখ এভাবে চাপিয়া ধরিল যে, সার মর্টন অবিলম্বে দম্‌ বন্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন! তখন তাঁহার মৃতদেহসহ শকটখানি গিরিপ্রান্তস্থ একটি নির্জ্জন কুটীরের সন্নিকটে লইয়া যাওয়া হইল। হিথ্‌কোট কাইল সেই কুটীরে দীর্ঘকাল হইতে সুযোগের প্রতীক্ষায় বসিয়াছিল; কোন্‌ সময় সার মর্টনের মৃত্যু হইবে, কখন তাহাকে সার মর্টনের ছদ্মবেশ গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা বুঝিতে না পারিয়া সে অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছিল।

"সে দেহের গঠন ও উচ্চতায় সার মর্টনের সমতুল্য ছিল। সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া সে ঝুটা দাড়ী গোঁফ ও পরচুলায় সজ্জিত হইয়া সার

মর্টনের ছদ্মবেশ ধারণ করিল; তখন সার মর্টনের মৃতদেহ গাড়ী হইতে নামাইয়া একটি সুবৃহৎ বস্তায় পুরিয়া ফেলা হইল।

"অনন্তর সেই বস্তাটি মোটর গাড়ীর মধ্যে স্থাপন করিয়া ডিস্‌নে ও ফেরিস্‌ হিথ্‌কোটকে সার মর্টনের আসনে বসাইয়া দিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অনুকরণে তাহার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল; হিথ্‌কোট গাড়ীতে উঠিয়া এরূপ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল যেন রোগ-যন্ত্রণায় তাহার জীবন-সংশয় উপস্থিত!—এই অবস্থায় ডিস্‌নে ও ফেরিস্‌ তাহাকে লইয়া পথিপ্রান্ত-বর্ত্তী রোবকের পান্থনিবাস উপস্থিত হইল। স্থানটি অত্যন্ত নির্জ্জন ও লোকালয় হইতে দূরবর্ত্তী বলিয়া ষড়যন্ত্রকারীরা পূর্ব্ব হইতেই এই হোটেলটি তাহাদের সঙ্কল্পসিদ্ধির অনুকূল স্থান বলিয়া স্থির করিয়াছিল।

"ষড়যন্ত্রকারীরা এই হোটেলের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া হোটেলের সন্নিহিত গুদামে মৃতদেহপূর্ণ বস্তাটি লুকাইয়া রাখিল; তাহার পর ছদ্ম-বেশী হিথ্‌কোটকে লইয়া হোটেলে প্রবেশ পূর্ব্বক দ্বিতলস্থ একটি কক্ষে শয়ন করাইল। হোটেলওয়ালা শুনিতে পাইল, সার মর্টন ভ্রমণে বহির্গত হইয়া হঠাৎ সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হওয়ায় হোটেলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন, এবং এ যাত্রা রক্ষা নাই বুঝিয়া উইল করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

"অতঃপর ব্যারিষ্টার মিঃ হুইট্‌ল্‌কে আনিবার জন্য ফেরিস্‌ মোটর গাড়ী লইয়া তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইল; মিঃ হুইট্‌ল্‌ সার মর্টনের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া অবিলম্বে রোবক্‌ হোটেলে উপস্থিত হইলেন, তাহার পর ছদ্মবেশী হিথ্‌কোটের আদেশে উইলখানি লিখিত ও যথারীতি স্বাক্ষরিত হইল; পাছে ডিস্‌নে ও ফেরিসের উপর কোনরূপ সন্দেহ হয় এই ভয়ে এই উইলে তাহাদের বৃত্তির পরিমাণ সার মর্টনের প্রথম উইল-নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি অপেক্ষা অল্প করা হইল। ডিস্‌নে ও ফেরিস্‌ বুঝিয়াছিল, ভবিষ্যতে এরূপ গুরু-তর কাণ্ড সম্বন্ধে কোনও তদন্ত হইবে না, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

"উইলের লেখাপড়া শেষ করিয়া মিঃ হুইট্‌ল্‌ গৃহে প্রস্থান করিলেন,

হোটেলওয়ালা ও তাহার কর্ম্মচারীকে কোন ছলে স্থানান্তরে পাঠাইয়া ডিস্‌নে ও ফেরিস্ সার মর্টনের মৃতদেহপূর্ণ বস্তাটি তাড়াতাড়ি গুদাম-ঘর হইতে বাহির করিল, এবং সিঁড়ী দিয়া তাহা দ্বিতলে তুলিলে পাছে কেহ দেখিতে পায় এই ভয়ে পশ্চাদ্বর্ত্তী বাতায়ন-পথে রজ্জুর সাহায্যে তাহা টানিয়া তুলিল; ইত্যবসরে হিথ্‌কোট কাইল ছদ্মবেশ অপসারিত করিয়া, ডাক্তার ফালিষ্টার সেখানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই, তাড়াতাড়ি হোটেল হইতে প্রস্থান করিল। তাহার কয়েক মিনিট পরে ডাক্তার ফালিষ্টার হোটেলে উপস্থিত হইয়া সার মর্টনের মৃতদেহ শয্যায় নিপতিত দেখিলেন। সার মর্টনের অপমৃত্যু সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ করিবার কোনও কারণ ছিল না। তিনি মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া রিপোর্ট দিলেন হৃদ্‌রোগে সার মর্টনের মৃত্যু হইয়াছে; মৃত্যু স্বাভাবিক!"

মিঃ ব্লেকের এই অদ্ভুত কাহিনী বিবৃত করিবার সময় ডাক্তার ফালিষ্টার মিঃ হুইট্‌ল্‌ এবং মিঃ জেভিট্‌ বিস্ময়ে স্তম্ভিতপ্রায় হইয়া অখণ্ড মনোযোগ সহকারে কথাগুলি শ্রবণ করিতেছিলেন; তাঁহাদের কথা বলিবার শক্তি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল। এরূপ অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য, অথচ সত্য কাহিনী তাঁহারা জীবনে আর কখনও শ্রবণ করেন নাই; তাঁহাদের মনে হইতেছিল, তাঁহারা কি একটা উৎকট দুঃস্বপ্ন দেখিতেছেন! মিঃ ব্লেক কথাগুলি এরূপ গুছাইয়া বলিলেন যে, একটি কথাও মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত বলিয়া তাঁহাদের সন্দেহ হইল না। সকল কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেককে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তাঁহারা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; কারণ তাঁহারা তখন পর্য্যন্ত কোন কোন কথা ঠিক বুঝিতে পারেন নাই।—মিঃ হুইট্‌ল্‌ই সর্ব্বপ্রথমে কথা কহিলেন।

মিঃ হুইট্‌ল্ বলিলেন, "একটা কথা আমি বুঝিতে পারিতেছি না; আমাকে কি উদ্দেশ্যে সেখানে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল? উকীল ব্যারিষ্টারের সাহায্য গ্রহণ না করিয়াও উইলের লেখাপড়া হইতে পারিত; এ অবস্থায় তাহাদের

প্রতারণা ধরা পড়িবার সম্ভাবনা সত্বেও তাহারা কিজন্য আমার সহায়তা গ্রহণ করিল ?

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনাকে লইয়া যাওয়াতে তাহাদের কোন অসুবিধা হয় নাই। প্রতারণা ধরা পড়িবারও সম্ভাবনা ছিল না; কারণ আপনি সার মর্টনকে কখনও দেখেন নাই। যাহার আদেশে আপনি উইলের খস্‌ড়া করিয়াছিলেন, সে সার মর্টন কি না তাহা আপনি জানিতেন না। তাহারা কি উদ্দেশ্যে আপনাকে লইয়া গিয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যদি তাহারা নিজেরাই উইলখানি করিত, তাহা হইলে ভবিষ্যতে উইল সম্বন্ধে যথারীতি অনুসন্ধান হইত, কিন্তু আপনার ন্যায় একজন বিচক্ষণ আইন ব্যবসায়ী দ্বারা উইলখানি প্রস্তুত হইয়া মিঃ জেভিটের নিকট প্রেরিত হওয়ায় ভবিষ্যতে কাহারও সন্দেহ করিবার কারণ থাকিবে না ইহা তাহারা বুঝিয়াছিল; কিন্তু তাহারা একটা কথা তলাইয়া দেখে নাই। যদি প্রথম উইল রদ্ করিয়া সার মর্টনের দ্বিতীয় উইল করিবার আবশ্যক হইত, তাহা হইলে দুই দিন পূর্ব্বে যখন মিঃ জেভিট্ বাথ্ নগরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া সার মর্টন অনায়াসেই নূতন উইল করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই, এমন কি, তাঁহার প্রথম উইল রদ্ করিয়া নূতন উইল করিবার ইচ্ছা আছে, মিঃ জেভিটের নিকট একথাও তিনি ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করেন নাই। অথচ তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্তে পথ-প্রান্তবর্ত্তী একটা হোটেলে উপস্থিত হইয়া তাড়াতাড়ি নূতন উইল করিয়া ফেলিলেন! এই সকল কারণেই দ্বিতীয় উইলখানি প্রকৃত নহে বলিয়া আমার সন্দেহ হইয়াছিল। সার মর্টন মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্তে তাঁহার একমাত্র উপযুক্ত পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া অপদার্থ ও অযোগ্য ভাগিনেয়কে সমগ্র সম্পত্তি দান করিবেন, ইহা আমি আদৌ বিশ্বাস করিতে পারি নাই, এবং মৃত্যুকালে পুত্রের প্রতি তাঁহার মনের ভাব পরিবর্ত্তনেরও কোন কারণ ঘটিয়াছিল বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় নাই।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "আমিও একটা কথা বুঝিতে পারিতেছি না।

সার মর্টনকে হত্যা করাই যদি ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশ্য ছিল, তাহা হইলে তাহারা কি জন্য নাইট্রিট্ অফ্ এমিলের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিল? উক্ত ঔষধ ব্যহার না করিয়াও তাহারা শ্বাসরোধ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে পারিত; এবং ডাক্তার সে অবস্থাতেও তাঁহার মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু বলিয়া মনে করিতে বাধ্য হইতেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কথা সত্য; কিন্তু রাল্ফ দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহার মাতুলের মৃত্যুর প্রতীক্ষায় অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছিল; সুতরাং সে এই সুযোগ ত্যাগ করিতে পারে নাই।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "তা না পারুক, কিন্তু সে ঔষধটা ব্যবহার করিল কেন? সে পথিমধ্যে সার মর্টনকে আক্রমণ পূর্ব্বক অনায়াসেই তাঁহার গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতে পারিত, তখন তাঁহার আত্মরক্ষার শক্তি ছিল না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু তাহাতে রাল্ফের একটু অসুবিধা ঘটিবার আশঙ্কা ছিল। সে সার মর্টনকে পথিমধ্যে আক্রমণ পূর্ব্বক শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করিয়াছিল; মনে করুন সেই সময় হঠাৎ যদি কোন পথিক সেই-স্থানে উপস্থিত হইত, এবং ঐ কাণ্ড দেখিতে পাইত, তাহা হইলে কি একটা গণ্ডগোল হইত না? একথা লইয়া নিশ্চয়ই আন্দোলন আলোচনা হইত, এবং হয় ত তাহাকে ফ্যাসাদে পড়িতে হইত; কিন্তু ঔষধসিক্ত রুমালখানি ব্যবহার করায় সেরূপ কোন গোলমালের আশঙ্কা ছিল না। এই ব্যাপার হঠাৎ কোন পথিকের দৃষ্টিগোচর হইলে, ষড়যন্ত্রকারীরা অনায়াসেই এই কৈফিয়ৎ দিতে পারিত যে, বৃদ্ধ সহসা রোগাক্রান্ত হওয়ায় তাঁহাকে সুস্থ করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে এই ভাবে ঔষধ দেওয়া হয়।"

মিঃ জেভিট্ বলিলেন, "একথা মিথ্যা নহে, কথাটা যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই আমার বিশ্বাস হইতেছে।"

ডাক্তার ফালিষ্টার বলিলেন, "কিন্তু মিঃ ব্লেক, আর একটা কথা আমি এখন পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই। মনে করুন, যদি আমি কিছুকাল পূর্ব্বে অর্থাৎ ছদ্মবেশী জালিয়াৎটার পলায়ন করিবার পূর্ব্বে হোটেলে উপস্থিত হইতাম,

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

গ্রে-বর্ণ পার্কের পঞ্চদশ মাইল দূরবর্ত্তী প্রান্তরমধ্যস্থ একটি নির্জ্জন অট্টালিকায় নীনা আবদ্ধ ছিল। কয়েকদিন পূর্ব্বে সে সেথানে আনীত হইয়াছিল। যেদিন সে নিরুদ্দেশ হয়, সেইদিন সে অশ্বারোহণে উপবনের কিছু দূরে উপস্থিত হইলে একটি অপরিচিতা স্ত্রীলোক তাহাকে বলে, "একজন অরণ্য-রক্ষীর শিশুপুত্র হঠাৎ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, আপনি দয়া করিয়া একবার তাহাকে দেখিলে শিশুর পিতামাতা আশ্বস্ত হইতে পারে।"

নীনাকে যে শিশুটির অসুখের কথা বলা হইল, তাহাকে সে চিনিত। স্ত্রীলোকটির কথা শুনিয়া নীনার করুণ হৃদয় আর্দ্র হইল; সে তৎক্ষণাৎ ঘোড়া ছুটাইয়া অরণ্যের দূরতর অংশে উপস্থিত হইল। সে যথাস্থানে গমন করিলে ফেরিস্ ও তাহার স্ত্রী নীনাকে জানাইল, শিশুটি কুটীরে নাই, তাহাকে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া হইয়াছে; অরণ্য ভেদ করিয়া সেথানে ঘোড়ায় যাইবার সুবিধা হইবে না, পদব্রজে যাইতে হইবে।—নীনা ঘোড়া হইতে নামিয়া ফেরিসের স্ত্রীর সহিত পদব্রজে চলিল। ফেরিস্ ঘোড়াটি খালের ধারে লইয়া গিয়া গাছে বাঁধিল। নীনা কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একখানি মোটর গাড়ী দেখিতে পাইল।

নীনা মোটর গাড়ীখানি দেখিয়া বিস্মিত হইল; কারণ সেরূপ স্থানে মোটর গাড়ী থাকিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সে সেই গাড়ীখানির নিকট উপস্থিত হইবামাত্র অরণ্যের অন্তরাল হইতে দুইজন লোক বাহির হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিল, এবং তাহার মুখ বাঁধিয়া তাহাকে গাড়ীতে তুলিল। তখন গাড়ীখানি বায়ু-বেগে অরণ্য অতিক্রম পূর্ব্বক মাঠে আসিয়া পড়িল; তাহার পর কোন্ দিকে চলিল, নীনা তাহা বুঝিতে পারিল না।

দীর্ঘকাল পরে নীনা প্রান্তর-মধ্যবর্ত্তী পূর্ব্বোক্ত নির্জ্জন অট্টালিকায় আনীত হইল। ফেরিসের স্ত্রী তাহার সঙ্গেই আসিয়াছিল; সে এই অট্টালিকার একটি নিভৃত কক্ষে নীনাকে বন্দী করিয়া তাহার পাহারায় নিযুক্ত হইল।

এই অবরোধের কারণ দীর্ঘকাল নীনার অজ্ঞাত রহিল না; পরদিন অপরাহ্নে রাল্‌ফ রাইক্স সেই নির্জ্জন অট্টালিকায় উপস্থিত হইয়া নীনার সহিত সাক্ষাৎ করিল।

নীনা দেখিল, রাল্‌ফ তখন মদ্যপানে উন্মত্তপ্রায়! তাহার চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ, মুখমণ্ডল শুষ্ক; তাহার সর্ব্বাঙ্গ তখন কাঁপিতেছিল। তাহার অবস্থা দেখিয়াই নীনা ঘৃণাভরে কয়েক পদ সরিয়া দাঁড়াইল, এবং সঙ্কোচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে এখানে কে আনিল? এ কাজ কি তোমার?"

রাল্‌ফ জড়িতস্বরে বলিল, "হাঁ, আমার! আমি ভিন্ন আর কাহার এত সাহস যে তোমাকে এখানে ধরিয়া আনে? আমিই তোমাকে এখানে আনিয়াছি।"

নীনা বলিল, "আমাকে কিজন্য এখানে আনিয়াছ?"

রাল্‌ফ হাসিয়া বলিল, "তুমি বড় বুদ্ধিমতী, এই সোজা কথাটা বুঝিতে পার নাই? তোমাকে সদা-সর্ব্বক্ষণ দেখিবার সুবিধা হইবে বলিয়াই এখানে লইয়া আসিয়াছি। এতদ্ভিন্ন আরও একটা উদ্দেশ্য আছে, সিসিল তোমাকে কুপরামর্শ দিয়া তোমার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছিল; তাহার প্রভাব হইতে দূরে রাখিবার জন্যও তোমাকে স্থানান্তরিত করা আবশ্যক মনে হইয়াছিল।"

একথা শুনিয়া নীনা কোন কথা বলিল না, নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল; ক্রোধে ক্ষোভে ও অপমানে তাহার চক্ষু হইতে অগ্নি বর্ষিত হইতে লাগিল।

নীনাকে নীরব দেখিয়া রাল্‌ফের সাহস বাড়িল; সে নীনার অভিমুখে দুই একপদ অগ্রসর হইয়া বলিল, "তুমি বুদ্ধিমতী হইয়াও কি আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিতেছ না? আমি তোমাকে ভালবাসি বলিলে অধিক বলা হয় না, আমি তোমার জন্য পাগল! নীনা, আমি তোমাকে এতই ভালবাসি যে, তোমাকে না পাইলে আমি বাঁচিব না।"

নীনা সরোষে বলিল, "তবে মর; পৃথিবীর ভার একটু কমিয়া যাউক।"

রাল্‌ফ বলিল, "নীনা, তুমি রাগ করিও না; আমি মরিলে আমার এ বিপুল সম্পত্তি ভোগ করিবে কে? কবে আমাকে বিবাহ করিবে, দয়া করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর দাও। আমাকে নিরাশ করিও না; নীনা,

আমার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিও না। আমি তোমার পায়ে ধরিয়া বলিতেছি—" রাল্‌ফ জানু অবনত করিয়া নীনার পদধারণে উদ্যত হইল।

নীনা তৎক্ষণাৎ দূরে গিয়া সরোষে বলিল "তুমি যদি এই মুহূর্ত্তে আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া না যাও, তাহা হইলে আমি তোমাকে পদাঘাত করিতেও কুণ্ঠিত হইব না।"

নীনার কথা শুনিয়া মাতাল রাল্‌ফ রাগ করিল না ; তাহার মন তখন অত্যন্ত উদার! সে টলিতে টলিতে উঠিয়া নীনাকে বলিল,"ভাল সুন্দরী, তাহাই ভাল ; তুমি আমার বুকে লাথি মার, আমি বুক পাতিয়া দিতেছি ; তোমার পদ-স্পর্শে আমি ধন্য হই। তোমার লাথি অতি মোলায়েম!"

মাতালটা বোধ হয় এইভাবে আরও কিছুকাল বক্তৃতা করিত ; কিন্তু নীনা তাহার বক্তৃতা-স্রোতে বাধা দিয়া ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল, "আমি তোমার কোন কথা শুনিতে চাই না। তুমি মনুষ্য সমাজের কলঙ্ক! তুমি শীঘ্র আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও ; তোমার মুখ দর্শন করিতে ঘৃণা হয়।"

রাল্‌ফ মাতাল হইলেও বুঝিতে পারিল, নীনা ভয়ানক চটিয়াছে, তাহার এই প্রকার উত্তেজিত অবস্থায় প্রণয়-প্রসঙ্গে কোন ফল হইবে না; সুতরাং সে আর অধিক বাড়াবাড়ি না করিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

রাল্‌ফ প্রস্থান করিলে নীনা একটু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে মনে করিল, "এত অপমানের পর এই শয়তান আর আমাকে বিরক্ত করিতে আসিবে না ; আমার স্পষ্ট কথা শুনিয়া সে বুঝিয়াছে তাহার কোন আশা নাই।"

কিন্তু নীনার এ আশা বৃথা! রাল্‌ফ পরদিন আবার আসিল। সেদিনও সে পূর্ব্ববৎ প্রেমাভিনয় করিল, এবং নীনা তাহাকে লাথি মারিতে মাত্র বাকি রাখিল! রাল্‌ফ ভাবিল, "চটাচটি করিয়া লাভ নাই, প্রথমে নরম হইয়াই দেখা যাক ; যদি তাহাতে কাজ না হয়, তখন নিজমূর্ত্তি ধারণ করিলেই চলিবে। টাকায় সমস্তই কিনিতে পাওয়া যায়, একটা অসার মেয়ে মানুষের ভালবাসা কিনিতে পারিব না ?"

মূর্খ রাল্‌ফ জানিত না, রমণীর প্রেম পণ্যদ্রব্য নহে।

রাল্‌ফ এই ভাবে প্রতিদিনই নীনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মিষ্ট কথায় তাহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রতিদিনই তাহার প্রেমাভিনয় ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিতে লাগিল!

নীনা নিজের অদৃষ্টের কথা না ভাবিত, এরূপ নহে; কিন্তু তাহার সঙ্কল্প স্থির ছিল।

উপর্য্যুপরি কয়েকদিন প্রত্যাখ্যাত ও অপমানিত হইয়া রাল্‌ফ নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল। শেষ দিন সে নীনাকে বলিল, "আজ আবার আসিয়াছি; তোমার শেষ কথা শুনিতে আসিয়াছি।"

নীনা বলিল, "আমার যাহা প্রথম কথা, তাহাই শেষ কথা।—আমার শেষ কথা তুমি শুনিয়াছ।"

নীনা হঠাৎ রাল্‌ফের মুখের দিকে চাহিল, তাহার চক্ষু দেখিয়া নীনার হৃদয় কম্পিত হইল; সে বুঝিল, আজ রাল্‌ফ উন্মত্ত হইয়াছে!—তাহার প্রদীপ্ত চক্ষুতে পৈশাচিক ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

রাল্‌ফ গম্ভীর স্বরে বলিল, "আমি তোমার শেষ কথা শুনিতে আসিয়াছি; তুমি অনেক সময় লইয়াছ, আমি আর বিলম্ব করিতে পারিব না। আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি তোমার রূপ দেখিয়া আমি পাগলের মত হইয়াছি; কিন্তু তুমি চিরদিনই আমাকে ঘৃণা কর। ইহার কারণ কি?"

নীনা বলিল, "সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? আমি তোমাকে হাজার বার বলিয়াছি, তোমার প্রতি আমার বিন্দুমাত্র অনুরাগ নাই।"

রাল্‌ফ বলিল, "তুমি অন্যকে ভালবাস বলিয়াই একথা বলিতেছ। আমি জানি তুমি সিসিলেরই পক্ষপাতী; তুমি তাহাকে ভালবাস।"

নীনা বলিল, "আমি সিসিলকে ভালবাসি। একথা গোপন করিবার আবশ্যক নাই; এবং তাহাতে লজ্জিত হইবারও কারণ নাই। তুমি জান আমি তাঁহাকে ভালবাসি, এবং তিনিও আমাকে ভালবাসেন; এ সকল কথা জানিয়া-শুনিয়াও অন্যের প্রণয়িনীকে বিবাহের জন্য অনুরোধ করিতে তোমার বিন্দুমাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচ হইতেছে না? ধিক্!"

রাল্‌ফ সরোষে বলিল, "নীনা, তুমি আর আমার রাগ বাড়াইও না। সিসিল আজ ভিক্ষুকেরও অধম; আমি তাহাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। তুমি একটা পথের ভিখারীকে বিবাহ করিবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছ; আর আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, আমার দিকে ফিরিয়াও চাহিতেছ না! কিন্তু ইহাতে তোমার কোন লাভ নাই। তুমি কি মনে কর, আমি একটা ভিখারীকে আমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতে দিব? ইহা স্বপ্নেও মনে করিও না।"

এই কথা বলিয়া রাল্‌ফ দৃঢ়মুষ্টিতে নীনার হাত চাপিয়া ধরিল। নীনা চীৎকার করিয়া বলিল, "হাত ছাড়, তুমি কি আমার হাত ভাঙ্গিয়া দিবে?"

রাল্‌ফ কম্পিত স্বরে বলিল, "হাত ভাঙ্গিয়া দেওয়া ত সামান্য কথা, তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত না হইলে তোমার কি দুর্দ্দশা করি দেখ।"

রাল্‌ফ বামহস্তে তাহার পকেট হইতে টোটাভরা পিস্তল বাহির করিল, এবং নীনাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া পিস্তলটি তাহার ললাটে লক্ষ্য করিল।

নীনা উঠিয়া বসিল, রাল্‌ফের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমার মৎলব কি?"

রাল্‌ফ বলিল, "আমার মৎলব বুঝিতে পার নাই? তুমি যদি এখনও আমার প্রস্তাবে আপত্তি কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই গুলি করিয়া তোমাকে হত্যা করিব। তুমি মনে করিও না, সিসিল বা অন্য কেহ আমার কবল হইতে তোমাকে উদ্ধার করিতে পারিবে। এই মুহূর্ত্তেই আমি তোমার শেষ উত্তর চাহিতেছি না; আমি তোমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিলাম! এই পাঁচ মিনিটে তুমি তোমার কর্ত্তব্য স্থির কর। আমি এখন যাইতেছি, পাঁচ মিনিট পরে আবার আসিব।"

রাল্‌ফ বন্দুকটা পকেটে ফেলিয়া অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল; কিন্তু যাইবার সময় দ্বারটি বাহির হইতে বন্ধ করিয়া যাইতে ভুলিল না। নীনা যেখানে বসিয়াছিল, সেই স্থানেই জড়ের ন্যায় বসিয়া রহিল। তাহার সমস্ত চিন্তা তখন বাষ্পাকার ধারণ করিয়াছিল। অন্য কেহ হইলে সেই অবস্থায় হয় ত মূর্চ্ছিত হইত; কিন্তু নীনার আত্মসংবরণের শক্তি অসাধারণ। সে জীবনের

আশা ত্যাগ করিল বটে, কিন্তু প্রাণভয়ে তাহার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইল না।—নীনা চেয়ারে বসিয়া উভয় হস্তে মুখ ঢাকিয়া আকাশপাতাল ভাবিতে লাগিল।

নীনা অস্ফুটস্বরে বলিল, "পরমেশ্বর যদি অদৃষ্টে মৃত্যু লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে মরিতেই হইবে; আমার অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, তাহাতে এখন মৃত্যুই প্রার্থনীয় মনে হয়। কি সুখে বাঁচিয়া থাকিব? সতীত্ব গৌরব বিসর্জ্জন দিয়া এই পিশাচের পত্নী হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু অনেক ভাল। সিসিলের আশা বিসর্জ্জন দিয়া রাল্‌ফকে পতিত্বে বরণ করিতে হইবে? সিংহের প্রণয়িনী কুকুরের বিলাস-লালসা পরিতৃপ্ত করিবে? তাহা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল; কিন্তু সিসিলের নিকট বিদায় গ্রহণ না করিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিতে ইচ্ছা হয় না। হে ভগবান!"

পাঁচ মিনিট সময় অধিক নহে, দেখিতে দেখিতে তাহা অতীত হইল। রাল্‌ফ দ্বার খুলিয়া রিভলবার হস্তে নীনার সম্মুখে যমদূতের ন্যায় উপস্থিত হইল, এবং দৃঢ়স্বরে বলিল, "আমি তোমার উত্তর শুনিতে আসিয়াছি; পাঁচ মিনিট পূর্ণ হইয়াছে। বল, তুমি আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত কি না।"

নীনা নত মস্তকে বসিয়া রহিল; তাহার মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না।

নীনাকে নির্ব্বাক দেখিয়া রাল্‌ফের ক্রোধ বর্দ্ধিত হইল, সে উত্তেজিত স্বরে বলিল, "শীঘ্র আমার প্রশ্নের উত্তর দাও; হাঁ কি না শীঘ্র বল।"

নীনা ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া রাল্‌ফের মুখের দিকে অচঞ্চল দৃষ্টিতে চাহিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "না।"

নীনার উত্তর শুনিয়া রাল্‌ফের মুখমণ্ডল অতি ভীষণ ভাব ধারণ করিল, তাহার আরক্তিম চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষিত হইতে লাগিল; সে দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া বিকৃত স্বরে বলিল, "ওরে শয়তানি! এখনও আমাকে অগ্রাহ্য করিতেছিস্? তোর জিদ্‌ই বজায় থাকিবে? তাহাই থাক্! কিন্তু তোর ধৃষ্টতার প্রতিফল গ্রহণ কর।"—রাল্‌ফ তাহার হস্তস্থিত পিস্তলটি নীনার ললাট লক্ষ্য করিয়া উদ্যত করিল, এবং মুহূর্ত্তে ঘোড়া টিপিল!

'গুড়ুম্' করিয়া শব্দ হইল, পিস্তলের মুখ হইতে ধূমানল নিঃসারিত হইল; কিন্তু

পিস্তলের গুলি নীনার মস্তক ভেদে অসমর্থ হইয়া অদূরবর্ত্তী প্রাচীরে বিদ্ধ হইল। রাল্‌ফ পিস্তলের ঘোড়া টিপিবার পূর্ব্বেই, একটি যুবক বিদ্যুৎবেগে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া রাল্‌ফের দক্ষিণ হস্তের নীচে হঠাৎ এরূপ বেগে আঘাত করিয়াছিল যে, তাহাতেই গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছিল।

এই যুবক সিসিল প্যারোবি। আরও কয়েকজন লোক সিসিলের সঙ্গে সঙ্গে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের একজন মিঃ ব্লেক, অপর ব্যক্তি স্মিথ, অবশিষ্ট দুইজন স্থানীয় পুলিশ কর্ম্মচারী।

গুলি ব্যর্থ হইল দেখিয়া রাল্‌ফ রাইক্স সক্রোধে পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিল। সে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী সিসিলকে দেখিবামাত্র ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিল; এবং আগন্তুকগণের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের এই প্রকার অনধিকার প্রবেশের কারণ কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কারণ এই যে, আমরা তোমাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছি; তুমি আমাদের হস্তে বন্দী।—পুলিশ, এই দুর্ব্বৃত্তকে গ্রেপ্তার কর।"

রাল্‌ফ সরোষে বলিল, "আমাকে গ্রেপ্তার করিবে? এত স্পর্দ্ধা! আমার বিরুদ্ধে এমন কি অভিযোগ আছে যে, তোমরা আমার মত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিতে চাহিতেছ? আমি গ্রেপ্তার হইতে পারি এরূপ কোনও দুষ্কর্ম্ম করি নাই, পিস্তলে ফাঁকা আওয়াজ করিয়া এই যুবতীকে ভয় দেখাইয়াছিলাম মাত্র; উহাকে হত্যা করিবার ইচ্ছা ছিল না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার একথা সত্য কি না, তাহা আমরা পরে অনুসন্ধান করিব। আমরা তোমাকে এই যুবতীর প্রতি উৎপীড়নের অভিযোগে গ্রেপ্তার করিতে আসি নাই।"

রাল্‌ফ বলিল, "তবে আমার বিরুদ্ধে আর কি অভিযোগ আছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি তোমার মাতুলকে হত্যা করিয়াছ।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া রাল্‌ফের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল! তাহার নেশা চট্‌ করিয়া ছুটিয়া গেল; কিন্তু তাহার মুখে একটা কথাও বাহির হইল না।

মিঃ ব্লেকের ইঙ্গিতে একজন পুলিশ কর্ম্মচারী তৎক্ষণাৎ রাল্‌ফের নিকট অগ্রসর হইয়া তাগার মণিবন্ধে হাতকড়া আঁটিয়া দিল।—ইহাতে রাল্‌ফের সাহস ভরসা, বুদ্ধি বিবেচনা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইল; সে একবার কাতর দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের দিকে চাহিয়া মস্তক অবনত করিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উহাকে বাহিরে লইয়া যাও।"

এই কল্পনাতীত অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে নীনার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল।

এতক্ষণ পরে সিসিল কথা কহিলেন; তিনি ব্যগ্রভাবে নীনার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া উভয় হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক আবেগকম্পিত স্বরে বলিলেন, "নীনা, প্রিয়তমে! তোমাকে যে জীবিত দেখিলাম, ইহাই আমার সৌভাগ্য! উঃ, কি উৎকণ্ঠায় এ কয় দিন কাটাইয়াছি!"

নীনা সিসিলের আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ হইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "সিসিল, প্রিয়তম! তুমিই আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছ! তুমি আর মুহূর্ত্তমাত্র পরে আসিলে আমাকে জীবিত দেখিতে পাইতে না। তুমি আমার জীবনদাতা।"

সিসিল বলিলেন, "পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ! তিনিই তোমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, আমি উপলক্ষ মাত্র। আর যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হয়, তাহা হইলে তুমি মিঃ স্মিথের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।—ইনিই মিঃ স্মিথ।"

অনন্তর, স্মিথ পূর্ব্বদিন সায়ংকালে টাইগারের সহায়তায় কিরূপে সেই নির্জ্জন অট্টালিকায় রাল্‌ফ রাইক্সের অনুসরণ করিয়াছিল, এবং সেখানে সে নীনাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে অনুমান করিয়া মিঃ ব্লেককে আসিবার জন্য যে টেলিগ্রাম করিয়াছিল—সে সকল কথা সিসিল সংক্ষেপে নীনার গোচর করিলেন।

নীনা জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু মিঃ স্মিথের সহিত কিরূপে তোমার সাক্ষাৎ হইল?"

সিসিল বলিলেন, "নীনা, তোমার নিরুদ্দেশের সংবাদ পাইয়া আমি কোথায় তোমাকে না খুঁজিয়াছি! দুঃখে ক্ষোভে দুশ্চিন্তায় আমি উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলাম; কিন্তু আমি আশা ত্যাগ করিতে পারি নাই। একটা মিথ্যা সংবাদ পাইয়া আমি কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী একটি নগরে তোমাকে খুঁজিতে গিয়াছিলাম;—তখন